উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হাত মেলালেন না হরমনপ্রীতরাও » ১১

চুল ধরে গ্রেটাকে টানাহ্যাঁচড়া

গাজায় ত্রাণ সহায়তা দিতে যাওয়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। চলেছে নির্যাতন। চুল টেনে ধরে মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩২° | ৩১° | ৩২° | ৩২° |
| সর্বনিম্ন | ২৩° | ২৫° | ২৫° | ২৩° |

জেলেই থাকব, ঘোষণা ওয়াংচুকের » ৮

শিলিগুড়ি ১৯ আশ্বিন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 6 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 136

সময়ের কথা

## অবহেলিত উত্তরবঙ্গ শোষণের বধ্যভূমি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রোম নগরী যখন জ্বলছিল সেসময় সম্রাট নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন কি না সেই ঐতিহাসিক বিতর্কের আজও অবসান হয়নি। তবে রবিবার যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক লাশ জমছিল তখন রেড রোডের কার্নিভালে একঝাঁক নায়ক-নায়িকার সঙ্গে নাচছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা পৃথিবী সেই দৃশ্য দেখেছে। উত্তরবঙ্গজুড়ে হাহাকারের মাঝে কলকাতার আনন্দ উৎসবের ছবিই তফাত করে দেয় দুই বাংলার। কলকাতা শহরে জল জমলে গোটা রাজ্যে ছুটি ঘোষণা হয়। দক্ষিণবঙ্গে গরম বাড়লেই বাধ্যতামূলকভাবে উত্তরবঙ্গের স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ উত্তরের বিপর্যয়ে সামান্য সহানুভূতিটুকুও মেলে না। যুগের পর যুগ ধরে উত্তরবঙ্গ শুধুই ছুটি কাটানোর জায়গা হিসাবে রয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবিতে স্বাধীনতার পর থেকে আন্দোলন হচ্ছে। তার নানা রাজনৈতিক কারণ আছে। সে সবের বাইরে সব বিষয়ে কলকাতার প্রভুত্ব এবং বিভাজনমূলক কার্যকলাপের ফলে সাধারণ উত্তরবঙ্গবাসীদের মনে পৃথক হওয়ার ইচ্ছে ফল্গুধারার মতো বইতে শুরু করেছে। এটা আমরা, ওরার প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা নৈতিকতার। ধরা যাক, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের কোনও শহরে কার্নিভালে উপস্থিত, সেই সময় কলকাতায় বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল এবং তাতে ২৮ জন মারা গেলেন এবং অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হলেন। তখনও কি মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালের মঞ্চে ডান্ডিয়াতে ব্যস্ত থাকতেন, না কি সপার্ষদ কলকাতায় ছুটে যেতেন? মুখ্যমন্ত্রীর কথা বাদ দিন, রাজ্যের অন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা কোথায়? যা পরিস্থিতি তাতে রবিবার সকালেই অর্ধেক মন্ত্রীসভার উত্তরকন্যায় উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। একজনেরও দেখা মেলেনি। আসলে উত্তরকন্যা তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রচারের জন্য তৈরি একটি জাঁকজমকপূর্ণ অত্যাধুনিক বিল্ডিং মাত্র। ভোট এলেই সেই বিল্ডিং দেখিয়ে দলের নেতা, মন্ত্রীরা বলবেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গে মিনি সচিবালয় করেছি'। এর বাইরে উত্তরবঙ্গের স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষিতে উত্তরকন্যার প্রয়োজনীয়তা শূন্য।

সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেলগুলোতে কলকাতার এক তৃণমূল নেতাকে বলতে শুনলাম, অতিবৃষ্টিতে বিপর্যয় হয়েছে। তাতে রাজ্য সরকারের কোনও হাত নেই। ওই নেতা ঠিকই বলেছেন। অতিবৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করা যায় না। তবে ডিভিসি'র জল ছাড়ার কথা জানার পরই বিপর্যয় মোকাবিলায় দক্ষিণবঙ্গে পদক্ষেপ করা গেলেও অতিবৃষ্টির আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করার দায় কি রাজ্য সরকার এড়াতে পারে? বন্যা, ধস, নদীভাঙনে প্রতিবছরই উত্তরবঙ্গ বিপদে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

একই বাংলা দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ

রেড রোডে কার্নিভালে সেলেব্রিটিদের সঙ্গে নাচ মুখ্যমন্ত্রীর। ডানে, ধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর। মিরিকের কাছে। ছবি : রাজীব মণ্ডল ও পিটিআই

# উৎ-শবে 'রব'

## উত্তরে বিপর্যয়

ছবি : সূত্রধর

দুর্যোগের বলি ২৮

মিরিক ৯
সুখিয়াপোখরি ৯
বিজনবাড়ি ৪
বামনডাঙ্গা ৫
রামশাই ১

### দার্জিলিং

মিরিক, সুখিয়াপোখরি, বিজনবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় কয়েকশো বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

দুধিয়ায় ভাঙল ১৯৬৪ সালে তৈরি লোহার সেতু

পুলবাজার থেকে চুংথুং যাওয়ার রাস্তায় সেতু ভেঙে যোগাযোগ বন্ধ

রোহিণী এবং কার্সিয়াংয়ের মাঝে জিরো পয়েন্টে প্রায় ৩০ মিটার রাস্তার ৯০ শতাংশ ধসে গিয়েছে

### জলপাইগুড়ি

নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা বাগানে যাওয়ার রাস্তায় টানাটানি নদীর সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ভেসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, নিখোঁজ বহু

ছাড়টন্ডু বস্তি যাওয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা উড়ে গেল। ওই গ্রামেই ভাঙল বালুখোলা নদীর সেতু

ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা সেতুর কাছে রেললাইনের নীচের মাটি ধসে ব্যাহত ট্রেন চলাচল

পদমতিতে ভাঙল তিস্তার বাঁধ

বিন্নাগুড়িতে ভুটানের জল হাতিনালা দিয়ে এসে নেতাজিপাড়া, এসএম কলোনি, স্টেশনপাড়ায় বন্যা পরিস্থিতি। ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৫০০ পরিবার

মেটেলি, ক্রান্তি, মাল ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের একাধিক জায়গায় ভাঙল বাঁধ। পরিস্থিতি শোচনীয়

### আলিপুরদুয়ার

শিসামারায় বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত

জলদাপাড়ায় একাধিক রিসর্টে জল ঢুকেছে। সরকারি ট্যুরিস্ট লজ সহ বিভিন্ন রিসর্টে আটকে পড়েছেন পর্যটকরা

কালচিনির সুভাষিণী চা বাগান সহ একাধিক বাগানের ক্ষতি

### কালিম্পং

কালিম্পংয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় জল জমে, ধস নামে

### কোচবিহার

জামালদহ ও মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে জলঢাকা নদীর বাঁধ ভাঙল

মাথাভাঙ্গার কেদারহাট ও শিলডাঙ্গায় নিখোঁজ ৩

তিস্তা, মানসাই ও তোর্ষায় লাল সতর্কতা

## ধসে, জলে প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত ২৮

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

**৫ অক্টোবর :** কোজাগরি পূর্ণিমার আগে ফের দুর্যোগ উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। কিন্তু প্রকৃতির এমন প্রলয় নাচন দেখার কথা সম্ভবত কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। শনিবার রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল উত্তরবঙ্গ। গভীর রাতে কোথাও ধস নামে, কোথাও জলস্রোত ধেয়ে আসে। সবচেয়ে বেশি প্রকৃতির তাণ্ডবের সাক্ষী পাহাড়। ঘুমের মধ্যেই ধসে চাপা পড়েন অনেকে।

রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮। শুধু পাহাড়েই প্রাণ গিয়েছে ২২ জনের। সমতলে তিস্তা, মহানন্দা, তোর্ষা রুদ্র চেহারা নিয়েছিল। সেই প্লাবনে ভেসে গিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। নিখোঁজের সংখ্যা অনেক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ভারী বর্ষণের পরিণামে পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের পথে দুধিয়ায় বালাসন নদীতে ৬১ বছরের পুরোনো লোহার ব্রিজ ভেঙে পড়ে। শেষ কবে বালাসন নদী এমন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল, পাহাড়বাসী মনে করতে পারছেন না। ধসে গিয়েছে রোহিণী হয়ে কার্সিয়াংয়ের রাস্তা। দার্জিলিংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির

মিরিকে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি।

যোগাযোগ রক্ষাকারী হিলকার্ট রোডেও রবিবার দুপুর পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

তিস্তাবাজারে তিস্তার জল উপচে এবং জায়গায় জায়গায় ধস নামায় সিকিম, কালিম্পংয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই পথে কোনওরকমে শুধু ছোট গাড়ি চলাচল করতে পারছে। রবিবার সকাল থেকে নবান্নের কন্ট্রোল রুমে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন। পরে জানানো হয়, তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নিয়ে সোমবার শিলিগুড়িতে আসবেন।

সড়ক যোগাযোগ কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি মিরিক, সুখিয়াপোখরির মতো দুর্গত এলাকায় যেতে পারেন। রবিবার অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বিকেল থেকে কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে ব্যস্ত ছিলেন। যা নিয়ে বিরোধীরা সমালোচনা করেছে অনেক। মমতা অবশ্য বলেন, 'আমি নিজে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। কোনও চিন্তা করার দরকার নেই। উদ্ধারকাজ ও খরচ সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। আমরা কয়েকজন ভাইবোনকে হারিয়েছি। রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে থাকবে।'

এরপর দশের পাতায়

## দখলদারির 'প্রতিশোধে' পাহাড় তছনছ

রণজিৎ ঘোষ

**দুধিয়া, ৫ অক্টোবর :** পাহাড়ের এই বিপর্যয় কি মানুষই ডেকে এনেছে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নদী দখল করে ঘরবাড়ি, রিসর্ট, হোটেল তৈরির প্রবণতার জেরেই এই ধ্বংসলীলা। তাঁদের মতে, তিস্তা নদীর গতিপথ আটকানোর ফলে যেভাবে আশপাশের এলাকাগুলি ধ্বংস হয়েছে এবং হচ্ছে, একইভাবে বালাসন নদীতেও বহুদিন যাবৎ যথেচ্ছাচার হয়েছে বলেই আজ এই পরিণতি। যার ফলে আজ নদী নিজের গতিপথ ছেড়ে জনবসতিকেও গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। এর জন্য প্রকৃতি যতটা দায়ী, মানুষই তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি দায়ী। তাঁদের আশঙ্কা, আগামীতে আরও বড় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তর বক্তব্য, 'বালাসন নদী থেকে বোল্ডার-বালি তুলে নেওয়া বা নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে চরের মধ্যে রিসর্ট, হোটেল তৈরি করা যে মোটেও ভালো কাজ হয়নি,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

## উত্তাল নদীতে ভেসে গেল গন্ডার, হস্তীশাবক

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

**৫ অক্টোবর :** প্রবল বর্ষণে উত্তাল নদী ভাসিয়ে দিয়েছে উত্তরের বনাঞ্চল। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বনসম্পদের। জলদাপাড়া, গরুমারার মতো সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। একের পর এক বন্যপ্রাণীর দেহ উদ্ধার হচ্ছে। নদীর জলে ভেসে আসছে গাছ, কাঠের লগ। প্রাণ বাঁচাতে বহু গ্রামে, চা বাগানে, কৃষিজমিতে আশ্রয় নিয়েছে গন্ডার, হাতি, বাইসনরা। পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে বলে জানিয়েছেন বন্যপ্রাণী বিভাগের উত্তরবঙ্গের বনপাল ভাস্কর জেভি।

শনিবার রাত থেকেই উত্তরবঙ্গজুড়ে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। উত্তাল হয়ে ওঠে গরুমারার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলঢাকা ও মূর্তি নদী। দুই নদীর জল এতটাই বাড়ে যে বহু বন্যপ্রাণী ভেসে যায়। এদিন সকালে কামারঘাট এলাকায় জলঢাকা নদীর চরে আটকে পড়ে একপাল হাতি। এই পালের মধ্যে বেশ কয়েকটি শাবকও ছিল। হাতির পাল দেখতে ভিড় জমান কাতারে কাতারে মানুষ। তাদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে একসময় তেড়ে আসে হাতিগুলো। তবে জল বেশি থাকায় তারা কাছে আসতে পারেনি। হাতির পালের খানিক দূরেই বারোহাতি শান্তিপাড়া এলাকায় অখিল রায়ের বাড়ির উঠোনে গলা সমান জলে আটকে পড়ে একটি বাইসন। একইভাবে আটকে পড়া একটি বাইসনের

লোকালয়ে আসছে গন্ডার।

শাবককে উদ্ধার করে স্থানীয়রা তুলে দেন বন দপ্তরের হাতে। লোকালয়ে পরপর বন্যপ্রাণীরা চলে আসায় জলপাইগুড়ি বন বিভাগ ও গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি রেঞ্জ স্কোয়াডের কর্মীরা চলে আসেন। একসময় ভিড় সামলাতে পানবাড়ি-রামশাই রাজ্য সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে খবর আসে আমগুড়ি, বেতগাড়া, বক্সিরডাঙ্গা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক গন্ডার। তাদের কয়েকটি জলঢাকা পেরিয়ে উঁচু জায়গায় চলে যায়। একটি অবশ্য বক্সিরডাঙ্গা এলাকায় স্থানীয় এক গ্রামবাসীর পুকুরে আশ্রয় নেয়। দুপুর নাগাদ চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গারহাট এলাকার জলঢাকা নদীর ডালেরমাথা স্পারে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি গন্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এছাড়া জলঢাকা নদীর বিভিন্ন এলাকায় একাধিক হরিণ ও বাইসনের দেহ উদ্ধার হয়।

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বন্যপ্রাণীগুলোর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান বন দপ্তরের। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ কামারঘাটে আটকে পড়া হাতির পালটি নাথুয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করে। বক্সিরডাঙ্গার গন্ডারটি সন্ধ্যা নাগাদ পুকুর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সেটির খোঁজ চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

এরপর দশের পাতায়

## মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পর্যটনে

করোনা পরিস্থিতিতে ধাক্কাটা লেগেছিল। তারপর লোনাক লেক বিপর্যয়। চলতি বছরে গ্রীষ্মের মরশুমেও পহলগাম কাণ্ডের জেরে মার খেয়েছিল পর্যটন ব্যবসা। আবারও একটা দুর্যোগ। সঙ্গিন অবস্থা উত্তরের পর্যটনের।

দীপ সাহা

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর রবিবার সকালে দার্জিলিং থেকে একেবারে ঝকঝকে দেখাচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। সমতলের শিলিগুড়ি থেকেও পাহাড়ের নীলাভ সবুজ রেখা স্পষ্ট। কে বলবে, ওই পাহাড়ই এত দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে রাত থেকে ভোর!

সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই ভেসে উঠছে একের পর এক ভয়ংকর ছবি। কখনও বালাসনের ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর, কখনও বা রোহিণীর ধসে যাওয়া রাস্তার। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার সাক্ষী থেকেছে জলদাপাড়া থেকে জয়ন্তীও। জলদাপাড়ার জঙ্গলে শিসামারার জল ঢুকে যাওয়ায় যেভাবে নদীতে ভেসে আসছিল গন্ডারের দল, সেই দৃশ্য দেখে যে কারও মন ডুকরে কেঁদে উঠবে।

সকাল থেকেই একের পর এক ফোন বেজে উঠছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। কেউ পরিবার নিয়ে আটকে পড়েছিলেন পাহাড়চূড়ায়, কারও আবার প্ল্যানিং চলতি সপ্তাহেই বেড়াতে আসার। ভয়ে, আতঙ্কে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। হালিশহরের অনির্বাণ কুণ্ডুর যেমন পরিবার নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরদিনই দার্জিলিংয়ে আসার প্ল্যান ছিল। ট্রেনের টিকিটও কেটে রেখেছিলেন দু'মাস আগে। কিন্তু এই অবস্থায় পরিবার নিয়ে আর বিপদ বাড়াতে চাইছেন না তিনি। মুঠোফোনে বললেন, 'আগে প্রাণ। বেড়াতে অনেক পারব। যা শুনছি, দেখছি- তাতে এখন যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

অনির্বাণের মতো অনেকেই সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক গ্রুপে খোঁজ নিচ্ছেন উত্তরের রাস্তাঘাটের। নিরুপমা বিশ্বাস নামে এক ভদ্রমহিলা যেমন জানতে চেয়েছেন কালিম্পংয়ের কী অবস্থা।

ধসে গিয়েছে রোহিণীর রাস্তা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন এই মুহূর্তে না আসার। আর এখানেই ঠিক ভয়টা পাচ্ছেন উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কালিম্পংয়েই হোমস্টে চালান মিলন রাই। তাঁর কথায়, 'এনএইচ-১০ দু'দিন পরপর বন্ধ থাকায় এমনিতেই ব্যবসা তলানিতে। দীপাবলির আগে কিছু বুকিং ছিল। এখনও বাতিল হয়নি। কিন্তু চারদিকে যা অবস্থা, তাতে লোক আর আসবেন বলে মনে হয় না। আমাদের এখন বিকল্প রোজগারের উপায় ভাবতে হবে।'

লোনাক লেক বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও টাটকা তিস্তাপাড়ে। '২৩-এর সেই ভয়ংকর বিপর্যয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল উত্তরের পর্যটন।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গজুড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। এর মধ্যে তোর্ষা নদীতে ভেসে আসছে হাজার হাজার কাটা গাছের অংশ। কোথা থেকে গাছের অংশগুলি এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

# চর্চায় তোর্ষায় কাঠের উৎস

**নিউজ ব্যুরো**

**৫ অক্টোবর :** তোর্ষা নদীর বুকে ভেসে আসছে হাজার হাজার কাটা গাছের অংশ। রবিবার কোচবিহারের ঘুঘুমারি রেলব্রিজের ওপর থেকে তোলা এমন একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। (যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।) সেই ভিডিও দেখার পর ডুয়ার্সের জঙ্গলে কাঠপাচারকারীদের দাপটের বিষয়টাই সামনে এসেছে। কারণ মনে করা হচ্ছে, জলের তোড়ে ভেসে আসা সেইসব কাঠ নিশ্চয় পাচারকারীরা কেটে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল। দু'কূল উপচে নদীর জল প্লাবিত হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। জলের স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে এসেছে সেইসব কাঠ।

এই দৃশ্য মনে করিয়ে দিয়েছে কয়েক বছর আগেকার পুষ্পা সিনেমার কথা। সেখানেও অনেকটা এমন ঘটনাই দেখানো হয়েছিল। চোরাই চন্দন কাঠ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল জঙ্গলে। পুলিশের অভিযান থেকে রক্ষা পেতে নায়ক চোরাই কাঠ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নদীতে। পরে নদীর ওপর থাকা বাঁধের লকগেট আটকে সেই কাঠ আবার উদ্ধারও করে নিয়েছিলেন। সে না হয় সিনেমা ছিল, কিন্তু বাস্তবে চোরাই কাঠ ভেসে আসার ঘটনা কাঠ পাচার রুখতে বন দপ্তরের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরেছে।

যদিও সেসব কাঠ আদৌ চোরাই কি না, তা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছে বন দপ্তর। আর পাচার রুখতে ব্যর্থতার কথাও মানতে নারাজ বনাধিকারিকরা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা' র কথায়, 'ভেসে আসা কাঠগুলি তো কোনও রেঞ্জ অফিসের বাজেয়াপ্ত করা কাঠও হতে পারে। সেগুলি কোথা থেকে এল, তা আমরা জানি না। খোঁজ নিচ্ছি।' উত্তরবঙ্গের উত্তর মণ্ডলের মুখ্য বনপাল অপূর্ব সেন আবার দাবি করেছেন, 'যতদূর খবর পেয়েছি এই কাঠের গুড়িগুলি ভূটান থেকে ভেসে এসেছে। উত্তরবঙ্গের কোনও জঙ্গলেই ক্ষয়ক্ষতির তেমন কোনও খবর আমাদের কাছে নেই।'

জলের তোড়ে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ। কোচবিহারের ফাঁসিরঘাটে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

> ভেসে আসা কাঠগুলি তো কোনও রেঞ্জ অফিসের বাজেয়াপ্ত করা কাঠও হতে পারে। সেগুলি কোথা থেকে এল, তা আমরা জানি না। খোঁজ নিচ্ছি।
>
> **ডঃ নবিকান্ত ঝা** সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

তবে বন দপ্তর যা-ই বলুক না কেন, এদিন ওই কাঠ ভেসে আসার দৃশ্য দেখতে ঘুঘুমারিতে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। স্থানীয়রা কিন্তু বন দপ্তরের দিকেই আঙুল তুলেছেন। এলাকার বাসিন্দা তথা পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক সঞ্জয় দে'র কথায়, 'এদিন নদীর স্রোতে ভেসে আসা অজস্র গাছের গুঁড়ি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চোরাকারবারিদের বাড়বাড়ন্ত। বন দপ্তর মুখে অনেক কথা বললেও, বাস্তবে তারা যে গাছ পাচার আটকাতে পারে না তা স্পষ্ট। এজন্য আরও অনেক বেশি কঠোর পদক্ষেপ জরুরি।'

পশ্চিম ঘুঘুমারির বাসিন্দা মিন্টু হকের তো বাড়ির পাশেই তোর্ষা নদী। রবিবার সকাল থেকে নদীতে হঠাৎ জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করেছেন এলাকার অনেকে। মিন্টু বলছিলেন, 'অভাবের সংসারে বাড়তি আয়ের জন্যই ঝুঁকি নিয়ে দিনভর কাঠ সংগ্রহ করছেন অনেকে। তবে এত চোরাই কাঠ জঙ্গলে থাকবেই বা কেন?'

বন দপ্তরের ব্যর্থতার কথা তুলে সরব হয়েছেন ডুয়ার্সের পরিবেশপ্রেমীরা। আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জেলার বিভিন্ন নদী দিয়ে প্রচুর গাছ ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে। সেগুলি বেশিরভাগই ছিল গুঁড়ি। যদি ভূমিধসের ফলে গাছগুলি ভেসে আসত, সেক্ষেত্রে তো সেগুলি আস্ত থাকত। বনের ভেতর কেউ গাছ না কাটলে গুঁড়ি আসতে পারে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কাঠ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য আছে।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের উত্তরবঙ্গের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদারও বনদপ্তরের ব্যর্থতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

# লাইনে ক্ষতি, বিঘ্ন ট্রেন চলাচলে

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ৫ অক্টোবর :** উত্তরবঙ্গজুড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতির কারণে রবিবার আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা দেরিতে আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায়। একইভাবে, সাড়ে ছয় ঘণ্টা দেরিতে যাত্রা শুরু করে ডাউন কাঞ্চনকন্যা ও ডাউন তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসও। স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভোগ বাড়ে যাত্রীদের। এছাড়াও রাজধানী সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন রুট বদল করে চলে। রেলের এক কর্তা বলেন, 'বন্যা পরিস্থিতি ও রেইনকাটের জন্য রুট বদল করে ট্রেন চালাতে হয়েছে। এমনকি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে।'

এদিন আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস প্রায় নাগরাকাটা পর্যন্ত চলে আসার পর সমস্যায় পড়ে। হাসিমারা সংলগ্ন তোর্ষা নদীতে জল বৃদ্ধি পাওয়ায় সেতু পারাপার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও রেইনকাট পরিস্থিতির জন্য হাসিমারা হয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন যাওয়ার অনুমতি মেলেনি। ফলে কাঞ্চনকন্যাকে উলটো দিক দিয়ে শিলিগুড়ি ও ফালাকাটা রুট ধরে আলিপুরদুয়ার জংশনে আনার চেষ্টা করা হয়। বিপত্তি বাধে এখানেও। আলতাগ্রাম ও বেতগ্রামের মাঝখানে রেইনকাট দেখা দেওয়ায় মেইন লাইন ব্যবহার করা যায়নি। শেষপর্যন্ত চ্যারাবান্ধা-মাথাভাঙ্গা-নিউ কোচবিহার-নিউ আলিপুরদুয়ার ও শামুকতলা হয়ে সন্ধ্যা ৭টার পর আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায় কাঞ্চনকন্যা। যেখানে সময়সূচি দুপুর সাড়ে ১২টা।

> হ্যামিল্টনগঞ্জের কাছাকাছি এসেও ঘুরে যেতে হয়। সঙ্গে শিশু ছিল। ফলে দুর্ভোগ বেড়ে যায়।
>
> **অমিতাভ ঘোষ** কাঞ্চনকন্যার যাত্রী হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা

কাঞ্চনকন্যার যাত্রী অমিতাভ ঘোষ হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'হ্যামিল্টনগঞ্জের কাছাকাছি এসেও ঘুরে যেতে হয়। সঙ্গে শিশু ছিল। ফলে দুর্ভোগ বেড়ে যায়।'

অন্যদিকে, ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে দক্ষিণবঙ্গগামী যাত্রীদের দুর্ভোগ কম ছিল না। সাড়ে ৩টে নাগাদ ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ছাড়ার কথা। সেখানে রাত ৯টায় যাত্রা শুরু করে। যাত্রীদের প্রায় ছয় ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে বসে কাটাতে হয়। এতটা সময় ডাউন তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসের যাত্রীদেরও অপেক্ষা করতে হয়।

সোমবার নয়টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ট্রেনগুলি হল-শিলিগুড়ি জংশন--বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন--ধুবড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন--নিউ বঙ্গাইগাঁও ডেমু, শিলিগুড়ির জংশন--বামনহাট ডেমু, শিলিগুড়ি জংশন--আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, এনজেপি-- আলিপুরদুয়ার জংশন ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস (ভিস্টাডোম), এনজেপি -- বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন--বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং বালুরঘাট-- মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার।

বেতগাড়ার কাছে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন। ছবি : শুভদীপ শর্মা

# দুই ব্যবসায়ী সমিতির লক্ষ্মীপুজো

**রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর :** দুর্গাপুজোর পর এবার পালা লক্ষ্মীপুজোর। রায়গঞ্জের রূপাহারে এই বছর দুটি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে লক্ষ্মীপুজো হবে। এছাড়াও সেখানে বাউল, সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। রূপাহার ব্যবসায়ী সমিতির পাশাপাশি রূপাহারের মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও লক্ষ্মীপুজো হবে।

২৫ বছর ধরে রূপাহার ব্যবসায়ী সমিতি লক্ষ্মীপুজোর পাশাপাশি বাউলগানের আয়োজন করে। সম্প্রতি রূপাহার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি নতুন ব্যবসায়ী সমিতি আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাও এবার লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে বাউলগানের আয়োজন করেছে। মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় মিত্র বলেন, 'রূপাহারে এবার আমরা প্রথম লক্ষ্মীপুজো করছি। তাই ব্যবসায়ীদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে।'

১৫ বছর পর রূপাহার ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। সংগঠনের কর্মকর্তাদের দাবি, প্রায় ২০০ ব্যবসায়ী তাঁদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। গত বছর নির্দিষ্ট জায়গার অভাবে লক্ষ্মীপুজো করা যায়নি। তাই এই বছর আমাদের পুজো আলাদা মাত্রা পাবে।


## কর্মখালি

প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। পরিবার সহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (M):- 93333-16143.

•

শপিং মল, ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড চাই, বেতন :- 13,500/-, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M:- 86536 09553, 85098 27671. (C/118322)

•

শিলিগুড়ি, হোলসেল ঔষধের দোকানে Field Work -এর জন্য স্থানীয় লোক চাই, অনূর্ধ্ব 34, (M) 9434376715/ 7866052930.

## অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড ID নং DWP 2043636 বাবার নাম ভুল থাকায় 27.8.25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Hekra Miya এবং Late Shukur Mamud Miya উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। -মজরুদ্দিন মিঞা, কাওয়ালীপাড়া, মধুপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, প:ব:। (C/118128)



भारतीय थल सेना
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

अधिकारी प्रविष्टि

तकनीकी स्नातक कोर्स (टी जी सी–143) (जुलाई 2026 में निर्धारित) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन 08 अक्टूबर 2025 से 06 नवम्बर 2025 तक खुले रहेंगें।

আধিকারিক নিয়োগ

কারিগরি স্নাতক কোর্সের জন্য (TGC-143) (নির্ধারিত সময়সূচি জুলাই ২০২৬) অনলাইনে আবেদনপত্র নেওয়া হচ্ছে।

আবেদন করা যাবে ৮ অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

नोट :
1. सेना में भर्ती पूर्णतया पारदर्शी और मुफ्त है। दलालों से सावधान रहें।
2. विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए, कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

দ্রষ্টব্য :
১। সেনায় ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং নিঃশুল্ক। দালালদের থেকে সাবধান।
২। আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন : www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/00/2526


শতাব্দী মার্চ কর্মসূচি স্থগিত

# অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ টয়ট্রেনের যাতায়াত

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। দুর্যোগের কারণে এখনও পর্যন্ত পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। এই বিরাট দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেন পরিষেবায়। বিপর্যয়ের জেরে কার্সিয়াং পাহাড়ের একাধিক এলাকায় ধস নামায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টয়ট্রেন পরিষেবা।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, তিনধারিয়া থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত একাধিক জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনে ধস নেমেছে। একাধিক জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনের নীচে থেকে সরে গিয়েছে মাটি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার সকাল থেকেই এনজেপি থেকে দার্জিলিং এবং দার্জিলিং থেকে এনজেপিগামী টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'একাধিক জায়গায় লাইন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। তবে কতদিন সময় লাগবে এখনই সেই বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আপাতত দার্জিলিং থেকে ঘুম এবং এনজেপি থেকে রংটং পর্যন্ত জয়রাইড চালু রয়েছে।'

মিরিক থেকে রোহিণী, কার্সিয়াং ধসে বিপর্যস্ত। কার্সিয়াংয়ে চার থেকে পাঁচ জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনের ওপর ধস নেমেছে। কোথাও আবার লাইনের নীচে মাটি সরে গিয়ে লাইন শূন্যে ঝুলছে। এদিন সকালে খবর পেয়েই কার্সিয়াংয়ে ডিএইচআর সদর দপ্তর থেকে আধিকারিকরা ধসকবলিত এলাকায় পৌঁছান। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার পরেই ট্রেন পরিষেবা বাতিল করা হয়। এরপরেই ডিএইচআরের কর্মীরা লাইন থেকে ধস সরানোর কাজ শুরু করে। এদিকে, রবিবার রাতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আবারও ধস নামার আশঙ্কা থাকছে।

অন্যদিকে, ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধির টয়ট্রেনে চেপে দার্জিলিংয়ে পদার্পণের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে শতাব্দী মার্চ শুরু করার কথা ছিল ডিএইচআরের। তবে দুর্যোগের জেরে এই পদযাত্রাও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। পরের সপ্তাহে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এই পদযাত্রা শুরু করা হবে বলে ডিএইচআরের তরফে জানানো হয়েছে।

## আজ টিভিতে

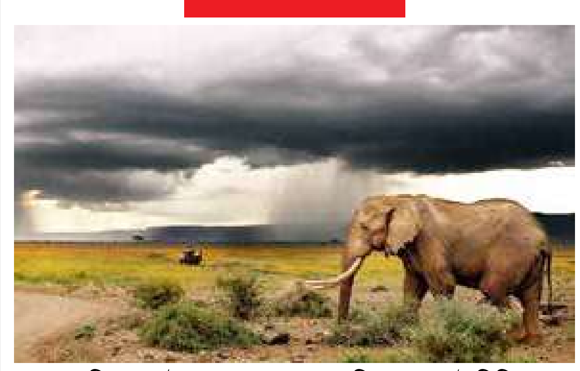

চেজিং দ্য রেইনস দুপুর ১২.৪৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.১৫ অগ্নিশপথ, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, সন্ধে ৭.০০ বাংলার বধূ, রাত ১০.১৫ সকাল সন্ধ্যা
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.১৫ বাদশা-দ্য ডন, দুপুর ১২.৩০ বিধিলিপি, বিকেল ৩.৩০ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ আক্রোশ
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই
**স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি :** দুপুর ১২.৪২ নিউ ইয়র্ক, বিকেল ৩.১৬ ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী, ৫.৩৪ সেলফি, রাত ৮.০০ সার্জেন্ট, ৯.৫০ সনম রে, ১১.৫৩ বাদশাহো
**জি সিনেমা :** দুপুর ১২.৫৬ রাউডি রক্ষক, বিকেল ৪.৪৫ দ্য সবরমতী রিপোর্ট, সন্ধে ৭.৫৬ গদর-টু, রাত ১০.৫৬ ভালিমাই
**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.৪৫ অ্যাকশন রাউডি, দুপুর ২.২২ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান, বিকেল ৪.৫৮ শূরবীর, সন্ধে ৭.৩০ শার্কনেডো-টু, রাত ১০.২২ সূরয়া
**স্টার মুভিজ :** দুপুর ১২.১৭ এক্সোডাস : গডস অ্যান্ড কিংস, বিকেল ৪.২৯ মেগ-টু, সন্ধে ৬.২২ দ্য ফ্ল্যাশ, রাত ৮.৪৫ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, ১০.২৪ আইসএজ : দ্য মেল্টডাউন, ১১.৫২ আইপি ম্যান

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
বিকেল ৪.০০ জলসা মুভিজ

কনস্ট্রাকসন ফেলস
রাত ৯.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সার্জেন্ট রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর, ২০২৫, ১৯ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন সুদি, ১৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৮। সোমবার, চতুর্দশী দিবা ১১।২৪। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ৬।৫ পরে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষ রাত্রি ৫।১। বৃদ্ধিযোগ দিবা ২।২২। বণিজকরণ দিবা ১১। ২৪ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ১০।২৮ গতে ববকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৬।৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৫।১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে দিবা ১১।২৪ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।২২ গতে ৩।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৪ গতে ১১।২৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।২৪ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট এবং পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১১।২৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ণিমার নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।১৮ গতে রাত্রি ৬।৫৪ মধ্যে শ্রীশ্রী কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো ও শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ব্রত। রাত্রিতে কোজাগরকৃত্য। নারিকেল সহিত চিপিটক ভক্ষণ, নারিকেল জলপান ও অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাত্রি জাগরণে ধনবৃদ্ধি। গোস্বামীমতে রাত্রিতে শ্রীশ্রী কৃষ্ণের শারদ রাসযাত্রা। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডঃ মেঘনাদ সাহার জন্ম দিবস (৬ অক্টেবর)। মহান সাধক কবি পরমগুরু ভবা পাগলার শুভ জন্মতিথি (কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো, ভবার ভবানি মন্দির, কালনা, বর্ধমান)। উঃ ২৪ পরগনার আড়িয়াদহ ভজন কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা গুরুমাতা শ্রীশ্রী সন্ন্যাসিনী বিদ্যাগিরি মাতার আর্বিভাব তিথি। মুর্শিদাবাদ জেলার মানিক্যহার গ্রামে লোকপ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ৺কমলাপদ দাস সরকারের স্মৃতিদিবস (১৯ আশ্বিন, ১৩৯৫, ইন্দিরা একাদশী তিথি)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৪ মধ্যে ও ৮।৪৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২০ গতে ৩।১১ মধ্যে।

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিদেশ থেকে কোনও বন্ধুর দ্বারা ভালো খবর পেতে পারেন। পৈত্রিক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : বন্ধু মহলে বাড়তি কথা এড়িয়ে চলুন। কোনও অত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। মিথুন : পারিবারিক বিবাদে বাসস্থান ত্যাগ করতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। প্রেমে মানসিক কষ্ট। কর্কট : সাংসারিক কোনও কথা বন্ধু মহলে বলে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সিংহ : অর্থ নিয়ে চিন্তা কাটবে। পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন। কন্যা : পারিবারিক ব্যবসায় লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পেটের রোগে ভোগান্তি। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। দূরের কোনও অত্মীয়ের পরামর্শে নতুন জমি কেনার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। বৃশ্চিক : আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা দেখা মানসিক চাপ বাড়বে। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। ধনু : আপনার কোনও কথার ভুল ব্যবস্থা হওয়ায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। সংসারে অর্থিক চাপ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। মকর : আপনার যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টায় সফল হবেন। আয় বৃদ্ধি পাবে। সংসারে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। জমি জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে অযথা তর্কবিতর্কে মানসিক কষ্ট। মীন : বাড়িতে পুজোপাঠের আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# শিলিগুড়ি ফিরতে খসল ১২ হাজার

## ভাড়ার নামে যথেচ্ছাচার চালকদের

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** বিপর্যয়ের রাত শেষে রবিবার দুপুরে পাহাড় থেকে শিলিগুড়ির কিছু রাস্তা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে গাড়ির খোঁজ শুরু করলেন পর্যটকরা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেদার মুনাফা লোটার অভিযোগ পাহাড়ের গাড়িচালকদের একাংশের বিরুদ্ধে। পর্যটকদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গাড়ি রিজার্ভের জন্য চাওয়া হল ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ায় অনেকে রবিবার রাতটা পাহাড়ের হোটেলে থেকে গেলেন। যাঁরা সমতলে পৌঁছোলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে ক্ষোভের সুরেই বললেন, 'রিজার্ভ না করলে গাড়ি পাহাড় থেকে নামছে না। দশ হাজারের কমে গাড়ি রিজার্ভ করা হচ্ছে না।'

এদিন সকাল থেকে হোটেলে বসে উৎকণ্ঠায় ভবানী দাস সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সন্ধ্যার দিকে শহরে নামার পর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কলকাতা রুটের স্পেশাল বাসে ওঠার সময় ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'দার্জিলিংয়ে অনেকবার গিয়েছি। রিজার্ভ নিলেও সাড়ে তিন হাজার টাকার বেশি ভাড়া হয় না। এবারে সত্যিই অন্য ধরনের

> **কারও পৌষ মাস...**
>
> ■ দুর্যোগের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেদার মুনাফা লোটার অভিযোগ পাহাড়ের গাড়িচালকদের একাংশের বিরুদ্ধে
>
> ■ পর্যটকদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গাড়ি রিজার্ভের জন্য চাওয়া হল ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা
>
> ■ অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ায় অনেকে রবিবার রাতটা পাহাড়ের হোটেলে থেকে গেলেন
>
> ■ যাঁরা সমতলে পৌঁছোলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে ক্ষোভের সুরেই বললেন, 'দশ হাজারের কমে গাড়ি রিজার্ভ করা হচ্ছে না।'

অভিজ্ঞতা হল। সমতলে নামার গাড়ি চালু হয়েছে শুনে দুপুরেই গাড়ির খোঁজ করছিলাম। দশ হাজার টাকার নীচে কেউ এলই না। উপায় না পেয়ে মোটা টাকা দিয়েই পাহাড় থেকে নামতে হল।' দুটি গাড়ি মিলিয়ে ২৪ হাজার টাকা চাওয়ায় এদিন রাতে দার্জিলিংয়ের হোটেলে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে চন্দ পরিবার।

পরিবারের সদস্য ইন্দ্রাণী চন্দের অভিযোগ, 'আমাদের বড় পরিবার। সেজন্য দুটো গাড়ি খোঁজ করছিলাম। গাড়ি প্রতি বারো হাজার টাকা করে চাইল। দুটি গাড়ি মিলিয়ে চব্বিশ হাজার টাকা দেওয়ার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তাই রবিবার রাতে পাহাড়ের হোটেলেই থাকছি। রাতে ট্রেনের টিকিটও ছিল। সেটাও ক্যানসেল করলাম।' যদিও বেশ কিছুটা রাস্তা ঘুরে আসার কারণেই ভাড়া বেশি পড়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন পাহাড় থেকে যাত্রী নিয়ে নামা চালক নীলেশ তামাং, নরবু ভুটিয়ারা। নীলেশ বলছিলেন, 'আমাদেরও জীবনের ভয় রয়েছে। পর্যটকরা যাতে ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারেন, সেকারণেই আমরা গাড়ি চালিয়েছি। দার্জিলিং থেকে ভায়া কার্সিয়াং, পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়ে শিলিগুড়ি নামতে হয়েছে। অনেকটা ঘুরে আসায় ভাড়াও একটু বেশি পড়ছে।' সবমিলিয়ে, অতিরিক্ত অর্থ খরচের সঙ্গেই প্রকৃতির ভয়াল পরিবেশে আটকে পড়ার আশঙ্কা। দুঃসহ অভিজ্ঞতা নিয়েই পাহাড় থেকে সমতলে এসে গন্তব্যে রওনা দিলেন কলকাতা, আসানসোলের বাসিন্দা মিনতি, বিভাসরা।

# বিভীষিকার সড়ক

ভারী বর্ষণের জেরে ধসে গিয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। রবিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

## পাহাড়গামী বাস বন্ধ

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** ঘড়ির কাঁটায় বেলা দুপুর দুটো। সিকিম ন্যাশনালাইজড ট্রান্সপোর্ট (এসএনটি) বাস টার্মিনাসের টিকিট কাউন্টারের একপাশে মাটিতে বসেছিলেন রঘুবীর মালি। পরিবারের সঙ্গে গ্যাংটক ঘোরার প্ল্যানিং নিয়ে শিলিগুড়ি এসেছেন। কিন্তু টার্মিনাসের নিস্তব্ধতায় তিনি আশঙ্কিত। টিকিট কাউন্টারে ঝোলানো 'ক্লোজড' নোটিশ দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'সকাল আটটা থেকে বসে রয়েছি। কী করব, বুঝতে পারছি না।' সেই কাউন্টারে যাওয়ার সিঁড়িতে বছর দশের ছেলেকে নিয়ে বসে ললিতা ছেত্রী। তাঁরা নেপালে ঘুরতে গিয়েছিলেন। টার্মিনাসে বসে চোখেমুখে আশঙ্কার ছাপ। বললেন, 'গ্যাংটক এমজি মার্গ বাজারের কাছে আমার বাড়ি। কীভাবে ফিরব, খুব চিন্তা হচ্ছে।'

এসএনটি'র বাইরে পাহাড়ের বিভিন্ন রুটের স্ট্যান্ডগুলোতে তখন হাতেগোনা কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোনওটার বোর্ডে লেখা, 'মিরিক'। কোনওটায় 'কালিম্পং'। টার্মিনাসে বাস না পেয়ে বাইরের গাড়ির স্ট্যান্ডে জোরথাংয়ের গাড়ি খুঁজছিলেন রোহন থাপা। হতাশা নিয়ে বলছিলেন, 'সকাল সাতটা থেকে গাড়ির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর দাঁড়িয়ে-বসে থাকা যাচ্ছে না। বন্ধু হোটেলের রুম খুঁজতে গিয়েছে।'

একরাতের অবিরাম বৃষ্টি পাহাড়ের পাশাপাশি বদলে দিল জংশন এলাকার ব্যস্ততা। পুজো কাটিয়ে কেউ পাহাড়ে কাজে ফেরার জন্য সকাল সকাল এসেছিলেন গাড়ির খোঁজে। কেউ পাহাড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কারও উদ্দেশ্য ছিল পুজোর মরশুমে পাহাড় দর্শন। কিন্তু এক রাতের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভ্রান্তের মতো পাহাড়গামী গাড়ি-বাসের খোঁজ করে গেলেন জয়শ্রী, রণবীর, মানিরা।

এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে আটকে যাওয়া দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকদের ফেরাতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে সন্ধ্যার পর বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করে। প্রাথমিকভাবে তিনটি বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে আরও একটি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা হয়। এছাড়া শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কলকাতা, দুর্গাপুর ও আসানসোল রুটে ৩৫টি ভলভো বাস সার্ভিস ও বেশকয়েকটি ভাড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়। দুপুরের পর থেকে পাহাড় থেকে নেমে আসা পর্যটক, সমতলের বাসিন্দাদের জন্য সুকনায় বিশেষ বুথ খুলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। খাবারের প্যাকেট, জল তুলে দেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের। এই ব্যাপারে ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল রুটে রাত পর্যন্ত ২৫০ পর্যটককে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা গিয়েছে।'

দার্জিলিংয়ে দু'দিন কাটানোর জন্য রবিবার সকালে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে পরিবার নিয়ে এসেছিলেন প্রদীপ দাস। যদিও সুকনা যেতেই তাঁদের বাস ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নিগমের শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলছিলেন, 'সকালে দার্জিলিং রুটে তিনটি বাস পাঠানো হয়েছিল। তিনটি বাসেই সব সিট ভর্তি ছিল। পরে সবাইকেই আমরা টিকিটের দাম রিফান্ড করেছি।' এদিন শিলিগুড়ি-মিরিক, শিলিগুড়ি-গ্যাংটক, শিলিগুড়ি-কালিম্পং রুটের বাসগুলিও সিকিম থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

### পর্যটকদের ফেরাতে উদ্যোগী নিগম

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা শেষে সুরাহা না পেয়ে পর্যটকদের অনেকে জংশন এলাকার হোটেলগুলোর একাংশে রুম বুক করেন। গ্রেটার্স শিলিগুড়িস হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, 'শহরে আটকে পড়া পর্যটকদের একটা অংশ বিভিন্ন হোটেলে রুম বুক করেছেন। তবে অনেক হোটেলের রুম খালি রয়েছে। আমরা সহযোগিতায় প্রস্তুত।'

গ্যাংটক রুটের একটি যাত্রীবাহী গাড়ির চালক অনীশ বিশ্বকর্মা বলছিলেন, 'ব্যবসায় এমন ধাক্কা আমাদের মতো গাড়িচালকরা কতদিন সহ্য করে যাবেন? আমরা পুজোর মরশুমের অপেক্ষায় থাকি। প্রতিবার এই সময়টায় আমরা প্রকৃতির রোষে পড়ছি।' তবে সব ঠিক থাকলে গ্যাংটক সহ পাহাড়ের অধিকাংশ রুটগুলোতে সোমবার থেকে যান পরিষেবা শুরু হতে চলায় কিছুটা স্বস্তিতে পাহাড়গামী যাত্রীরা।

# তিস্তাবাজার জুড়ে ভয় ও ভোগান্তি

**রাহুল মজুমদার**

**তিস্তাবাজার (কালিম্পং), ৫ অক্টোবর :** রবিঝোরার কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই ছোট দোকান করেন বীরেন লেপচা। আদতে তাঁর বাড়ি সুকনাতে হলেও বেশিরভাগ রাত দোকানেই কাটান তিনি। মাঝে মাঝে বাড়িতে যান। মোমো, চাউমিন, চা বিক্রি করে সংসার চলে। শনিবার রাতে দোকানেই ঘুমিয়েছিলেন। রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ হঠাৎই বুঝতে পারেন দোকান নড়ছে। পুরো দোকানটি কাঠ দিয়ে তৈরি এবং কাঠের খুঁটির ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে দেখেন তিস্তা গ্রাস করেছে গোটা এলাকা। তিস্তার জল রাস্তায় উঠে এসেছে। তাঁর দোকানও তিস্তাগর্ভে যায় যায় অবস্থা। হাতে সময় ছিল অল্প। তার মধ্যেই কোনওক্রমে দোকান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে আনতে পেরেছিলেন বীরেন। তাঁর চোখের সামনেই দোকান চলে যায় তিস্তার গর্ভে।

রবিবার বেলা যত বেড়েছে, তিস্তার জল নেমেছে। কিন্তু দুপুরেও দেখা গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে তখনও প্রায় এক কোমর পলি। শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বইছিল তিস্তা। বৃষ্টিতে একাধিক এলাকায় ধসের জেরে রবিবার সকাল থেকেই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দিনভর কাজ করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর থেকে রাস্তা খুলে দিয়েছে। কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডে জানিয়েছেন, আপাতত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে হালকা যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

> **ছবিটা যেমন**
>
> ■ শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বইছিল তিস্তা
>
> ■ বৃষ্টিতে একাধিক এলাকায় ধসের জেরে রবিবার সকাল থেকেই ১০ নম্বর সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়
>
> ■ দিনভর কাজ করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর থেকে রাস্তা খুলে দিয়েছে

শনিবার রাত থেকে পাহাড়জুড়ে প্রায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। যে কারণে পাহাড়ি নদীগুলির জল বাড়তে শুরু করে। রবিবার ভোরে তিস্তাবাজার থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে রবিঝোরা এলাকায় তিস্তা ফুলেফেঁপে ওঠে। জল রাস্তায় উঠে আসে। একাধিক এলাকায় রাস্তার নীচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে। যে কারণে ওই রাস্তা দিয়ে ভারী যান চলাচল বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে। রবিঝোরা পার করে গেলখোলায় সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি সিকিমের কাছে রংপো-সিংথাম এলাকাতেও ধস নেমেছে। এর জেরে সেবক সেতুর কাছ থেকেই সমস্ত গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। গরুবাথান-লাভা রোড হয়ে সিকিমের দিকে পাঠানো হয় গাড়িগুলিকে। আর যে গাড়িগুলি আগে থেকেই তিস্তাবাজারের দিকে চলে গিয়েছিল, সেগুলি দীর্ঘক্ষণ রাস্তাতেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। প্রচুর পর্যটকদের গাড়ি, সরকারি এবং বেসরকারি বাস আটকে পড়ে।

কলকাতা থেকে এসে সিকিমের দিকে যাচ্ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য এবং তাঁর পরিবার। তিস্তাবাজারের আগে তাঁদের গাড়ি আটকে যায়। ঘণ্টা ছয়েক তাঁদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কোনও সরকারি সহযোগিতা মেলেনি বলে অভিযোগ তাঁদের। যেখানে গাড়ি আটকে ছিল, সেখানে পানীয় জলও মেলেনি। পরবর্তীতে তাঁরা গাড়ি ঘুরিয়ে শিলিগুড়ি চলে আসেন। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ সুব্রত জানিয়েছেন, ট্রিপ বাতিল করে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘক্ষণ আমার মেয়েকে তৃষ্ণার্ত থাকতে হয়েছে।'

ভোগান্তির শিকার হয়েছেন দমদমের বাসিন্দা পার্থ দত্ত এবং তাঁর স্ত্রী সঞ্চিতা দত্ত। শেয়ার গাড়িতে যাচ্ছিলেন কালিম্পং। তাঁদেরও আটকে থাকতে হয়েছিল। সঞ্চিতারও অভিযোগ, 'এদিন কোনওরকম প্রশাসনিক সহযোগিতা মেলেনি। বিপর্যয় আরও বাড়লে কী হবে, কালিম্পং থেকে কীভাবে ফিরব, কিছুই জানি না। ভগবানের ভরসায় যাচ্ছি। কারণ এখান থেকে শিলিগুড়ি ফেরার গাড়িও তো আর পাব না।'

## পিচলার সংস্কার দাবি

**ফাঁসিদেওয়া, ৫ অক্টোবর :** ফাঁসিদেওয়া হার্টলাইনের পিচলা নদীতে প্রতিবার এলাকার নানা দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন হয়। নদীটি এলাকায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রতিনিয়ত অবহেলার শিকার এই নদীর অস্তিত্ব এখন সংকটে। সমস্যা মেটাতে বাসিন্দারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। জ্যোতিনগরের অনিল ঘোষের বক্তব্য, 'এই নদী নিয়ে প্রশাসনের অবিলম্বে ভাবনাচিন্তা করা উচিত। নইলে নদীকেন্দ্রিক নানা আচার নিয়ে এখানে সমস্যা শুরু হবে।' নদীটি সংস্কারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফে এবারে এই নদীতে হাইড্রোলিক ক্রেনের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ। নদীর পাড়ে বাঁশ বেঁধে রাখা হয়েছিল। যা দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। পরে একাধিক ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবিতে ফাঁসিদেওয়া থানার তরফে হাইড্রোলিক ক্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। শনিবার রাতভর লাগাতার বৃষ্টির জেরে নদীতে জল বেড়ে যায়। তার মধ্যেও রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব চলে।

ফাঁসিদেওয়ার টামবাড়ি পূর্ব দুন্দিয়াজোত থেকে শুরু এই নদীটি শুরু হয়েছে। এরপর ধামনাগছ, গুয়াবাড়ি, কালুজোত, কোকড়াজোত, জ্যোতিনগর, হেলাগছ, মানগছ হয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পাশ দিয়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুরে মহানন্দা নদীতে মিলেছে। এই নদীর পাড়েই বিভিন্ন জায়গায় বাড়িঘর তৈরি হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসের তরফে এই নদী সংস্কার এবং বেশ কিছু জায়গায় পাড়বাঁধ তৈরির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ছিল। স্থানীয়দের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে নদীটিকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে তা এখনও ফলপ্রসূ হয়নি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হকেরও একই কথা, 'নদীটির সংস্কার হলে অনেকেই উপকৃত হবেন।'

## বিসর্জন ঘিরে অশান্তি

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** শনিবার রাতে দুর্গাপুজোর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে কানকাটা মোড়ে একদল তরুণের সঙ্গে একটি ক্লাব কর্তৃপক্ষের ঝামেলার জেরে উত্তেজনা ছড়াল। ক্লাব কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, শোভাযাত্রায় ঢুকে দুই তরুণ ঝামেলা শুরু করে। এরপর তাদের ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলে কানকাটা মোড়ের কাছে একদল তরুণ এসে নতুন করে ঝামেলা বাধায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তরুণদের মধ্যে তিনজন হাতিয়াডাঙ্গার বাসিন্দা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন অভিযুক্তরা তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্লাব সদস্য উত্তম সিংহ।

যুবক সৎসংঘ ক্লাবের পুজো কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, ক্লাবের সমস্ত সদস্য ও এলাকার মহিলারা শনিবার পুজোমণ্ডপ থেকে প্রতিমা নিয়ে সাহুডাঙ্গিতে বিসর্জনের জন্য বের হন। কিছুক্ষণ পরে শোভাযাত্রায় ঢুকে পনেরো ও সতেরো বছরের দুই তরুণ ঝামেলা শুরু করে। সেই সময় শোভাযাত্রায় থাকা মহিলারা ওই দুজনকে ধমক দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেন। কানকাটা মোড়ে শোভাযাত্রা উঠতেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। উত্তম পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, 'মহিলারা দুই নাবালককে ধমক দেওয়ায় কয়েকটি বাইকে আটজন শোভাযাত্রার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা শোভাযাত্রার ভেতরে ঢুকে মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।' প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে ওই তরুণদের ঝামেলা লেগে যায়। মহিলারাও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় তাঁদেরও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঝামেলার খবর পেয়ে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। সুযোগ বুঝে ওই তরুণরা পালিয়ে যায়। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে অবশ্য ওই তরুণরা ক্লাবে এসে ক্ষমা চেয়ে নেয় বলে ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে।

## ভাঙল সিগন্যাল

**নকশালবাড়ি, ৫ অক্টোবর :** গাড়ির ধাক্কায় ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙল। নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের সাতভাইয়া মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা একটি বিলাসবহুল গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যালে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ট্রাফিক সিগন্যালটি ভেঙে রাস্তায় পড়ে যায়। যে সময় ঘটনাটি ঘটে, সেই সময় কোনও পুলিশকর্মী সেখানে ছিলেন না। গোটা ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

## উলটে গেল ট্রাক

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** অ্যাক্সেল খুলে যাওয়ায় শিবমন্দিরের বেকারি মোড়ে উলটে গেল একটি ট্রাক। মাটিগাড়া থানা সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে ওই মোড় দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমের উলটোদিকে অ্যাক্সেল খুলে যায়। এরপরই ট্রাকটি উলটে যায়। কোনও চোট-আঘাত পাওয়ার ঘটনা অবশ্য ঘটেনি।

আদরের নৌকা।। কোচবিহারের পাটাকুড়ায় ছবিটি তুলেছেন প্রীতম দাস।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

## দশেরার আনন্দে ভাসল আয়ুষীর প্রাণ

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** ছোট থেকেই একসঙ্গে পায়নি বাবা-মাকে। বাবা খড়িবাড়িতে আলাদা থাকেন। মা চাকরি সূত্রে থাকেন বেঙ্গালুরুতে। এক বছরের ছোট বোনের সঙ্গে দিদার কাছেই বড় হচ্ছিল বছর আটের আয়ুষী ছেত্রী। শনিবার রাতে সবকিছু এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। রবিবার সন্ধ্যায় আয়ুষীর নিথর দেহ যখন খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাড়িতে এল, বারবার নিজেকে দোষ দিচ্ছিলেন দিদা। বছর আটষট্টির ওই বৃদ্ধা

বলে চলেছেন, 'সৌরিণীতে ছেলের বাড়িতে দুই নাতনিকে আনন্দ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। এর মাশুল যে আমাকে এভাবে বড় নাতনির প্রাণের বিনিময়ে দিতে হবে তা ভাবতে পারিনি।'

দশেরাকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছিল পাহাড়। আর পাঁচটা বাড়ির মতো আনন্দে গমগম করছিল সৌরিণীতে আয়ুষীর মামার বাড়িও। আয়ুষীর নিথর দেহের পাশে বসে তার মামা বলে চলছিলেন, 'দশেরাকে ঘিরে এবারে আমাদের বাড়ি আনন্দে ভরে উঠেছিল। প্রতিবারের মতো এবারেও আয়ুষী আর ওর বোনকে নিয়ে এসেছিলাম। আয়ুষীর পিসিও তার নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিল।' শনিবার রাতে হইহুল্লোড় আনন্দের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে পিসির পরিবারের সঙ্গে আয়ুষী একটি ঘরে ঘুমিয়েছিল। গভীর রাতে জলের স্রোতে ধসে যায় ওই ঘরটি। মৃত্যু হয় ঘরে থাকা চারজনেরই। বাকি তিনজনের দেহ এখনও পাওয়া যায়নি। ধসে যাওয়া ঘর খুঁড়ে মেলে আয়ুষীর দেহ। সন্ধ্যায় খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাড়িতে আয়ুষীর নিথর দেহের সঙ্গে এসেছিল তার সাত বছরের বোনও।

## বিপর্যস্ত ক্রান্তি

**জলপাইগুড়ি ব্যুরো**

**৫ অক্টোবর :** এক রাতের ভারী বৃষ্টিতে মাল মহকুমার মেটেলি ও ক্রান্তি ব্লক বিপর্যস্ত। তিস্তা ও খুলনাই নদীর জলে ক্রান্তি ব্লকের প্রায় ৩ হাজার গ্রামবাসী বন্দি। লাটাগুড়িতে নেওড়া নদীর পাশের বেশ কয়েকটি রিসর্টে জল ঢুকে পড়ায় বেশ কয়েকজন পর্যটক আটকে পড়েন। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। মেটেলি ব্লকে ভারী বৃষ্টির জেরে কয়েকটি রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া নেওড়া নদীর ভাঙন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে।

# ভুটানের নোটিশে কাঁপছে দুই জেলা

**নিউজ ব্যুরো**

**৫ অক্টোবর :** শনিবার রাত থেকে অতিভারী বর্ষণের জেরে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই তো ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। সেইসঙ্গে রবিবার দুপুরে ভুটানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাইড্রোলজি অ্যান্ড মিটিওরলজি-এর তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে।

কী রয়েছে সেই বিজ্ঞপ্তিতে? তাতে বলা হয়েছে টালা হাইড্রোপাওয়ার বাঁধের গেট খোলা যাচ্ছে না। আর ওয়াংচু নদীর জল বাঁধের ওপর দিয়ে বইছে। যদি বৃষ্টি না কমে, তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে। সেইসঙ্গে বাঁধ কর্তৃপক্ষের তরফে সতর্ক করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকেও।

ভুটানের থিম্পুতে যে নদী ওয়াংচু নামে পরিচিত, সেটাই উত্তরবঙ্গে পরিচিত রায়ডাক নামে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেই নদী। যদি ওয়াংচুর জল ছাড়তে বাধ্য হয় টালা হাইড্রোপাওয়ার বাঁধ কর্তৃপক্ষ, তাহলে দু'কূল ছাপিয়ে বইবে রায়ডাক। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তা হবে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো।

প্রশ্ন উঠছে, প্রতিবেশী দেশের সেই সতর্কবার্তাকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসন?

-ফাইল চিত্র

আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর আমরা ভুটান প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। জেলায় বেশ কয়েকটি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রেখে চলেছি।'

ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা তোর্ষা নদী এদিন সকালে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে জয়গাঁর ছোট মেচিয়াবস্তিতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। জয়গাঁর উত্তরদিকে তোর্ষা ও পূর্বদিকে রয়েছে গোবরজ্যোতি নদী। দুটি নদীই ভুটান পাহাড়ের জলে পুষ্ট। সকালে তোর্ষার জল বাড়লেও গোবরজ্যোতির চেহারা ততটাও ভয়াবহ ছিল না। দুপুর ২টোর পর আর বৃষ্টি না হওয়ায় রাতের দিকে তোর্ষা নিয়েও আতঙ্ক অনেকটাই কমেছে। তবে যদি আবার ভারী বৃষ্টি হয়, তাহলে তোর্ষা লাগোয়া জয়গাঁর বাসিন্দাদের কি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? এব্যাপারে জানতে চাইলে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এব্যাপারে প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।'

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের তরফে এদিন রাতে জানানো হয়েছে, ভুটানের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। সেখানকার টালা বাঁধে এখন জল কমতে শুরু করেছে। তাও রায়ডাক নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। সেজন্য কুমারগ্রাম ব্লকের দুটি গ্রামে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে ব্লক প্রশাসন। ভুটান পাহাড় বেয়ে নেমে আসা নদীগুলো যে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার দুঃখের কারণ, সেকথা নতুন কিছু নয়। এমন পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'আমরা বারবার ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের দাবি করে যাচ্ছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে নীরব।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ মহন্তা - কে

17.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56H 75616 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন এতটাই সহজ হয়ে গিয়েছে যে আমি ভবিষ্যতের আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবো। স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাকে কোটিপতি করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে ঋণী। আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# প্রকৃতির দারুণ রুদ্ররোষে...

একরাতের বৃষ্টিতে ভয়াবহ অবস্থা শিলিগুড়ি, দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়। মহানন্দার জল ঢুকে যেমন সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনই মেচি, বালাসনের জল ঢুকে পড়েছে বসতি এলাকায়। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করছেন মানুষ। এমন অবস্থায় পরিস্থিতি আবার কবে ঠিক হবে সেই অপেক্ষায় জলবন্দি মানুষ।

## পোড়াঝাড়ে জলবন্দি কয়েক হাজার

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** শনিবার মাঝরাত থেকে বৃষ্টি শুরু হতেই মনের মধ্যে আশঙ্কা দানা বাঁধছিল। ভোর হতেই সেই আশঙ্কা ভয়াবহ বাস্তবে পরিণত হল ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। ঘরির কাঁটায় ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ মহানন্দা নদীর জল হুহু করে ঢুকতেই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যে পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণ কলোনি বুকসমান জলের নীচে চলে যায়। জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঘরের একাধিক সামগ্রী, গবাদিপশুকে ভেসে যেতে দেখেও বাচ্চাদের নিয়ে টিনের চালে আশ্রয় নিলেন অনেকেই।

ঠিক একই সময়ে জল ঢুকতে শুরু করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনিতে। কিছুটা দূরে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলা, চুনাভাটি এলাকায় বহু বাড়িতেও ততক্ষণে ঢুকে পড়ে মহানন্দার জল। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের তৎপরতায় ফুলবাড়ি ব্যারেজের লকগেট খুলে দেওয়া হয়। তাতে কিছুটা জল নামলেও বিপদ কাটেনি। বাচ্চাদের বড় হাঁড়ি, সসপ্যান-এর মধ্যে বসিয়ে এক এক করে বের করে বাঁধের ওপর আশ্রয় নিতে দেখা যায়। উদ্ধারকাজে নামেন দমকলকর্মীরা। দড়ি ধরে কোনওরকমে এক এক করে উদ্ধার করা হয় জলবন্দিদের।

স্থানীয় বিপিন বর্মনের বাড়ি ভাঙার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখা টোটো জলের তোড়ে ভেসে যায়। বিপিনের কথায়, 'ভোর পাঁচটায় যখন টের পাই, তখন টোটো জলের মধ্যে ভেসে যেতে দেখি। আমার পাশের তিনটি বাড়ি ভেঙে যায়। টোটো চালিয়ে সংসার চলে এখন কী করব?' বিপিনের পাশেই অখিল বর্মনের বাড়ি। তাঁর বাড়ির দুটি গোরুর খোঁজ মেলেনি। বিপিনের বক্তব্য, 'ঘুম ভাঙতেই দেখি গোয়ালে কোমরসমান জল। মিনিট ১৫-র মধ্যে হঠাৎ করে এত পরিমাণ জল চলে আসে যে

> ভোর পাঁচটায় যখন টের পাই, তখন টোটো জলের মধ্যে ভেসে যেতে দেখি। আমার পাশের তিনটি বাড়ি ভেঙে যায়। টোটো চালিয়ে সংসার চলে, এখন কী করব?
>
> **বিপিন বর্মন**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

আমরা সকলে দিশেহারা হয়ে পড়ি। বাধ্য হয়ে গোরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে বাঁধের ওপর চলে আসি।' পরিবারের কেউ না থাকায় একাই থাকতেন বৃদ্ধা আশালতা রায়। বাড়িতে যেটুকু চাল, ডাল ছিল, তা সবই জলে ভেসে গিয়েছে। কীভাবে আগামীতে চলবে সেই বিষয়টিই ভেবে পাচ্ছেন না দিশেহারা ওই বৃদ্ধা।

জলবন্দিদের উদ্ধার করে পোড়াঝাড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের ঘরে ও স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ত্রিপল ও শুকনো খাবার বিলি করা হয়েছে। একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফেও ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরাও পৌঁছেছেন ত্রাণশিবিরে। দুপুরে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ঘটনাস্থলে যান। মেয়র বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সব জায়গাতে ঘুরছি। প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। তালিকা তৈরি করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে।'

অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্তদের পাশে দাঁড়ান বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। তাঁরা দুর্গতদের হাতে শুকনো খাবার এবং জামাকাপড় তুলে দেন। রাতে ত্রাণ নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এনজেপি থানার আধিকারিকরাও। সূর্য সেন কলেজের এনএসএস-এর সদস্যরা জলে বন্দিদের জন্য বস্তায় বালি ভর্তি করে একটি অস্থায়ী পথ তৈরি করেন। ওই পথ দিয়ে আর্তদের ত্রাণশিবিরে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়।

দুপুরের দিকে জ্যোতির্ময় কলোনি, পশ্চিম ধনতলা, চুনাভাটিতে জল পুরোপুরি নেমে যায়। কিন্তু পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণ কলোনির বিভিন্ন বাড়িতে এখনও জল জমে রয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও ঘটনাস্থলে যান। এলাকার মানুষদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মহানন্দার জলে ভেঙেছে পোড়াঝাড়ের বাঁধ। (নীচে) জল ঢুকেছে ঘরের মধ্যেও। রবিবার। -সংবাদচিত্র

## নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** বালাসন নদীর এই রুদ্রমূর্তি এর আগে কোনওদিন দেখেননি দুধিয়ার বাসিন্দারা। আগেও পাহাড়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, তবে বিগত ৬০-৭০ বছরে বালাসন নদীতে এমন জলস্ফীতি দেখেছেন বলে মনে করতে পারছেন না কেউই। এদিকে বালাসনে জলস্ফীতিতে ভেঙে পড়েছে বালাসন সেতু। তারপর থেকে মিরিকের সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ। তারপরেও দুধিয়ায় বালাসনে নতুন সেতু তৈরি করা নিয়ে রবিবার দিনভর কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে চলল টানাপোড়েন। যদিও বিকেলে সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেইলি ব্রিজ তৈরির প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়। ড্রোনের সাহায্যে পুরো এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে কোন জায়গায় বেইলি ব্রিজ তৈরি করা সম্ভব সেটা খতিয়ে দেখে সেনাবাহিনী।

স্থানীয় বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সি আনমোল ছেত্রীর কথায়, 'পাহাড়ে বহু বিপর্যয় এসেছে, লাগাতার ভারী বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বালাসন নদীর এমন রুদ্রমূর্তি, এত তর্জনগর্জন আগে দেখিনি। এদিনের ভয়াবহতায় আমরা আতঙ্কিত। পরিবার নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাচ্ছি।'

দেবরাজ ছেত্রী, সুমেধা তামাং সহ অন্য বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি এদিন বালাসন নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে। পরিবার নিয়ে কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে, কেউ ভাড়া বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

সন্ধ্যায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট দুধিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত সেতু পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। প্রচুর মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। বহু ঘরবাড়ি, বেশ কিছু সেতু পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলে একজোট হয়ে এই উদ্ধারকাজে নামা উচিত।' বিস্টকে ফোন করে পরিস্থিতির খোঁজ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

রাতেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে এই দুর্যোগকে 'রাজ্য স্তরের বিপর্যয়' ঘোষণার দাবি জানান বিস্ট। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও দিনভর দুধিয়া, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি সহ শিলিগুড়ির বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। সন্ধ্যায় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় আমলা ওঙ্কারসিং মিনা, অনুপকুমার আগরওয়াল, সুরেন্দ্র গুপ্ত সহ অন্যরা শিলিগুড়িতে পৌঁছে বিপর্যস্ত জেলাগুলির বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক, পর্যটন ব্যবসায়ীদের নিয়ে মৈনাক পর্যটন প্রপার্টিতে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই দ্রুত রাস্তা মেরামতি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানো এবং দুর্গত এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নদী গতিপথ বদল করে যেভাবে বাড়িঘরগুলি ভাঙছে সেটা বন্ধ করতে অবিলম্বে বোল্ডার এবং লোহার জালির বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত পূর্ত দপ্তর কাজ শুরু না করায় ক্ষোভ তৈরি হয়। দুপুরে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল এলাকায় পৌঁছান। কিছুক্ষণের মধ্যে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও দুধিয়ায় যান। মেয়র বলেন, 'নদীতে জলের যে স্রোত রয়েছে তাতে এখানে বেইলি ব্রিজ তৈরি সম্ভব নয়। এখানে নদীর একপাশ দিয়ে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করতে হবে। এর জন্য সময় প্রয়োজন।'

অন্যদিকে, রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা দিল্লি থেকে টেলিফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দুপুরেই জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীকে দুধিয়ায় বেইলি ব্রিজ তৈরির জন্য বলা হয়েছে। বিকেলেই সেনাকর্তারা এলাকা পরিদর্শনে যাবেন। সেইমতো বিকেলে সেনাবাহিনীর চার আধিকারিক ড্রোন নিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সোমবার থেকেই সেনাবাহিনী কাজ শুরু করতে পারে বলে খবর। এলাকার জিটিএ সভাসদ কল্পনা প্রধান সকাল থেকেই দুধিয়ায় ছিলেন। তিনি বলেন, 'দ্রুত বিকল্প রাস্তা তৈরি করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। স্থানীয় মানুষজনের প্রচুর কৃষিজমি, বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

## পুজোর আগেই বিসর্জন লক্ষ্মীঠাকুরের

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** একরাতের টানা বৃষ্টিতে বদলে গিয়েছে অনেককিছুই। সোমবারের লক্ষ্মীপুজোর জন্য প্রস্তুতি সারা হলেও, মহানন্দার জল ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সবকিছু। লক্ষ্মী প্রতিমা, পুজোর সামগ্রী, খই, নাড়ু, মুড়কি সবকিছু জলে ভেসে গিয়েছে। তাই সব আয়োজন করেও লক্ষ্মীপুজোটা আর বাড়িতে করা হবে না। রবিবার সকালে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাবগ্রাম-পোড়াঝাড় যুব সমিতি ক্লাবের ত্রাণশিবিরে কপালে হাত দিয়ে বসে সেই আক্ষেপে করছিলেন পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা শকুন্তলা বসাক। শনিবার বিকালে গিয়ে শিলিগুড়ির থানা বাজার থেকে লক্ষ্মী প্রতিমা, পুজোর সামগ্রী, ফল, নাড়ু কিনে এনেছিলেন। কিন্তু রবিবার ভোররাতের প্রবল বৃষ্টি আর মহানন্দা নদীর জলে সবকিছু ভেসে গিয়েছে। কান্নাভেজা চোখে শকুন্তলা বললেন, 'রবিবার বাজারে ভিড় বেশি হয়, তাই আগেই বাজার করেছিলাম। কিন্তু আর কিছু নেই। সবকিছু ভেসে গিয়েছে। সিংহভাগ বাড়িতে একই পরিস্থিতি।'

শকুন্তলা একা নন, স্মৃতি রায়, ললিতা মণ্ডল, রিংকি রায়দের মতো পোড়াঝাড়ের অনেকের বাড়িতে সোমবার আর লক্ষ্মীপুজো হবে না।

ত্রাণশিবিরে অপেক্ষারত রাধাকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দারা। রবিবার।

রবিবার অনেকেই পুজোর বাজার করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু পুজো করতে পারবেন না ভেবে তাঁদের আক্ষেপের শেষ নেই। প্রতি বছর ছোট করে হলেও লক্ষ্মীপুজো করে আসছেন স্মৃতি। পুজোয় মেয়ে আর তিনি আলপনা দেন। বাড়িতে রংবেরঙের টুনি বালব লাগান। কিন্তু এবার বাড়িতে যে খাওয়ার চালটুকুও নেই, পুজো তো বিলাসিতা। স্মৃতির কথায়, 'বাড়ির দুটো ঘরে হাঁটুসমান পলি জমে রয়েছে। বাড়িতে ফিরলেও সেখানে থাকার পরিস্থিতি নেই। মেয়েকে নিয়ে সেই পলি বের করতে অন্তত এক সপ্তাহ সময় লাগবে।'

রাধাকৃষ্ণ কলোনির একাধিক বাড়িতে মহানন্দার জল ঢুকেছে। বাসিন্দাদের আশঙ্কা নতুন করে বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। জলের তোড়ে বাড়ি ভেঙেছে রিংকির। টোটো জলে ভেসে গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'বাড়ি নেই, প্রতিমা নিয়ে এসে পুজো করব কী করে? এবার লক্ষ্মীপুজো যেন আমাদের কাছে দুঃস্বপ্ন বয়ে নিয়ে এসেছে। বন্যা পরিস্থিতির কারণে লক্ষ্মীপুজো বাড়িতে করতে পারব না, তা কোনওদিন ভাবতে পারিনি।' মেয়েকে কোলে নিয়ে ললিতা বললেন, 'পুজোর দিন বাড়ির সামনে ছোট প্যাকেটে নাড়ু বিক্রি করে দুটো টাকা আয় করি। কিন্তু এবার পাড়ায় পুজো যখন হবে না, তখন আয়ও হবে না।' সবমিলিয়ে একরাতের বৃষ্টিতে হওয়া দুর্যোগে অনেককিছুই এখন ছন্নছাড়া।

## চোখের সামনে লোহার ব্রিজটা ভেঙে পড়ল

সন্তোষ তামাং
*(দুধিয়ার বাসিন্দা)*

আমার বয়স এখন হাফ সেঞ্চুরির পথে। বাবা বেঁচে থাকতে বলতেন, 'বালাসন আমাদের শান্ত নদী।' কোনওদিন এখানে বিপর্যয় তো দূর, ছোট থেকে একদিনও এত অশান্ত দেখিনি আমাদের বালাসনকে। কিন্তু এবার এই নদীর অন্য রূপ দেখলাম। বোধহয় আমাদের অত্যাচারকে রোষের সঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি।

শনিবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ প্রতিবেশীদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। দ্রুত ঘর থকে বেরিয়ে দেখি নদীর ওপরের লোহার সেতুতে শব্দ হচ্ছে। বিদ্যুৎ না থাকায় চারিদিক তখন অন্ধকার। এত জোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল মনে হচ্ছিল গায়ে এসে লাগবে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের সামনে লোহার ব্রিজটা ভেঙে পড়ল।

আর ঝুঁকি না নিয়ে নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদের এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করি। ভোর হতেই আমরা পরিবার নিয়ে এখান থেকে দুধিয়া বাজারে চলে এসেছি। এখানে কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে, কেউ ভাড়ায় একটা ঘর নিয়ে কোনওরকমে রয়েছি। যেভাবে বালাসন নদী গতিপথ বদলে একেবারে আমাদের ঘরের কাছে চলে এসেছে তাতে যে কোনও সময় ঘরবাড়িগুলিও ভেসে যাবে। আমাদের সমস্ত কৃষিজমিও জলের তলায় চলে গিয়েছে। জানি না কীভাবে আবার সংসার চালাব, কবেই বা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে পারব! রুটিরুজির ব্যবস্থাই বা কীভাবে হবে সেটি ভেবেই মাথায় হাত পড়েছে।

*অনুলিখন : রণজিৎ ঘোষ*

ডাঙ্গুজোতের রাস্তায় বইছে মেচির জল। রবিবার। ছবি : কার্তিক দাস

## মেচির জলে জলমগ্ন ডাঙ্গুজোত

**খড়িবাড়ি, ৫ অক্টোবর :** শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। পাহাড় ও সমতলে টানা বৃষ্টির জেরে উত্তাল ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদী। রবিবার সকালে মেচির জল ঢুকে পড়ে খড়িবাড়ির ডাঙ্গুজোত গ্রামে। জলমগ্ন হয়ে পড়েন প্রায় এক হাজারের বেশি বাসিন্দা। ভেসে যায় একাধিক গবাদিপশু। প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা এলাকায় পৌঁছালে তাঁদের কাছে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি জানাতে থাকেন জলবন্দি মানুষজন।

বিহার ও নেপাল সীমান্তের খড়িবাড়ি ডাঙ্গুজোত গ্রাম দার্জিলিং জেলার একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত। পাশেই রয়েছে মেচি নদী। পাহাড় হোক বা সমতল অত্যধিক বৃষ্টি হলেই প্লাবিত হয় এই এলাকা। ২০০২, ২০০৯ এবং ২০২১ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এই এলাকা। তবে এবার বিগতদিনের সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। জল ঢুকে পড়ে ভারত-নেপাল সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ডাঙ্গুজোত বিওপিতেও। এসএসবি জওয়ানরা অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেন।

স্থানীয় রামাশিস মাহাতো তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বেশি বৃষ্টি হলেই মেচির জল এই গ্রাম ঢুকে পড়ছে। বাঁধ না থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে। বহুবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে লিখিতভাবে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। চিঁড়ে, গুড় নয়, আমরা চাই স্থায়ী বাঁধ।' দ্রুত বাঁধ নির্মাণ না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বিনা সাউ বললেন, 'বান এলে নেতা-মন্ত্রীরা আসেন আর প্রতিশ্রুতি দেন। কাজ কিছুই হয় না। শুধু ভোট চাইতে আসেন। এবার আমরা বাঁধ চাই।'

ডাঙ্গুজোত গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে পরিবারগুলিকে দেবীগঞ্জ হাইস্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁধ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে।

## পশুদের ওপর বিশেষ নজর চিড়িয়াখানায়

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** অবিরাম বৃষ্টিতে চিড়িয়াখানার পশুদের দিকে বিশেষ নজর দিল পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক কর্তৃপক্ষ। এনক্লোজারে শেডের নীচে রাখা হয়েছে তাদের। খাবার সেখানেই দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজে যাতে পশুরা অসুস্থ না হয়ে পড়ে সেজন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার পাশাপাশি তোপকেদাড়া ও ডাউহিলেও পশুদেরও শেডের নীচে রাখা হয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পশুদের ওপর বিশেষ নজর রাখছে বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষও। রবিবারও সাফারির আনন্দ উপভোগ করেছেন পর্যটকরা।

পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। বার্কিং ডিয়ার, রেড পান্ডা, স্নো লেপার্ড, সোনালি শিয়াল সহ আরও বিভিন্ন প্রজাতির পশু এখানে রয়েছে। বৃষ্টিতে যাতে পশুদের কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শেডের মধ্যে পশুদের রাখা হয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির জেরে রবিবার দার্জিলিং চিড়িয়াখানার সামনের রাস্তায় ধস নামে। তবে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসা পর্যটকদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পশুদের দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। শেডের বাইরে কোনও পশুকে খাবার দেওয়া হচ্ছে না। রাতেও কর্মীরা নজর রাখছেন।' বিশ্ব বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এদিন চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডার ওপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। অন্যদিকে, তোপকেদাড়ায় পশুদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ঘরবাড়ি হারিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে মাঠে অপেক্ষা। রবিবার।

## বালাসনের গ্রাসে তিনটি বাড়ি

খোকন সাহা

**বাগডোগরা, ৫ অক্টোবর :** মাটিগাড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বালাসন এবং মহানন্দা নদীর জলস্ফীতির জেরে আঠারোখাই, মাটিগাড়া-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু মানুষ বিপন্ন। আঠারোখাইয়ের বিনয়নগর চৈতন্যপুরে তিনটি বাড়ি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। রামকিশোর বর্মন, স্বপন বর্মন এবং রজনী বর্মনের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করে সাধন মোড়ে রাধারঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনে রেখেছে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন।

রামকিশোর বলেন, 'রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। রাত ২টো নাগাদ বালাসনের পাড় ভাঙতে থাকে। কোনওরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ফাঁকা জায়গায় আশ্রয় নিই। পরপর তিনটি বাড়ি নদীগর্ভে চলে যায় চোখের সামনে।' সকালেও দেখা গেল, একটি পাকা ঘর বিপজ্জনকভাবে ঝুলে রয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, সেচ দপ্তর নদীতে বাঁধ দিলে এই পরিণতি হত না।

মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পালপাড়ার প্রমোদনগরে দুটি, ভাঙাপুলে ১০টি এবং কাওয়াখালির নিমতলায় ১২৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এদিন এলাকায় আসেন মেয়র গৌতম দেব, জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, ব্লক প্রশাসন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। গৌতম বলেন, 'বন্যায় কয়েকহাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। পোড়াঝাড়ে বাঁধ ভেঙে প্রায় ৫০০ পরিবার বিপন্ন। সেচ দপ্তর জরুরিভিত্তিতে কাজ করছে। পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

এদিকে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, 'সরকারিভাবে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেছি। কোনও সাহায্য দরকার হলে দলের তরফ থেকে করা হবে।'

## এমন বিপর্যয় হবে স্বপ্নেও ভাবিনি

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়
*(তাবাকোশিতে আটকে পড়া পর্যটক)*

পাহাড়ে বেড়াতে এসে এমন বিপর্যয়ের মধ্যে আটকে যাব স্বপ্নেও ভাবিনি। পুজোর ছুটিতে পরিবার নিয়ে তিন-চারদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিলাম। দু'দিন সিটংয়ে কাটিয়ে শনিবার দুপুরেই তাবাকোশির একটি হোমস্টেতে পৌঁছেছি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, রবিবার দুপুরে এখান থেকে নেমে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেনে কলকাতায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু রবিবার সকালেই মোবাইলে পাহাড়ের ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর পাই।

পরে জানতে পারি, আমরা যেখানে রয়েছি সেখান থেকে সমতলে নামার সমস্ত রাস্তাই হয় ধস নতুবা সেতু ভেঙে পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই শুনে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। পরিবারের অন্যরাও প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুখিয়াপোখরি থানা থেকে পুলিশ এসে আমাদের খোঁজখবর নিয়ে যায়। পুরো পরিস্থিতি জানিয়ে একদিন এখানেই থেকে যাওয়ার জন্য বলেছে পুলিশ। থানার অফিসারদের মোবাইল নম্বরও দিয়েছে। যে কোনও সমস্যায় ফোন করতে বলেছে। পাশাপাশি তাবাকোশির হোমস্টের মালিকপক্ষও সবরকমভাবে আমাদের সহযোগিতা করছে। তবে, ভোর থেকে এখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই। ফলে সমস্যা হচ্ছে।

*অনুলিখন : রণজিৎ ঘোষ*

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
JS 5
৬ অক্টোবর ২০২৫



# বিপর্যয়ে হাহাকার

কৈলাসে ফিরেছেন উমা। মর্ত্যবাসী এখনও উৎসবের রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেই পরিস্থিতিতে প্রকৃতির রোষে উত্তরবঙ্গ। ভেঙেছে সেতু, ভাসছে লাশ। প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। বিপন্ন বন্যপ্রাণ।

## দুর্ভোগে পর্যটকরা

**নিউজ ব্যুরো**

**৫ অক্টোবর :** পাহাড় থেকে সমতল, রবিবারের বিপর্যয়ের পর সর্বত্র ব্যাপক দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পর্যটকরা। পুজোর পর এই সময়টায় পাহাড় থেকে ডুয়ার্স- সব জায়গাতেই পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। অতিভারী বর্ষণের জেরে বিশেষ করে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা বন্ধ। কোথাও কোথাও ঘুরপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হলেও সেই রাস্তায় দীর্ঘ যানজট। সময় লাগছে অনেক বেশি। পাহাড় থেকে শুরু করে জলদাপাড়া, বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকদের আটকে পড়ার খবর মিলেছে। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল জানিয়েছেন, তাবাকোশিতে প্রায় ৭০ জন, গার্ডিংদারায় ২০ জন, সুখিয়াপোখরিতে ১৩০ জন পর্যটক আটকে রয়েছেন।

যাঁরা পাহাড়ে রয়েছেন, পরিস্থিতি দেখে তাঁরা দ্রুত পাহাড় ছাড়ার জন্য উদগ্রীব হয়েছেন। দার্জিলিংয়ের হোটেল ব্যবসায়ী স্বপন বিশ্বাস বলেছেন, 'বেশিরভাগ পর্যটকই তিন-চারদিন থাকার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ে বিপর্যয়ের খবর পেয়ে অনেকেই দুপুরে চেক আউট করেছেন।'

আবার এদিনই দার্জিলিং যাওয়ার জন্য প্রচুর পর্যটক বিমান, ট্রেন, বাসে শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন। কিন্তু পাহাড়গামী রাস্তাঘাট বন্ধ থাকায় তাঁরা শিলিগুড়িতেই থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ পাহাড়ে থাকা পর্যটকদের রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি সমতল থেকেও যেন কেউ এই মুহূর্তে পাহাড়ে না ওঠেন সেই আবেদন করা হয়েছে। পর্যটকদের জন্য দার্জিলিং জেলা প্রশাসন এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে সহায়ক নম্বর চালু করা হয়েছে।

দার্জিলিং থেকে নামার পথে দিলারাম এবং কার্সিয়াং ও রোহিণীর মাঝে ধস থাকায় মূলত দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ ছিল। বিকেলে দিলারামের ধস সরিয়ে হিলকার্ট রোড যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। রোহিণী রোড বন্ধ থাকলেও কার্সিয়াং, তিনধারিয়া, গয়াবাড়ি, রংটং, সুকনা হয়ে শিলিগুড়ির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সন্ধ্যায় পর্যটকদের নিয়ে বেশ কিছু গাড়ি দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি উভয়দিক থেকেই রওনা দিয়েছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে সিকিম, কালিম্পংয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের অনেকেই এদিন গরুবাথান হয়ে সমতলে নেমে এসেছেন। প্রবীণ দম্পতি অশোক মিত্র ও নন্দিনী মিত্র গত ৩ তারিখ রিশপের একটি রিসর্টে উঠেছিলেন। অশোক বলেন, 'ইচ্ছে ছিল অন্তত তিনদিন রিশপে কাটিয়ে আশপাশের এলাকাগুলো ঘুরে দেখব। কিন্তু যে দুর্যোগ শুরু হয়েছে, তাতে আর পাহাড়ে থাকতে মন চাইল না।' আবার উলটোচিত্রও আছে। সেন্ট্রাল কলকাতার বাসিন্দা উপল মুখোপাধ্যায় রবিবার সকালে পরিবার নিয়ে ঝান্ডিতে পৌঁছেছেন। নিউ আলিপুরের বাসিন্দা আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও এদিনই পৌঁছেছেন লুংসেল পর্যটনকেন্দ্রে। তাঁরা রিসর্ট মালিকদের আশ্বাসেই ভরসা রেখেছেন।

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন লজ, হোমস্টে ও রিসর্টে আটকে পড়েছেন একাধিক পর্যটক। সেইসঙ্গে আপাতত জঙ্গল সাফারি বন্ধ রাখা হয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প ও জলদাপাড়ার জঙ্গলে। এদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিসামারা নদীর জল

লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ফলে সেখানে বিভিন্ন লজে আটকে পড়েন পর্যটকরা। সিভিল ডিফেন্সকর্মীদের সহযোগিতায় তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব বলেন, 'ওখানে পাঁচটি লজে পর্যটকরা আটকে ছিলেন।' জলদাপাড়া রিসর্টস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঠুন সরকারের কথায়, 'এত বছর ব্যবসা করছি। এমন অবস্থা আগে দেখিনি।'

জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে আটকে থাকা পর্যটকদের আবার উদ্ধার করে বন দপ্তর। রবিবার রাতে কলকাতা যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল ডাঃ সিদ্ধার্থ সেন ও তানিয়া সেনের। দুপুরেই তাঁদের বেরিয়ে যাওয়ার কথা। এদিকে, দুপুরেই জলের তোড়ে উড়ে গেল হলং নদীর উপর থাকা কাঠের সেতুটি। লজ থেকে বের হওয়ার বিকল্প রাস্তা নেই। অবশেষে বিকেলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা আর জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহার উদ্যোগে কুনকি হাতির পিঠে চাপিয়ে সিদ্ধার্থ সহ ৬ জন পর্যটককে হলং নদী পার করানো হয়।

*তথ্য সহায়তা : রণজিৎ ঘোষ, অনুপ সাহা ও অভিজিৎ ঘোষ*

ময়নাগুড়ির আমগুড়িতে দুর্গতদের উদ্ধার।

সুখিয়াপোখরির কাছে ধস নেমে বন্ধ মূল রাস্তা। তাই পাহাড়ের গা বেয়ে যাতায়াত। মিম চা বাগানে।
ছবি : সাম্য সেনগুপ্ত

## বেনজির বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত চা বাগান

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ৫ অক্টোবর :** সেচ দপ্তরের হিসেব, সাড়ে ৫ ঘণ্টায় শুধু নাগরাকাটায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৫০ মিলিমিটার। লাগোয়া যমজ ব্লক বানারহাটের ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ ৩৩০ মিলিমিটার। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে মেটেলি ও মালবাজারে। শনিবার গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের চা বলয়।

একাধিক চা বাগানে কোথাও উড়ে গিয়েছে রাস্তা, কোথাও নিশ্চিহ্ন কালভার্ট। কোথাও তীব্র জলস্রোতে সীমানা পাঁচিল ভেঙে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে বাগানের ফ্যাক্টরি। নদী দিক বদলে বাগানের দিকে ধেয়ে আসায় বিস্তীর্ণ চা আবাদি জমি জলের তলায়। মাটি আলগা হয়ে বহু ছায়াগাছ ভেঙে পড়েছে একাধিক বাগানে। শীতের মরশুম শুরুর আগে চা শিল্পের ক্ষতির বহর আকাশছোঁয়া বলেই জানাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল। বৃষ্টির গ্রাস থেকে রেহাই মেলেনি জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদেরও। তাঁদের বহু বাগান জলমগ্ন।

বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজ, ১৮ নম্বর লাইন, বিছ লাইন, হাতি লাইন মিলিয়ে অন্তত ৫০০ শ্রমিক পরিবারের ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। তাঁরা সবাই রাত থেকেই ফ্যাক্টরির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিন বাগান খোলা থাকলেও কোনও কাজ সেখানে হয়নি। নাগরাকাটার জিতি চা বাগানের নয়া লাইন নামে একটি শ্রমিক মহল্লায় ঢোকার একমাত্র রাস্তার কালভার্ট উড়ে গিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ৭০টি পরিবার। কালভার্ট দু'টুকরো হয়ে গিয়ে একই পরিস্থিতি সেখানকার গাঠিয়া লাইনের ৬০টি পরিবারের। শনিবার রাতে জল ঢোকে বাগানের ৮ নম্বর শ্রমিক মহল্লায়। তুমুল আতঙ্ক তৈরি হয় সেখানে। কালভার্ট উড়ে গিয়েছে বাগানের ৩ নম্বর সেকশনেও। বাগানের ফ্যাক্টরির ৭০ মিটার দেওয়াল উড়ে গিয়েছে। ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, এখানে কৃষ্ণা লাইন নামে একটি শ্রমিক মহল্লা গাঠিয়া নদীর ধারেই। নদী যে কোনও সময় দিক বদলে গ্রামের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।'

জিতি বাগানে বৃষ্টি হয়েছে ৩২২ মিলিমিটার। বাগানের শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, 'বাগানের ভেতরের রাস্তাগুলিতে কালভার্ট উড়ে গিয়ে বা দুর্বল হয়ে গিয়ে কাঁচা পাতা ফ্যাক্টরিতে আনতে

গাঠিয়া চা বাগানে ভেসে গিয়েছে একটি কালভার্ট।

গাড়ি পাঠানো সম্ভব হবে না।' ক্যারন চা বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তায় চু পাতাং নদীর সেতুও তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে ওই সেতুর ওপর যানবাহন চলাচল বন্ধ। ক্যারনের একাধিক কালভার্টও প্রবল বৃষ্টিতে দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। ম্যানেজার সত্যনারায়ণ সাউ বলেন, 'চু পাতাংয়ের সেতু দ্রুত মেরামত না করলে বাগানের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে।'

হিলা চা বাগানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তার জলোচ্ছ্বাসে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। ম্যানেজার ব্রিজেশ রাই বলেন, 'যাতায়াত থেকে শুরু করে বাগানের মালপত্র কীভাবে ঢুকবে জানা নেই।' নাগরাকাটা চা বাগানের একটি ব্রিটিশ আমলের সেতু যে কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় চা বাগান চ্যাংমারিতে প্রচুর পরিমাণ তৈরি করে রাখা সিটিসি ও গ্রিন টি বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে যায় বলে বাগান কর্তৃপক্ষ লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। সেখানে প্রায় ২০০ শ্রমিক আবাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩০০ হেক্টর চা আবাদি জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। বাগানে অন্তত ২০০ ছায়াগাছ ভেঙেছে।

বানারহাটের মোরাঘাট চা বাগানের অন্তত ৫০ হেক্টর চা জমি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রেতি নদীর রুদ্ররূপ দেখে আশঙ্কার স্রোত বইছে ওই ব্লকেরই রিয়াবাড়ি চা বাগানে। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'যে ক্ষতি হল তা থেকে চা শিল্পকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আর্জি জানাই।' আরেকটি চা বণিকসভা টাই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, 'নাগরাকাটা চা বাগানের সেতু কিংবা রিয়াবাড়িতে বাঁধ নির্মাণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দ্রুত কাজ না হলে বাগানগুলি অথই জলে পড়বে।'

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, একেকটি স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে জলঢাকা ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রতিবেশী দেশ ভুটানের টেন্ডুর ৬ ঘণ্টার মধ্যে ১৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি। ওই জলও সেখান থেকে বাহিত নদীগুলির মধ্যে দিয়ে ডুয়ার্সে ঢোকে।

## এমন বৃষ্টি কখনও দেখিনি

**সাম্য সেনগুপ্ত**
*(পর্যটক)*

উত্তরবঙ্গে বহুবার এসেছি, কিন্তু এমন বৃষ্টি আগে দেখিনি। হিমালয়ে ট্রেকিংয়ের সময় এমন বৃষ্টি পেয়েছি মাঝেমধ্যে। আমরা নয়জন শনিবার সন্ধ্যায় মিম চা বাগানে 'ছোটা হাজরি' বাংলোতে এসে উঠেছি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। ভেবেছিলাম তা উপভোগ করে রবিবার বাড়ি ফিরব। কিন্তু বিধি বাম। এদিন বেরিয়েও পড়েছিলাম। কিন্তু সুখিয়াপোখরির ২০০ মিটার আগে ধস নামায় তা আর হয়নি। পাহাড়টাই যেন ভেঙে পড়ে আছে। অগত্যা ফিরে এসেছি বাংলোয়।

শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় এখানে, সঙ্গে বজ্রপাত। যার জেরে বিদ্যুৎও চলে যায়। সারারাত বিদ্যুৎ ছিল না। যে কারণে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ অবশ্য পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কী জানেন, এত বড় দুর্যোগের ক্ষত যেন রাতে 'উধাও'। সকালে পাহাড়ের আকাশে যে কালো মেঘ ঘনিয়েছিল, তা নেই। এখন রাত প্রায় ৯টা। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। মিম বাগানের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দূরের পাহাড়ের বাড়ির টিমটিমে আলো। আবহাওয়া মনোরম। খাবারদাবারের অসুবিধা নেই। নয়জনের দলের মধ্যে দুজনের কলকাতা ও আমি সহ সাতজনের মালদায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ধসের কারণে ফেরা হয়নি। দুর্যোগের মধ্যে আটকে পড়ে কারই বা ভালো লাগে বলুন।

শুনলাম এদিন বিকেলে নাকি ধস সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে। আকাশ ভালো থাকলে চেষ্টা করব সোমবার ফেরার। দেখি কী হয়। আপাতত মোবাইলে চোখ রাখছি। কোথায় কী হচ্ছে সেদিকে নজর রাখছি। দুর্যোগের কারণে রাস্তাঘাট ভেঙে গিয়েছে। এই সুযোগে গাড়িচালকরা ভাড়া হাঁকছেন অনেকটাই। আমাদের দুধিয়া হয়ে ফেরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেখানে সেতু জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে। সে কারণে ঘুর হয়ে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। তবে ফের ভারী বৃষ্টি হলে কী হবে, বলা মুশকিল।

পর্যটকদের ভিড় পেলিংয়ে। রবিবার।

## সিকিমেও বন্ধ রাস্তা, তীব্র বিদ্যুৎ বিভ্রাট

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**পেলিং (সিকিম), ৫ অক্টোবর :** কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ কি সত্যিই লঘু করে দিতে পারে আতঙ্ককেও? নাকি নীল পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে ওঠা রাস্তাটায় আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া মেঘগুলিই ভুলিয়ে দেয় সব উদ্বেগ? না হলে প্রবল বর্ষণের জেরে পাহাড়-সমতল তছনছ হয়ে যাওয়ার খবর পেয়েও পশ্চিম সিকিমের পেলিংয়ে বসে হাওড়ার বৃদ্ধ তারকনাথ মিত্র হাসিমুখে কী করে বলতে পারেন, '৭ তারিখ ফিরব। শুনলাম ধস নেমেছে। দেখি কী হয়! আশা করছি রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' কেমন উপভোগ করছেন পেলিংয়ের সৌন্দর্য? হাসিমুখে বৃদ্ধের জবাব, 'দারুণ!' আর তারকনাথের সহধর্মিনী কাজল মিত্র তখন যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রেমে। কাজল বলছিলেন, 'দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি রূপটা আগে দেখেছি। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্র রূপ যে এত মনোমুগ্ধকর, আগে বুঝিনি কখনও।'

প্রবল বৃষ্টিতেও পেলিংয়ের অলিগলিতে ভ্রমণপিপাসুদের ভিড়। তাঁদের একটা বড় অংশই বাঙালি। শনিবার দিনভর বৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি বাধা মানেনি। ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়েছে পাহাড়ের বুক চিরে। স্কাইওয়াকে উপচে পড়া ভিড়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটার ফলসে ভিড়। আছড়ে পড়া জলরাশির গর্জন ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ভ্রমণপিপাসুদের চিলচিৎকার, 'ওই দ্যাখ! ওই দ্যাখ!' এসবের মধ্যেই বর্ধমানের কাঞ্চন মণ্ডল বললেন, 'বৃষ্টি হচ্ছে। বিপর্যয়ের খবরও পাচ্ছি। তবে সিকিম ট্যুর ভীষণ উপভোগ করছি।'

শনিবার রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন পেলিং অন্ধকারে ডুবে। রবিবার সকাল আটটা পেরোতে বৃষ্টি থামল। পাহাড়ের বুক থেকে সরে গেল মেঘ। মাথায় তুষারের টুপি পরে রুপোলি কাঞ্চনজঙ্ঘা উঁকি দিল। আবহাওয়া ভালো হতেই কেউ ছুটলেন নামচি। কেউ রাবাংলায়। গাড়িচালকরা রাস্তার খোঁজ নিতে নিতে এগোচ্ছেন। গাড়িচালক ব্রিনেশ তামাং বললেন, 'রাবাংলা যাওয়ার তিনটা রাস্তাতেই ধস নেমেছে। কিউজিং থেকে অনেক গাড়ি ফিরে এসেছে। উপায় না হলে কিন্তু ফিরে আসতে হবে।' ঝুঁকি নিয়েই এগোতে হল। তখনও বড় বড় পাথর খসে পড়ছে লেক্সেপ, রেসি, সিকিব রোডে। সরাসরি রাবাংলা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। নামচি হয়ে ঘুরপথে চলল গাড়ি। নামচি শহরের মুখেই বিরাট ধস। সকাল থেকে ধস সরানোর কাজ চলছিল। বেলা দুটো নাগাদ যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক। তবে তখনও আর্থমুভার পাথর সরিয়ে চলেছে। গ্যাংটক থেকে দীপক সূত্রধর ফোনে বললেন, 'এখানে তো পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ছে। ওঁরা লাভা লোলেগাঁও হয়ে ঘুরপথে আসছেন।'

এরই ফাঁকে নিউজ পোর্টালে চোখ পর্যটকদের। পাহাড় ও সমতলজুড়ে অনেক মৃত্যুর খবর। কারও কারও ভ্রূতে দুশ্চিন্তার ছায়া। রাবাংলা বাজারে হোটেলকর্মীরাই বললেন, এখনও পর্যন্ত সমতলে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। যাদবপুরের শুভজিৎ নন্দী বলছিলেন, 'সব খবরই পাচ্ছি। তবে সিকিমকে উপভোগ করছি দারুণভাবে।' বুদ্ধ গুম্ফার সামনে বসেই চার বোন। চারজন আগরতলা থেকে এসেছেন সিকিম ভ্রমণে। ওঁদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সতী দেওয়ানের বয়স ৭৯ বছর।

চাকমা সম্প্রদায়ের হলেও একেবারে ঝরঝরে বাংলায় হাসিমুখে সতী বললেন, 'দুর্যোগ তো হয়েই থাকে। এত দুশ্চিন্তা করলে কী আর চলে!' একই কথা সতীর বোন বছর সত্তরের অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নীতি দেওয়ানেরও। বললেন, 'বেড়াতে গেলে কি আর ভয় করলে চলে?'

## নিম্নচাপের অভিমুখ বদলেই সর্বনাশ

**সানি সরকার**

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** উৎসবের রেশ এখনও কাটেনি। উমার বিদায়বেলায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস ছিল বটে, তবে উত্তরবঙ্গে যে এমন বিপর্যয় নেমে আসবে, তা সাধারণ মানুষের কাছে ছিল কল্পনাতীত। শনিবার রাত থেকে পাহাড়, সমতলের নানা প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে শুধুই আর্তনাদ। এই পরিস্থিতিতে দুটো প্রশ্ন সামনে আসছে, এমন দুর্যোগের নেপথ্যে মূল কারণ কী, আর মুক্তি মিলবে কবে?

আপাতত সামনে এসেছে, ত্রিফলায় বিদ্ধ হয়েছে উত্তর। পুজোর পর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটেছে। এর মধ্যে বিহার ও সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়। শেষে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ স্থলভূমিতে আছড়ে পড়ার পর গতিমুখের পরিবর্তন কফিনে পেরেকটি পোঁতে।

সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকার পাশাপাশি ওডিশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে নিম্নচাপ আছড়ে পড়ে পশ্চিমদিকে ঘুরে যায়। মাঝেমধ্যে পড়ে বাংলাদেশ উপকূলে। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের প্রথমদিকে এদিকে নিম্নচাপের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেসময় ভারী বর্ষণের সাক্ষী থাকে উত্তরবঙ্গ। অতীতেও তার একাধিক নজির রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে নিম্নচাপের প্রভাবে এমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এখানে। ফলস্বরূপ অপ্রত্যাশিত ক্ষতি আর উৎসবের রেশ না মেলাতেই স্বজন হারানোর কান্না। ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় কোন পথে ও কীভাবে, সেই চিন্তা রাতের ঘুম কেড়েছে।

দু'দিন আগে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি ওডিশা এবং অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার পরই উত্তর দিকে ঘুরে গিয়েছিল। শনিবার সেটা অবস্থান করেছে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের ওপর। যার প্রভাবে বিহারের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ ও নেপাল প্রকৃতির ভয়াল রূপের সাক্ষী থাকল। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রবল বর্ষণের জেরে ভুটানের টালা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর দিয়ে জল উপচে পড়া পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। আবহবিদদের মতে, এই সময় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা থাকলে এমন বিপর্যয় হয়তো ঠেকানো যেত। ঝঞ্ঝা আটকে দিত নিম্নচাপ।

পরিস্থিতি কবে ঠিক হবে? যেহেতু রবিবার নিম্নচাপটি 'সুস্পষ্ট নিম্নচাপ'-এ পরিণত হয়েছে, ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা বদলানোর সম্ভাবনা বেশি। ক্রমশ শক্তিক্ষয়ের পাশাপাশি সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে এগোচ্ছে। যে কারণে রবিবার মেঘালয়, অসমেও বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় আগামী ৪৮ ঘণ্টা বৃষ্টি হলেও অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। যদিও সোমবার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'নিম্নচাপের যত শক্তি ক্ষয় হবে, তত অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে মঙ্গলবার থেকে ছবিটা বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।'

কিন্তু উত্তরের আকাশ থেকে বিপর্যয়ের ঘন কালো মেঘ কি পুরোপুরি কেটে যাবে?

আশঙ্কা করা হচ্ছে, নতুন বিপদ এসে দাঁড়াবে দুয়ারে। অন্তত পাহাড়ে তো বটেই। রবিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় ২৬১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে জল। মাটিকে করে তুলেছে দুর্বল। ফলে রোদের তেজ যত বাড়বে, তত আলগা হবে মাটি। বিক্ষিপ্ত ধসে বন্ধ হবে বিভিন্ন রাস্তা। পর্যটনক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বাড়বে। সতর্কতা জারি রয়েছে সর্বত্র। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপাও বলছেন, 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছি। আবহাওয়ার ওপর নজর রেখে পাহাড়ে আসতে বলা হচ্ছে পর্যটকদের।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৬ সংখ্যা, সোমবার, ১৯ আশ্বিন ১৪৩২

# ট্রাম্পের নোবেল দাবি

২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা আর মাত্র চারদিন পর ১০ অক্টোবর। সময় যত এগিয়ে আসছে, উত্তেজনা বাড়ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। গত ছয় মাসেরও বেশি সময় তিনি নিজেকে নোবেল শান্তি সম্মানের একমাত্র দাবিদার বলে গলা ফাটিয়ে চলেছেন। পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশও করেছে। আজ পর্যন্ত আর কোনও রাষ্ট্রপ্রধান নিজেকে এই সম্মানের দাবিদার বলে ঘোষণা করেছেন কি না, জানা নেই।

ট্রাম্প সেটা করেছেন গত এপ্রিলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর থেকে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, তাঁরই মধ্যস্থতায় ভারত-পাক পরমাণু যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছে। কীভাবে? তিনি নাকি ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ না থামালে আমেরিকা তাদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে।

ভারত অবশ্য ট্রাম্পের এই দাবিকে সমর্থন করে না। মোদি সরকারের বক্তব্য, পাকিস্তান প্রথমে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারত সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয় মাত্র। দিল্লি এই দাবি করলে কী হবে? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের দাবিকে থোড়াই পরোয়া করে আজ পর্যন্ত অন্তত বার চল্লিশেক ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরই মধ্যস্থতায় ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধ থেমেছে। অতএব নোবেল শান্তি পুরস্কার তাঁরই প্রাপ্য।

ঘটনাচক্রে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের কিছুকাল পর ঘটে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধও তাঁর চেষ্টায় থেমেছিল বলে ট্রাম্প দাবি করে থাকেন। সম্প্রতি আমেরিকান কর্নারস্টোন ইনস্টিটিউটের ফাউন্ডার্স ডিনারের বক্তৃতায় মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান আরও একবার বলেছেন, তিনি ভারত-পাকিস্তান সহ অন্তত সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছে ভারত-পাকিস্তান, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান, কসোভো-সার্বিয়া, ইরান-ইজরায়েল, মিশর-ইথিওপিয়া এবং রোয়ান্ডা-কঙ্গোর যুদ্ধ।

ওই অনুষ্ঠানে ট্রাম্প স্পষ্ট ঘোষণা করেন, মার্কিন বাণিজ্যকে অস্ত্র করে তিনি এইসব যুদ্ধ থামাতে পেরেছেন। প্রতিটি যুদ্ধ থামানোর জন্য আলাদা আলাদাভাবে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত বলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি। এর আগে একাধিকবার ট্রাম্প বলেছিলেন, এতদিনে তাঁর অন্তত তিন-চারটি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। কার্যত সারাক্ষণ নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে কথা বলা এখন ট্রাম্পের মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিন কয়েক আগে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় এসকালেটার এবং টেলিপ্রম্পটারে কিছু সমস্যা হওয়ায় হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভাঙা রেকর্ড বাজানোর মতো বলে উঠলেন, তিনি সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন এবং তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ওই অধিবেশনেই পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ট্রাম্পকে 'শান্তির দূত' বলে অভিহিত করেন। আবারও জানান, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করছেন।

কিন্তু সত্যিই কি ট্রাম্প এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প যে সাতটি যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটিকে পুরোদস্তুর যুদ্ধই বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, সাতটির মধ্যে কোনও কোনও সংঘর্ষ থেমে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। তৃতীয়ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্রাম্প নিজের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে বলেছেন।

তার চেয়েও বড় কথা, আলফ্রেড নোবেল চেয়েছিলেন, পৃথিবীতে এমন পরিবেশ তৈরি হোক, যেখানে যুদ্ধই বাধবে না। যুদ্ধ থামানোর চেয়েও বড় কৃতিত্ব যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে না দেওয়া। সেই প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভূমিকা পুরোপুরি উলটো। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) থেকে আমেরিকাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সর্বোপরি গাজায় নিয়মিত গণহত্যার ক্ষেত্রে ইজরায়েলের পাশে সবসময় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সুতরাং ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে ট্রাম্পের নাম কখনোই ঘোষণা হওয়া উচিত নয়।

## অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিযে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

# স্ক্রিন জীবনের অংশ, মূল নয়

স্কুল-কলেজে ডিজিটাল লিটারেসি বাধ্যতামূলক হোক। সোশ্যাল মিডিয়ার স্বাস্থ্যকর ব্যবহার শেখানো হোক।

সুরজিৎ বণিক

ছবি : এআই

একটা সময় ছিল যখন পাড়ার মাঠে স্কিপিং, কানামাছি, ক্রিকেট কিংবা ফুটবল- যাই হোক না কেন, খেলাধুলো ছিল। তাছাড়া কেউ সাইকেলে চলে যেত লাইব্রেরিতে। সন্ধ্যা নামলে বিভিন্ন বাড়ি থেকে ভেসে আসত হারমোনিয়ামের সুর, তবলার টুংটাং। আজকের চিত্র একেবারে ভিন্ন। আড্ডার টেবিল, খেলার মাঠ, পাড়ার সংগীতচর্চা- সবই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গার দখল নিয়েছে যন্ত্র। একটি মাত্র যন্ত্র- স্মার্টফোন। যার দাপট সর্বগ্রাসী।

হাতে বইয়ের বদলে থাকছে স্ক্রিন। আড্ডার বদলে রিলস কিংবা ভিডিও গেমসের নেশা। আজকের শিশু-কিশোর প্রজন্ম হয়ে উঠছে 'স্ক্রিনের বন্দি।' যে পরিবর্তন কেবল একটি প্রজন্মের অভ্যাসকে নয়, বরং আমাদের সমগ্র সমাজকাঠামোকে বদলে দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একজন কিশোর গড়ে প্রতিদিন ৪-৬ ঘণ্টা সময় কাটায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকের ক্ষেত্রে এই সময়টা ৮-১০ ঘণ্টাও দাঁড়ায়।

রাতভর চ্যাট করা বা ভিডিও দেখা এখনকার প্রজন্মের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এর ফলে একদিকে খেলার মাঠ ফাঁকা হচ্ছে, অন্যদিকে ভার্চুয়াল জগতে ভিড় জমছে। বাস্তবের আড্ডা নেই, বন্ধুত্বের উষ্ণতা নেই। বদলে যাচ্ছে সম্পর্কের ধরন। সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি আর শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যে।

'নেবার্স এনভি ওনার্স প্রাইড' স্লোগান আজ বাস্তব। অন্যের সবকিছু সুন্দর, নিখুঁত, ঝকঝকে- এমন এক ধারণার জন্ম দিচ্ছে এই ভার্চুয়াল জগৎ। বাস্তব জীবনের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সেই সাজানো দুনিয়ার তুলনা করতে গিয়ে হতাশা বাড়ছে। কম বয়সে আত্মহত্যা, আত্মহত্যার হুমকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার আর আত্মহত্যার প্রবণতার মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণায়।

কেবল হতাশা নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও নিঃসঙ্গতা। আগেকার দিনে যে সময়টা কাটত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, গান, গল্প বা খেলায়, আজ তা চলে যাচ্ছে একাকী স্ক্রিনের সামনে। ফলে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত স্ক্রিন-টাইমে শারীরিক বিপদও অনেক ডেকে আনছে। যেমন চোখের সমস্যা, মাথাব্যথা, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি সাধারণ বিষয় হয়ে গিয়েছে।

খেলাধুলো কমে যাওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মোটা হয়ে যাওয়া ও ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ছে। রাত জাগার কারণে শরীর দুর্বল হচ্ছে, স্মৃতিশক্তি ক্ষয় হচ্ছে। ডাক্তাররা সতর্ক করছেন, অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহার কিশোর বয়সে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশকেও ব্যাহত করছে। একটি নতুন শব্দ চালু হয়েছে- 'টেক্সট নেক সিনড্রোম।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল দেখার ফলে ঘাড় ও মেরুদণ্ডে ব্যথা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি বড় সমস্যা ডেকে আনছে। এমন ছবি এখন আর বিরল নয় যে, একই পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে বসে আছেন, কিন্তু কথা নেই মুখে, প্রত্যেকে ডুবে আছেন নিজের মোবাইলে। খাওয়ার টেবিলে গল্পগুজব নেই, খেতে খেতে মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে জমে থাকা মেসেজ দেখতে ব্যস্ত সবাই।

বাড়িজুড়ে শুধু নীরবতা। বাবা-মা ব্যস্ত নিজের কাজে, সন্তান ডুবে আছে গেমস বা ভিডিওতে। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে। বন্ধুত্বের সংজ্ঞাও বদলে গিয়েছে। আগে বন্ধু মানে ছিল একসঙ্গে হাঁটা, খাওয়া, আড্ডা। এখন বন্ধুত্ব বলতে অনলাইন চ্যাট। বাস্তবের আন্তরিকতা বদলে যাচ্ছে ভার্চুয়াল কথোপকথনে। একসঙ্গে বসে পাঁচ বন্ধু, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না, সবাই গেম খেলছে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলছে 'আরে মার না মার...'

এই অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভরতা কিশোরদের নিয়ে যাচ্ছে নানা অপরাধ ও ঝুঁকির দিকে। অনলাইন বুলিং, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, ভুয়ো প্রোফাইল, ব্ল্যাকমেল ইত্যাদি এখন প্রতিদিনকার ঘটনা। ভয়ংকর গেম যেমন, ব্লু হোয়েল বা মোমো একসময় একাধিক শিশুকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এখনও প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও নতুন ফাঁদ তৈরি হচ্ছে।

এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার ভুয়ো খবর সমাজে বিভাজন ও হিংসা বাড়াচ্ছে। রাজনৈতিক মেরুকরণ, গুজব, প্রোপাগান্ডা- সবই ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতগতিতে। একটি ছোট্ট গুজব মুহূর্তের মধ্যে সমাজে হিংসার আগুন জ্বালাচ্ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পড়াশোনার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু বাস্তবে ছাত্রছাত্রীরা সময় নষ্ট করছে গেমস ও ভিডিওতে। রাত জেগে ফোনের ব্যবহার পড়াশোনায় মনোযোগ নষ্ট করছে, পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে।

শিক্ষকরা অভিযোগ করছেন, ক্লাসে ছাত্ররা মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না। তাদের স্নায়ু যেন অস্থির হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ক্লাস নাইন থেকে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে পড়া বা অনলাইন কোচিংয়ের নামে স্কুলে না গিয়ে স্ক্রিনে ডুবে থাকছে। বাড়ছে ইন্টারনেট প্যাকের খরচ, গেমিং অ্যাপের সাবস্ক্রিপশন, ইন-অ্যাপ পারচেজ। 'ইনফ্লুয়েন্সার কালচারে' কিশোররা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে ভোগবাদী মানসিকতা বাড়ছে।

একসময় পাড়ায় পাড়ায় নাটক, যাত্রা, পালাগান ছিল বিনোদনের মাধ্যম। আজ তার জায়গা নিয়েছে ইউটিউব বা নেটফ্লিক্স। লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। শিশুরা জানেই না স্থানীয় কাহিনী বা লোককথার গল্প। তাদের বেড়ে ওঠার জগৎ হয়ে উঠছে বিশ্বায়িত। কিন্তু সেই বেড়ে ওঠার সঙ্গে তার শিকড়ের সম্পর্ক থাকছে না।

অন্যদিকে, স্মার্টফোন না থাকায় একদল কিশোর-তরুণের অনলাইন থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চনা সমাজে নতুন রকমের বিভাজন তৈরি করছে। এই সমস্যার সমাধান একেবারে সম্ভব নয় বলা যাবে না। তবে এর জন্য চাই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ। পরিবারে নিয়ম হোক- খাওয়ার টেবিলে মোবাইল নয়, ঘরে নির্মল আড্ডা হোক। স্কুল-কলেজে ডিজিটাল লিটারেসি বাধ্যতামূলক হোক, যাতে কিশোররা শিখতে পারে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে সীমিত ও স্বাস্থ্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

সরকার এগিয়ে আসুক সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে। বয়সভিত্তিক স্ক্রিন-টাইম নির্ধারণ, ভুয়ো খবর রুখতে শক্ত আইন প্রণয়ন জরুরি। সবচেয়ে জরুরি হল 'ডিজিটাল ডিটক্স'- সপ্তাহে অন্তত একদিন মোবাইল ছাড়া থাকা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, বই হাতে নেওয়া, প্রকৃতির কাছে যাওয়া- এসব অভ্যাসে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

তবে অন্ধকার দিকটিই কেবল সত্যি নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার উজ্জ্বল দিকও আছে। এই প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার নতুন দুয়ার খুলেছে- একটি ছোট্ট গ্রামের ছাত্রও ইউটিউব দেখে অঙ্ক শিখতে পারছে বা নতুন কোনও ভাষা আয়ত্ত করতে পারছে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে কিংবা পরিবেশ সচেতনতা ছড়াতে সোশ্যাল মিডিয়া শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ছোট ব্যবসায়ী বা শিল্পীরা পেয়েছেন নতুন বাজার, অজানা প্রতিভা খুঁজে পেয়েছে বিশ্বজনীন মঞ্চ। তথ্যের এই ভাণ্ডার মানুষকে যেমন সচেতন করছে, তেমনই সংস্কৃতির নতুন ধারার জন্ম দিচ্ছে। ফলে যত দোষ নন্দ ঘোষ শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, আমরা কেমনভাবে ব্যবহার করছি, সেটাই আসল।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রযুক্তির অন্ধ ব্যবহার আমাদের সমাজকে অস্বাস্থ্যকর পথে ঠেলে দিচ্ছে। যদি আমরা এখনও সচেতন না হই, তবে একদিন হয়তো সত্যিই আমরা সবাই হয়ে উঠব 'স্ক্রিনের বন্দি'- যেখানে বাস্তব পৃথিবী হাতছাড়া হয়ে যাবে। বই হাতে নেওয়া, আড্ডায় বসা, মাঠে দৌড়ানো- এসব ছোট ছোট কাজই আমাদের মুক্তি দিতে পারে এই আসক্তি থেকে। মনে রাখতে হবে- স্ক্রিন জীবনের অংশ হতে পারে, কিন্তু জীবনের কেন্দ্র নয়।

*(লেখক প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত)*

## আজ

**১৮৯৩**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।

**১৯৪৬**

অভিনেতা বিনোদ খান্নার জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

মুখ্যমন্ত্রী চটজলদি উত্তরবঙ্গে যেতে আগ্রহী নন কেন? সেখানে দোষারোপ করার জন্য ডিভিসি নামক বলির পাঁঠা নেই বলে? নাকি ওখানে গিয়েও উনি চিন, ভুটান, নেপালের বহিরাগত জলের তত্ত্ব দেবেন? উনি কার্নিভালে ব্যস্ত। লোকে আনন্দে মেতে থাকলে আর ন্যায্য প্রশ্ন করবে না।

- শুভেন্দু অধিকারী

## ভাইরাল/১

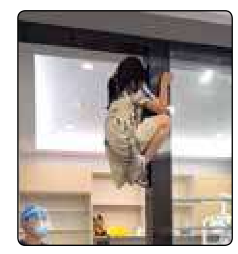

চিনের ঝিয়াংসুর ডেন্টাল ক্লিনিকে এক বালিকাকে আনা হয়েছিল। যন্ত্রপাতি দেখে ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে দরজার ফ্রেম বেয়ে উঠে পড়ে সে। কিছুতেই নামতে চাইছিল না। অনেক কসরতের পর কর্মীরা তাকে নামিয়ে আনেন।

## ভাইরাল/২

বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা আগ্রাহারা সংশোধনাগারে এক কয়েদির জন্মদিন পালন হল। গলায় আপেলের মালা আর কেক কেটে জেলে জন্মদিন পালন করল ওই বন্দি। সেখানে উপস্থিত ছিল আরও কয়েকজন বন্দি ও কিছু বহিরাগত। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জনমন

জনমত

## উৎসবের মাঝে বেঁচে থাকুক হাজারো মৃৎশিল্পী

বাঙালি উৎসবপ্রিয়। পুজো এলেই ব্যস্ততা বাড়ে কুমোরপাড়ায়। প্রতিমার বায়না নেওয়া, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ততা যেন কুমোরপাড়ার এক চেনা ছবি। তাই কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পীদের যেন একটুকুও ফুরসত থাকে না। অনেক সময় পুরুষদের সঙ্গে হাত মেলান বাড়ির মেয়েরাও। বাড়তি কিছু লাভের আশায় পেটের টানে নিয়ম করে কাজ চালিয়ে যান তাঁরা। দেখতে দেখতে লক্ষ্মীপুজোর দিনও চলে এল।

এখন সময় বদলেছে। আগের তুলনায় জিনিসের দাম অনেক বেড়েছে। অন্যান্য জিনিসের মতোই বেড়েছে মাটির দামও। চড়া দামে মাটি কিনে তা দিয়ে প্রতিমা বানিয়ে বিক্রির সময়ে তেমন লাভের আশা দেখছেন না মৃৎশিল্পীরা। তবুও পেটের টানে পূর্বপুরুষদের সেই ব্যবসা বা ঐতিহ্যকে তাঁরা বহন করে চলেছেন। বাঙালির উৎসবকে আরও অর্থবহ করে তোলেন এই মৃৎশিল্পীরা। আর এই উৎসবের মাঝে বেঁচে থাকুক হাজারো মৃৎশিল্পী।

**শংকর সাহা**
**পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।**

## পুজো হাইজ্যাকিং সম্পন্ন

প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কীভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করে নেওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পুজো উদ্বোধনে তৃণমূলের রমরমা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গদিতে আসীন থেকেই ভার্চুয়ালি ফিতে কেটে গেলেন উত্তর থেকে দক্ষিণে একের পর এক পুজোর। অনেক পুজোর তখনও উদ্বোধন করার ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। কাজ চলছিল জোরকদমে। তো, সেসব বন্ধ রেখে আগে চলল উদ্বোধন।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, উদ্যোগে সম্পূর্ণ বাজেট বহির্ভূতভাবে আট হাজার কোটি টাকার পুজো কমিটিকে যে অনুদান দেওয়া হয়েছে, তার সূত্র ধরেই এ উদ্বোধনের ঘটা, একথা বলাই বাহুল্য। এককথায়, ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে একে একপ্রকার 'পুজো হাইজ্যাকিং' তো বলা যেতেই পারে। এক লক্ষ দশ হাজার দিয়েছি, অতএব আমার খুশিতে আমি পুজোর ব্যাপারে মাথা গলাব। আগামীতে এই নব প্রজন্মের অদ্ভুত ক্যাডারভিত্তিক, সিভিক চাকরিজীবী ভোটদাতাদের উজ্জীবিত করতে এমন আরও অনেক নতুন কিছুর আমদানি আমরা নিশ্চয়ই দেখে যাব।

**নীলাদ্রি বিশ্বাস**
**হাজরাপাড়া, কোচবিহার।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# সোনা : আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য ও রূপকের মোহ

গত কয়েক দশকে ঊর্ধ্বমুখী সোনার দাম দেখে আমরা কল্পনার জগতে ভাসি। কিন্তু সোনার হরিণের স্বপ্ন দেখাটা কি ঠিক?

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ছবি : এআই

অনিলবাবু চাকরির সায়াহ্নে এসে পৌঁছানো সরকারি দপ্তরের একজন সাধারণ কেরানি। বাড়িতে বিবাহযোগ্যা মেয়ে। মেয়ের বিয়ের কথা মাথায় রেখে গিন্নির প্রচেষ্টায় তিলতিল করে কিছু গয়না গড়ে রেখেছেন অবশ্য। এরই মধ্যে খবর এল আসছে অঘ্রানে বরদার ছেলের বিয়ে। ভাইপোর বিয়ে বলে কথা। কিছু একটা সম্মানজনক উপহার দিতে হয়। অগত্যা এক সন্ধ্যায় গিন্নি সহ চললেন স্থানীয় গয়নার দোকানে। গিয়ে কপালে হাত। ১০ গ্রাম সোনার গয়নার মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কিন্তু উপায় নেই। উপর্যুপরি চাপ সামলে, অবশেষে হবু বৌয়ের জন্য ছোট্ট একটা কানের দুল অর্ডার দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে এসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিলেন, সত্যিই সোনা নামে এই অলীক ধাতুটি কখনও নাগালে এল না! যখন মূল্য কম ছিল তখনও নয়, আর এখন তো প্রশ্নই ওঠে না।

সত্যিই সোনা কেবল এক দুর্মূল্য ধাতু নয়; সোনা মানুষের স্বপ্ন, মানুষের কল্পনা, মানুষের বিভ্রম। দেশ স্বাধীন হবার পরপর সোনার প্রতি ১০ গ্রামের মূল্য ছিল ৮৯ টাকা। তারপর অর্থের মূল্যের সঙ্গে সংগতি রেখে ইসিজি লেখচিত্রের মতো ধাতুটির মূল্য কখনও বেড়েছে কখনও কমেছে। ছয়ের দশকে একসময় তো প্রতি ১০ গ্রাম ৬৪ টাকায় নেমে এসেছিল। তারপর সেই যে উড়ান, আর নীচে তাকাতে হয়নি। তবুও আশ্চর্য— এই অগম্য উচ্চতাতেও ধাতুটির প্রতি মানুষের টান একটুও কমেনি।

কিন্তু বেশি আকাঙ্ক্ষা কি ভালো? ধরুন আমাদের চারপাশের যদি একদিন সবকিছু সোনা হয়ে যেত! রাজশেখর বসুর 'পরশপাথর' হাস্যরসের মধ্য দিয়ে আমাদের এই দ্বন্দ্বের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। কার্জন পার্কে কুড়িয়ে পাওয়া পরশপাথরের ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়ে যেতেই, আপাত নিরীহ নির্বিবাদ পরেশ দত্ত শুরুতে আনন্দে মেতেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন যেতেই একধরনের অসহায়তা তাঁকে ঘিরে ধরে। নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কেবল বোঝা হয়ে ওঠে সোনার পাহাড়। বরং আসুন, সোনা নাগালে নেই তো কী হয়েছে? সোনালি রং তো রয়েছে!

আমাদের লোককথা, পুরাণ, কবিতা সবেতেই সোনা শুধু ধাতু নয়, রূপক হয়ে এসেছে। 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই'— এ সোনার হরিণ কি সত্যিই সোনার তৈরি? না, আসলে তা সোনালি রঙের এক অলীক প্রাণী, অধরা আর মায়াবী। রামায়ণের সীতার সোনার হরিণও তাই— ধাতুর নয়, আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যেমন সোনার কেল্লা মানে জয়সলমেরের সোনালি বেলেপাথরের দুর্গ, সোনা দিয়ে গড়া প্রাসাদ নয়। কিংবা সোনার পাথরবাটি, সোনার ডিম পাড়া হাঁস, সোনার টুকরো ছেলে- এসবই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার ভাষা।

অতএব, সোনা মানে কেবল গয়নার ধাতু নয়, বরং সোনালি আভা—যা মানুষ পেতে চেয়েছে, না পেলে অন্তত অনুকরণে তৈরি করেছে। এখান থেকেই হয়তো বা ইমিটেশন গয়নার জন্ম। প্রকৃত সোনা নাগালের বাইরে, তো কী হয়েছে? তার রং, তার ঝলক মানুষের কাছে পৌঁছে যায় সহজেই। সাজিয়ে তোলে দেহ আর মন।

সোনার প্রকৃত জৌলুস তাই দুটি ভিন্ন সমান্তরাল পথে ছড়িয়ে আছে—একদিকে বাস্তবের ধনভাণ্ডার, অন্যদিকে স্বপ্নের কাব্য। ধাতু হিসেবে দুর্মূল্য, আবার রং হিসেবে নাগালের ভেতর। হয়তো এই দ্বৈততার কারণেই সোনা মানুষের কাছে একসঙ্গে সম্পদ, সৌন্দর্য, নিরাপত্তা আর বিভ্রম হয়ে থেকে যাবে যুগ যুগ ধরে।

*(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।**
**ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।**
**মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪২৫৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। আরব দেশের কথ্য ভাষা ৪। যে এখনও স্কুলে পড়াশোনা করে ৫। সাহেবের সঙ্গে থাকেন, মিয়াঁর বৌ ৭। প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় ৮। প্রমাণ বা চিহ্ন ৯। অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলা ১১। প্রাচীন, মৌলিক বা প্রথম ১৩। লোকদেখানো চালচলন বা ভাবভঙ্গি ১৪। যার মায়ামমতা নেই ১৫। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় যা হাতে থাকে।

**উপর-নীচ :** ১। হেমন্তকালের ধান ২। বিপদে পড়েছেন যিনি ৩। দেবতার পূজারিনী ৬। জনহীন জায়গা ৯। নৌকা চালাতে মাঝির কাজে লাগে ১০। হাতের কড়ে আঙুল ১১। যে সরকারি কর্মচারী গাছে ফলে ১২। বেত দিয়ে তৈরি ধান রাখার আধার।

**সমাধান ■ ৪২৫৭**

**পাশাপাশি :** ১। ছিনিমিনি ৩। প্রয়াস ৫। ঘনায়মান ৭। পেলব ৯। বিবশ ১১। মনমেজাজ ১৪। কন্দর ১৫। রক্তাল্পতা।

**উপর-নীচ :** ১। ছিপছিপে ২। নিদাঘ ৩। প্রত্যয় ৪। সজ্জন ৬। মাধব ৮। লঙ্ঘন ১০। শময়িতা ১১। মণ্ডুক ১২। মেয়র ১৩। জহর।

## বিন্দুবিসর্গ

## দুই দেহ

বৌদির সঙ্গে দেওরের পরকীয়ায় দুজনের দেহ উদ্ধার হল। বাঁকুড়ার রায়পুর থানা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অশান্তির জেরে দুজনে আত্মহত্যা করেন।

## খুনে গ্রেপ্তার

পুজোয় নতুন পোশাক ও হাত খরচের টাকা জোগাড় করতে খুনের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হল। মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের টোটোচালককে পঞ্চমীর দিন খুন করেন তাঁরা।

## অবতরণ

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কলকাতায় জরুরি অবতরণ করানো হয় দোহা-কাঠমান্ডুগামী বিমান। রানওয়ের পাশে দু'ঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করে বিমানটি। আবহাওয়া অনুকূল হলে বিমানটি যাত্রা করে।

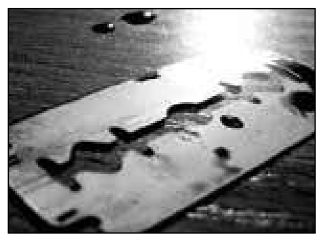

## জোড়া হত্যা

ব্লেড দিয়ে স্ত্রী ও ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল তরুণের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানা এলাকার ঘটনায় এখনও পলাতক অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

# নিন্দা উড়িয়ে কার্নিভাল

## উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় সত্ত্বেও রেড রোডে আনন্দের বন্যা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে, অথচ কলকাতায় দুর্গাপুজোর কার্নিভালে তার রেশ লক্ষ্য করা গেল না। ধ্বসে, বন্যায় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। কিন্তু রেড রোড ভাসল আনন্দের বন্যায়। যদিও কার্নিভ্যালে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ বারবার চলে যাচ্ছিল মোবাইলের স্ক্রিনে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গেও বারবার আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। তবে অনুষ্ঠানে তার কোনও ছাপ পড়েনি। নির্দিষ্ট সময়ের ২৫ মিনিট আগেই কলকাতার রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দীক্ষামঞ্জরী' নৃত্য গোষ্ঠীর নাচের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় কার্নিভাল। টলিউডের একঝাঁক অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে শতাধিক বিদেশি অতিথির সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে ১২৮টি প্রতিমা। সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই সরকারের কাছে কোনও মানবিক মুখ প্রত্যাশা করা যায়না। আজ উৎসবের দিন নয়। কার্নিভাল বাতিল করে ওঁর আজই উত্তরবঙ্গে গিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল।'

*রেড রোডে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।*

শনিবার রাত থেকেই খিদিরপুর রোড, লাভার্স লেন, শেক্সপিয়র সরণির একাংশে প্রতিমার ট্যাবলো জড়ো হতে শুরু করে। রবিবার সকাল থেকে আকাশের মুখ ছিল ভার। একই সঙ্গে ভ্যাপসা গরমে দরদর করে ঘামতে দেখা গিয়েছে দর্শকদের। সাড়ে চারটেয় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেলা ৩টে থেকেই দর্শকরা আসতে শুরু করে দেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা দুপুরেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। শহরে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নামানো হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। ২৭টি জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে কার্নিভাল দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল রেড রোডের আশপাশের এলাকায়। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তারা দুপুর থেকেই রেড রোড, মেয়ো রোড, ধর্মতলা চত্বরে মোতায়েন ছিলেন। ২১টি ওয়াচ টাওয়ার ও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়েছিল।

বেলা ৪টে ৫ মিনিট নাগাদ অনুষ্ঠান শুরুর পর বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় কার্নিভাল। তারপর একে একে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লি, দমদম পার্ক তরুণ দল সহ ১২৮টি পুজো কমিটির শোভাযাত্রা রাত পর্যন্ত এই কার্নিভালে অংশ নেয়।

তবে কার্নিভালেও যে বৃষ্টি হবে, সেই আশঙ্কার কথা আগেই জানিয়ে রেখেছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তার ব্যতিক্রমও হয়নি। শোভাযাত্রা চলাকালীনই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। তবে তার জন্য কার্নিভাল থেমে থাকেনি। বৃষ্টির মধ্যেই এগোতে থাকে একের পর এক প্রতিমার ট্যাবলো। বৃষ্টিতে ভিজেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন ছোটপর্দার বহু অভিনেত্রী। তা দেখে যথেষ্ট আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন বিদেশি অতিথিরা। যদিও উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের মধ্যেও কার্নিভাল কেন কাটছাঁট করা গেল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মঞ্চে পরমব্রত, অঙ্কুশ, আবির, সায়ন্তিকা, সায়নী ঘোষ, লাভলি মৈত্র, রাইমা সেন থেকে শুরু করে একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রীর নৃত্য পরিবেশনও দেখা যায়। পুজো উদ্যোক্তারা তাঁদের থিম ও ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রেড রোডের অনুষ্ঠানে। বডিগার্ড লাইন্সের পুজোর ট্যাবলোর সঙ্গে নাচলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে গল্প করতে দেখা গেল বলিউড অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রিকে। দক্ষিণ কলকাতা সর্বজনীনের কার্নিভালে নাচলেন অপরাজিতা আঢ্য।

# গ্রামে পৌঁছোনো বাকি, স্বীকার দত্তাত্রেয়র

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** শতবর্ষ পার করেও তৃণমূল স্তরে পৌঁছোতে পারল না আরএসএস। এখনও দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। অথচ সেইসব গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছোনোর লক্ষ্য অনেক বাকি। এই স্বীকারোক্তি অন্য কারও নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস-এর নম্বর টু দত্তাত্রেয় হোসবলের। আরএসএস নিয়ন্ত্রিত 'স্বস্তিকা'র শারদ সংখ্যার এক নিবন্ধে একথা স্বীকার করে এর কারণ অনুসন্ধানে আত্মনিরীক্ষণ প্রয়োজন বলেও বার্তা দিলেন তিনি।

সমাজে সংঘের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বলে দাবি করেও সরকার্যবহ দত্তাত্রেয় হোসবলে কবুল করেছেন, দেশের সব গ্রামে পৌঁছোনোর লক্ষ্য থেকে এখনও বহু দূরে আরএসএস। তাঁর কথায়, 'স্বয়ংসেবকদের সংকল্প সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতিটি গ্রাম ও বসতি পর্যন্ত পৌঁছোনোর লক্ষ্য এখনও অনেক বাকি। তার জন্য আত্মনিরীক্ষণ প্রয়োজন।'

দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার যা প্রায় ৬৯

### ফায়দা তুলতে ব্যর্থ, নিশানায় বিজেপি

শতাংশ। সারা দেশে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ৬৫ হাজার। ১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৮৩ কোটি মানুষের বাস গ্রামে। অথচ হোসবলেই বলছেন, সেইসব গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছোনোর লক্ষ্য থেকেই বহু দূরে আরএসএস। এরাজ্যর ক্ষেত্রেও ছবিটা আলাদা নয়।

২০২৪-এর সরকারি তথ্য অনুসারে রাজ্যের ২৩ জেলায় বসতিযোগ্য গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৩৮ হাজার। চলতি বছরে সারা দেশে ১০ হাজার শাখা বৃদ্ধি হলেও রাজ্যে শাখার সংখ্যা মেরেকেটে ১২ হাজার। যার মধ্যে নিয়মিত শাখা মেরেকেটে ২ হাজার, বাকিটা সাপ্তাহিক বা মাসিক। আরএসএস-এর এই শাখাই সংগঠনের এক একটি বিন্দু। এর থেকেই স্পষ্ট, গেরুয়া শিবিরের চূড়ান্ত হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির হাওয়াতেও রাজ্যের সিংহভাগ গ্রামে এখনও আরএসএস-এর সংগঠন তো দূরের কথা, নিয়মিত উপস্থিতিই নেই। পর্যবেক্ষকদের মতে, সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও গ্রামের তুলনায় শহর ও নগরে বিজেপির প্রভাব যে বেশি, এটাই তার কারণ। বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতার মতে, রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার মধ্যে প্রায় ২০০টি বিধানসভা গ্রামীণ এলাকায়। এই আসনগুলিতে বামেদের পর তৃণমূলের প্রভাব এখনও সংশয়াতীত। রাজ্যে সরকার গড়তে হলে বিজেপিকে এইসব গ্রামীণ এলাকায় সফল হতে হবে।

কিন্তু যে আরএসএস নিজেই এখনও গ্রামে পৌঁছোতে পারেনি, তার ওপর নির্ভর করে কতটা সফল হবে বিজেপি, তা নিয়ে সংশয় আছে। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ মানতে রাজি নয় সংঘ। আরএসএস-এর এক প্রান্তপ্রচারকের মতে, দেশের মধ্যে কেরলে সংঘের বিস্তার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কেরলে বরাবর ক্ষমতায় থেকেছে বাম অথবা কংগ্রেস। আরএসএস-এর সদর দপ্তর নাগপুরে। অথচ সেই নাগপুর কর্পোরেশনেই কোনওদিন জিততে পারেনি বিজেপি। সংঘ যে সামাজিক কাজ করে, তার ফায়দা নেওয়ার সুযোগ থাকে সকলেরই। আসলে শহর বা গ্রাম বলে নয়, সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই সংঘের কাজের ফায়দা তুলতে পারে না বিজেপি।

*লক্ষ্মীমন্ত... রবিবার বীরভূমের কঙ্কালিতলায়। তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

# সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে আসছেন মমতা

## পাহাড়ের পর্যটকদের ফেরাতে পুলিশকে নির্দেশ

**কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ের ঘটনায় চরম উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাত থেকে প্রবল বর্ষণে বিপর্যয়ের পরই রবিবার সকাল থেকে নবান্নে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সচিব পর্যায়ের ৫ অফিসারকে শিলিগুড়িতে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সোমবার দুপুরের মধ্যেই শিলিগুড়ি পৌঁছোবেন বলে নিজেই জানিয়েছেন মমতা। একই সঙ্গে এদিনই ৫ জেলার জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মমতা ও মুখ্যসচিব। ওই বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও অনীত থাপাও উপস্থিত ছিলেন। এদিনই নবান্নে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অনেক পর্যটক রয়েছেন। তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলেও মমতা জানিয়েছেন। আপাতত তাঁদের হোটেল থেকে না বেরোতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিনই নবান্নে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে কেউ সাহায্যের জন্য সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল রুমের নম্বর ০৩৩-২২১৪ ৩৫২৬/ ০৩৩-২২৫৩ ৫১৮৫। টোল ফ্রি নম্বর ৮৬৯৭৯-৮১০৭০/ ১০৭০। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখেছেন, 'শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গে ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তার সঙ্গে ভুটান ও সিকিম থেকে অতিরিক্ত জলের চাপ এসে তিস্তা সহ অন্যান্য নদীর ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন ভাই-বোনকে আমরা হারিয়েছি। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে এবং সমস্ত সহায়তা পৌঁছে দেবে। আমি নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। সোমবার মুখ্যসচিবকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ যাচ্ছি।' পর্যটকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'উত্তরবঙ্গে যাঁরা পর্যটনে গিয়েছেন, তাঁরা এখন যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। পুলিশ আপনাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেবে। কোনওরকম চিন্তা করার দরকার নেই। উদ্ধারকাজ ও অন্যান্য খরচ সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার করবে।' এদিন সকাল থেকেই এসডিআরএফকে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে এনডিআরএফও ঘটনাস্থলে গিয়েছে।

এদিন রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবরাইক, উদয়ন গুহ এবং বিপ্লব মিত্রকে ঘটনাস্থলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। দলের নেতা-কর্মীদেরও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীর কাছে আবেদন করছি যে, তাঁরা যেন ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছোন। সহমর্মিতা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে সহায়তা পৌঁছে দেন। যে কোনওভাবেই আমরা এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করব।'

# কলকাতায় বাড়ছে নাবালক অপরাধী

**কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** টানা চারবার দেশের নিরাপদ শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। অথচ এই শহরে ক্রমশ বাড়ছে নাবালক অপরাধীর সংখ্যা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর ২০২৩-এর রিপোর্টে এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শহরে এক বছরে ১৩ গুণ বেড়েছে নাবালক অপরাধীর সংখ্যা। ২০২২ সালে অপরাধে যুক্ত নাবালকের সংখ্যা ছিল ৯। কিন্তু ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৫-তে। এর মধ্যে কেউ ধর্ষণে, কেউ খুনের ঘটনা সহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত।

কেন্দ্রের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী শিশুদের সঙ্গে অপরাধের ঘটনা কমেছে। ২০২২ সালে শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ছিল ৬০২। কিন্তু ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৯৭টি। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ কমলেও নাবালক অপরাধীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ৩ জন খুনের ঘটনায়, খুনের চেষ্টায় ৪ জন, ১৪ জনকে বেপরোয়া গতির জন্য পাকড়াও করা হয়েছে। উদ্বেগজনকভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ধর্ষণের অভিযোগে ৪ জন নাবালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যা শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মোট অপরাধের ৬৫ শতাংশ। এগুলি পকসো আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, পকসো আইনের অধীনে ১৯২টি যৌন নির্যাতনের মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় আইপিসি সহ বিশেষ ও স্থানীয় আইনের অধীনে ২৯৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

কেন্দ্রের রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে, ৯৫টি অপহরণের ঘটনার মধ্যে ১০টিতে অর্থের বিনিময়ে নাবালিকা বিক্রির ঘটনা রয়েছে। জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ অভিযোগে চারটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩ সালে শিশুদের সঙ্গে অপরাধের জন্য ১৮ জন মহিলা সহ ২৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ৫৯৭টি মামলার মধ্যে ৩১৬টিতে তদন্ত সম্পন্ন করেছে কলকাতা পুলিশ। চার্জশিট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতায় বিচারাধীন মামলার হার বেশি। বিচারের জট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের বিরুদ্ধে ২৭৯০টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ২০২৩ সালে ৩১৪টি নতুন মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪টিতে শাস্তি নিশ্চিত হয়েছে।

*বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল। রবিবার। রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

# কলকাতায় ১২ মৃত্যুর প্রতিবাদে পদ্ম-মিছিল

## ব্যর্থতার অভিযোগে ববির গ্রেপ্তার দাবি

**কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** কার্নিভালই অগ্রাধিকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। দুর্যোগ কবলিত উত্তরবঙ্গের দিকে না তাকিয়ে তাই কার্নিভাল নিয়েই ব্যস্ত তিনি। রাজ্য সরকারের কার্নিভালের দিনে পালটা প্রতিবাদ সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তুললেন উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে অবহেলা ও বঞ্চনার অভিযোগ। দুর্যোগের মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভার ব্যর্থতার জন্য মেয়রের গ্রেপ্তারির দাবিতে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল করতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালের দিনটিকেই বেছে নিয়েছিলেন শুভেন্দু।

সম্প্রতি অতিবর্ষণে প্লাবিত কলকাতা সহ রাজ্যে মৃত্যু হয় ১২ জনের। সেই ঘটনার জন্য কলকাতা কর্পোরেশন ও মেয়রকে দুষে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতে শর্তসাপেক্ষে মিছিল ও সভার অনুমতি আদায় করেন তিনি। এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে চৌরঙ্গিতে পৌঁছে সভা করেন শুভেন্দু, অর্জুন সিং, কৌস্তভ বাগচীর মতো বিজেপি নেতারা। এদিনই শুভেন্দুর সভা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রেড রোডে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী সোমবার শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'উনি তো নিজেই প্রায়োরিটি (অগ্রাধিকার) ঠিক করে দিয়েছেন। কার্নিভাল আগে, উত্তরবঙ্গ পরে। ওঁর শিলিগুড়ি না যাওয়াই উচিত। গেলে আরও ক্ষতি হবে। উত্তরবঙ্গে না গিয়ে উনি বরং নবান্নে বসে দার্জিলিং, মিরিক সহ উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি কীভাবে দ্রুত স্বাভাবিক করা যায় তা নিয়ে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করুন। তদারকি করার জন্য শিলিগুড়ি যাওয়ার দরকার পড়ে না।' যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এদিন বলেছেন,'এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল বাতিল করে উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল।'

শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্র বিরোধিতার সুযোগ নেই বলেই মুখ্যমন্ত্রী চটজলদি উত্তরবঙ্গ যেতে আগ্রহী নন। শুভেন্দুর কথায়, সেখানে ডিভিসি নামক বলির পাঁঠা নেই দোষারোপ করার জন্য? নাকি ওখানে গিয়েও চিন, ভুটান, নেপালের 'বহিরাগত জল'-এর তত্ত্ব দেবেন? ওঁর একটাই উদ্দেশ্য, কী করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়। কার্নিভাল ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু। বলেন, 'এই মুখ্যমন্ত্রী কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা বোঝেন না। কলকাতা ভেসে যাওয়া ও কিছু নিরীহ মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার পরেও উনি পুজো উদ্বোধন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এখন কার্নিভাল নিয়ে ব্যস্ত।'

# দুর্যোগে পিছোতে পারে বিএলএ'দের নিয়োগ

**কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। ৭ অক্টোবর রাজ্যে আসছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। সেদিকে নজর রেখেই বুধবার বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের। কিন্তু উত্তরবঙ্গে হড়পা বানের জেরে এই বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যে ৮৪ হাজারের বেশি বুথের সব জায়গায় বিএলএ নিযুক্ত করা যে কঠিন, তা জানে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাই যে সমস্ত জেলাগুলিতে কংগ্রেসের পরিস্থিতি কিছুটা আশাব্যঞ্জক সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে তারা। দলের অন্দরে চর্চা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেসের এখনও প্রভাব রয়েছে। এই জেলাগুলির ক্ষেত্রে কত বুথে শেষ পর্যন্ত বিএলএ দেওয়া সম্ভব হবে, তা ওই বৈঠকেই নির্ধারিত হত। শেষমেশ দুর্যোগের কারণে বৈঠক নাও হতে পারে। জানা গিয়েছে, বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অম্বা প্রসাদ সহ নির্বাচন কমিটির নেতৃত্বদের থাকার কথা রয়েছে।

বিধানসভাভিত্তিক বিএলএ অর্থাৎ বিএলএ-১-দের থেকে রিপোর্ট নেওয়ার কথা রয়েছে। তাতেই স্পষ্ট হবে, বুথভিত্তিক অর্থাৎ বিএলএ-২ কত জন নিযুক্ত হয়েছেন। বৈঠকে বিএলএ-দের প্রশিক্ষণেরও কথা রয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, 'মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরে দলের অবস্থা ভালো। এই জেলাগুলিতে সবথেকে বেশি বিএলএ দেওয়া যেতে পারে। বিএলএ-১দের নিযুক্তকরণের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হলেও বুথভিত্তিক বিএলএ-২ নিয়োগে বেগ পেতে হচ্ছে। এরই মধ্যে এই দুর্যোগের কারণে নেতৃত্বরা উত্তরবঙ্গে যেতে পারেন। তাই বৈঠক পিছিয়ে যেতে পারে।' তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি ইতিমধ্যেই বিএলএ নিযুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্নের পথে। এসআইআর হওয়ার ধারণা নিয়ে কংগ্রেসও এগোচ্ছে। কিন্তু এখনই বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করতে নারাজ সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'উত্তরবঙ্গ ভাসছে, আর মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু আমরা এখনই নির্বাচন বা এসআইআর নিয়ে কোনওকিছু বলতে চাই না।'

# শোভাযাত্রায় পিটিয়ে খুন

**বোলপুর, ৫ অক্টোবর :** বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বচসার জেরে এক তরুণকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধ। মৃতের নাম অভিজিৎ মেটে (১৯)। বাড়ি বীরভূমের নানুরের পাঁকুরহাস গ্রামে। তিনি হায়দ্রাবাদে একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন।

অন্যদিকে, প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় দীর্ঘক্ষণ রাস্তা আটকে রাখা এবং পুলিশকে গালিগালাজের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল পাঁচজনকে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের তারাপীঠে।

# লক্ষ্মীর কৃপায় অবশেষে পটশিল্পীদের লক্ষ্মীলাভ

নয়নিকা নিয়োগী

**কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** ভরা পূর্ণিমা রাতে সোমবার মা লক্ষ্মী বেরোবেন জগৎ পরিক্রমায়। শঙ্খ বাজিয়ে, সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে, আসন পেতে গেরস্থরা গেয়ে উঠবেন 'এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে'। তবে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবী সরা, পট, মূর্তি, নবপত্রিকা কিংবা কলাগাছের তৈরি নৌকা ছাড়া বসত করতে পারবেন না বাঙালির ঘরে। সেই সরাগুলির অঞ্চল ভেদে কোথাও আঁকা থাকবে পটের ধনদেবী, কোথাও আবার জায়গা পাবে জয়া-বিজয়া সহ রাধাকৃষ্ণ। তবে উৎসবের রাতে এই পটচিত্রের কারিগরদের খবর রাখবেন কজন? ডিজিটাল শিল্পের বাড়বাড়ন্তে তাঁদের জীবিকা এক সময় পড়েছিল প্রশ্নের মুখে। সময় এগিয়েছে। দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে টেক্সটাইলস ও ঘরসজ্জার সামগ্রী সহ একাধিক নতুন আঙ্গিকের বিস্তারে ফের এখন লাভের মুখ দেখছেন পটুয়ারা।

কারিগরদের তুলির টানে ফুটে ওঠা পৌরাণিক কাহিনী বা আঞ্চলিক গল্পের ঠিকানা এখন মেলায় মেলায়। রাজ্য সরকার মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শিল্পীদের। বেড়েছে মেলা ও প্রদর্শনীর সংখ্যাও। তবে এবারের কোজাগরীতে বাঙালির একাংশ মাটির সরার বদলে বেছে নিয়েছে স্টিলের পাত্রের ওপর আঁকা লক্ষ্মীদেবীকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াপিংলা গ্রামে পটুয়াপাড়ার শিল্পী বাহাদুর চিত্রকরের কথায়, 'যেহেতু মাটির সরাগুলি খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, সেহেতু এখনকার ক্রেতারা স্টিলের পাত্র বেশি কিনছেন। এবারে মা লক্ষ্মী বেশি আঁকা হয়েছে স্টিলের ওপরে। লক্ষ্মী পুজোর সময় মূর্তির থেকে পট বেশি কেনেন

মানুষ। দিল্লি, মুম্বই, রাজস্থানের পাশাপাশি আমেরিকা, জার্মানি সহ একাধিক দেশেও এই পট আমরা বিক্রি করতে যাই। আমাদের গ্রাম থেকে আগে ১০ জন করে শিল্পী মেলায় যেতেন। এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০-তে। নতুন প্রজন্মও লাভের আশায় এগিয়ে আসছে এই পেশায়।'

অবিভক্ত বাংলায় ফরিদপুর জেলায় এই সরা চিত্রকলার জন্ম। পরবর্তীকালে চাহিদা বাড়ায় কৃষ্ণনগর ও কুমোরটুলিতে শিল্পীরা এই চিত্রকলার কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই শিল্পীদের আক্ষেপ, এই পেশায় আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় বিকল্প পেশাকে বেছে নিতে হচ্ছে কারিগরদের। প্রায় ৩০ বছর ধরে পটশিল্প পেশার সঙ্গে যুক্ত বাঁকুড়ার কৃপাময়ী কর্মকার বলেন, 'আমার শ্বশুর যখন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন একেবারেই ব্যবসায় লাভ হত না। তাই পরবর্তী প্রজন্ম এই শিল্পে যোগদান করেননি। কিন্তু দুর্গাপুজো সহ অন্যান্য উৎসবের কারণে এখন কাজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মূর্তি, ব্রতকথা ভিত্তিক পুতুল, যমপুকুর ব্রতের ও ইন্দ্রের পুতুল বেশি বিক্রি হয়। লক্ষ্মী পুজোয় অর্ডারের ভিত্তিতে পটের কাজ করে থাকি।'

কুমোরটুলির এক পটশিল্পীর কথায়, 'বেশিরভাগ পরিবারেরই নিয়ম থাকে সরার ওপর লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করা। ফলে অন্য সময়ে আমরা মূর্তি তৈরির কাজ করলেও এই সময় পট আঁকার কাজ করি। ৩০০-৪০০ টাকা পর্যন্ত দামেও সরা বিক্রি হয়। কাঁচা হলুদ, অপরাজিতা ফুল, জাফরান, হিঞ্চে শাক, আতপ চাল ও প্রদীপ-লম্ফর কার্বন দিয়ে পটের জন্য জৈব রং তৈরি করা হয়।

যদিও এবছর বৃষ্টি হওয়ায় ওই রং শুকোতে ভীষণ সমস্যা হয়েছে। রোদের অভাবে ঘরের মধ্যে পাখা চালিয়ে রেখে তবেই সরা শুকিয়েছি।' পটশিল্প এখন শুধুমাত্র পটে সীমাবদ্ধ নেই। শিল্পীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, জামাকাপড়, কাপ, প্লেট সহ একাধিক রকম বিকল্প ডিজাইনের কাজ শুরু হওয়ায় ব্যবসা যথেষ্ট বেড়েছে। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসছেন নব প্রজন্ম। পুরোনো ঐতিহ্য মিশেছে নতুন ট্রেন্ডে। শুধু লক্ষ্মী দেবীর আগমনে নয়, বছরভর লক্ষ্মী লাভে এখন হাসি ফুটেছে পটুয়াদের মুখে।

## জরুরি অবতরণ এআই বিমানের

**মুম্বই, ৫ অক্টোবর :** আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি ফিরে এল আবার। শনিবার বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের যাত্রীরা। অমৃতসর থেকে বার্মিংহামগামী বোয়িং ৭৮৭ বিমানটির অবতরণের আগে হঠাৎ জরুরি 'র‍্যাম এয়ার টারবাইন' (র‍্যাট) সক্রিয় হয়ে যায়। তবে সবকিছু স্বাভাবিক থাকায় বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে বার্মিংহাম বিমানবন্দরে। এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিমানটি আপাতত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বার্মিংহাম-দিল্লি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে। র‍্যাট সাধারণত ইঞ্জিন বা বৈদ্যুতিক সমস্যার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে জরুরি বিদ্যুৎ তৈরি করতে।

## ভারত-চিনের বিমান শীঘ্রই

**নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর :** পাঁচ বছরের অপেক্ষার অবসান। ২০১৯ থেকে বন্ধ থাকা ভারত এবং চিনের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা অবশেষে আবার শুরু হচ্ছে। সম্ভবত ২৬ অক্টোবর থেকে এটি চালু হবে। গালওয়ান সংঘাত এবং কোভিড মহামারির কারণে এই পরিষেবা স্থগিত ছিল। সরাসরি উড়ান চালুর সিদ্ধান্তকে দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে বাণিজ্য এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও নতুন গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## কৃষকের লক্ষ্মীলাভ

**মুম্বই, ৫ অক্টোবর :** টিভি শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'তে গিয়ে শিকে ছিঁড়ল মহারাষ্ট্রের ক্ষুদ্র কৃষক কৈলাস কুন্তেওয়ার। অমিতাভ বচ্চন সঞ্চালিত ওই জনপ্রিয় কুইজ শো-তে ১৪টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়ে তিনি জিতে নিয়েছেন ৫০ লক্ষ টাকা। পৈতন শহরের ওই কৃষক মাত্র দু'একর জমির মালিক। বন্যা ও ফসল নষ্টের ধাক্কায় বহুবার দিনমজুরির কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। তবে তাঁর স্বপ্ন ছিল কেবিসিতে বিগ-বি'র মুখোমুখি হয়ে নিজের ক্ষমতা দেখানোর। কেবিসির জন্য তিনি প্রস্তুতি চালিয়ে গিয়েছেন ২০১৮ সাল থেকে। জয়ী হওয়ার পর কুন্তেওয়ার জানিয়েছেন, সন্তানদের শিক্ষাই হবে তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার।

## ভাসানে পাথর, আটক ১২

**মুম্বই, ৫ অক্টোবর :** দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন নির্বিঘ্নেই চলছিল। হঠাৎ গান বাজানো নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। তাতেই এক গোষ্ঠী খেপে যায়। তারা দুর্গা প্রতিমা লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করে। ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলার বাওয়ানবীর গ্রাম। শনিবার এই ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামে। ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার কটকে দুর্গাপ্রতিমার ভাসান ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিবাদে সোমবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছে ভিএইচপি।

## ২০০০ টাকার নোটে নজর

**মুম্বই, ৫ অক্টোবর :** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক তার আর্থিক নীতি পর্যালোচনা করে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে, বাজারে থাকা ২০০০ টাকার নোটের একাংশ এখনও ফেরত আসেনি। আরবিআই জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৫,৮৮৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গোলাপি নোট বাজারে রয়ে গিয়েছে। যদিও নোট বাতিলের ঘোষণা অনেক আগেই করা হয়েছিল। আরবিআই এখন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং আশা করছে আগামী দিনে এই নোটগুলি কোষাগারে ফেরত আসবে।

## অশ্লীল স্পর্শ, চুপ কোম্পানি

**নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর :** নারী নিরাপত্তার গালভরা বুলি কপচান নেতা-মন্ত্রীরা। বাস্তবে তা ঠুনকো। রাজধানীর একটি সংস্থার কর্মী এক মহিলাকে পার্সেল দেওয়ার সময় তাঁর বুকে হাত দেন বলে অভিযোগ। ওই সংস্থার বয়ের অবাঞ্ছিত স্পর্শের কথা মহিলা এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করলেও কোম্পানি গুরুত্ব দেয়নি। পরে সংস্থার কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে মহিলা ভিডিও শেয়ার করেন। ছবিতে দেখা গিয়েছে তরুণের পরনে ছিল সংস্থার নাম লেখা হলুদ জামা। মহিলা বলেন, 'আমি প্রমাণ দেওয়ার পর তারা এজেন্টের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে। আমার অবাক লাগল, প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত তারা আমার কথা বিশ্বাস করেনি।'

*ভারী বৃষ্টিতে জল থইথই হাসপাতাল। জোরকদমে চলছে রোগীদের উদ্ধারের কাজ। রবিবার নেপালে।*

## ধসে, হড়পায় নেপালে মৃত ৬৩

**কাঠমান্ডু, ৫ অক্টোবর :** মাসখানেক আগেই আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল নেপাল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই আরও এক বিপর্যয়ের মুখে পড়ল ভারতের পড়শি এই দেশ। এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত নেপাল। ৩৬ ঘণ্টা ধরে ভারী বৃষ্টির জেরে সেখানে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বহু এলাকা জলের তলায়। জায়গায় জায়গায় ধস আর হড়পা বান নেমে আসায় পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। শুক্রবার থেকে এখনও পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে নেপালে। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হড়পা বান আর ধসে অনেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব নেপালের ইলাম। রাতের দিকে ভারী বৃষ্টির জেরেই এতটা দুর্দশায় পড়তে হয়েছে ওই এলাকাকে।

নেপালে দুর্যোগে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'নেপালে ভারী বৃষ্টিতে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা এই কঠিন সময়ে নেপালের জনগণ ও সরকারের পাশে আছি। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী হিসাবে ভারত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

### আগামী দিনে কার্যকর সারা দেশে

# বিহারে ১৭ দফা পদক্ষেপ কমিশনের

**পাটনা, ৫ অক্টোবর :** বিহারই এখন নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষার নয়া গবেষণাগার। বিহারের ধাঁচে সারাদেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। এবার মগধভূমে সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনা করতে নতুন ১৭টি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। বিহারে সফল হলে ওই ১৭ দফা দাওয়াই আগামী দিনে দেশের বাকি রাজ্যগুলিতেও কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। দু-দিনের সফর শেষে রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'বিহারের জন্য ১৭টি নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কিছু কার্যকর করা হবে ভোটপ্রক্রিয়া চলাকালীন। বাকিগুলি গণনার সময় কার্যকর হবে। এগুলি বিহারের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শুধু জোরদার করবে না, আগামী দিনে দেশজুড়ে সেগুলি কার্যকর হবে।'

যে নতুন পদক্ষেপগুলির কথা সিইসি বলেছেন, সেগুলির মধ্যে প্রতি বুথ পিছু ভোটারের সংখ্যা ১২০০ করে দেওয়া, ইভিএমে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকা, বিএলওদের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা, বুথে ঢোকার আগে ভোটারদের মোবাইল ফোন বাইরে জমা রাখা, সমস্ত বুথের ওয়েবকাস্টিং করার মতো একাধিক পদক্ষেপ রয়েছে।

কমিশনের ফুল বেঞ্চ বিহারের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পর এখন জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট নিয়ে। এই ব্যাপারে সিইসি-র বক্তব্য, 'বিহারে ২৪৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২টি এসটি এবং ৩৮টি এসসিদের জন্য সংরক্ষিত। বিহারের বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২২ নভেম্বর। তার আগেই বিধানসভা

ভোট হবে।' বিহারের ভোটারদের ছটপুজোর মতোই গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন সিইসি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় নথিগুলির তালিকায় আধার রাখা নিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং আধার আইন অনুসারে আধারকে কোনওভাবেই জন্ম, ঠিকানা বা নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট আধারকে গ্রহণ করতে বলেছিল। আমরা সেই নির্দেশ মেনেছি। এনুমারেশন ফর্মে আধার কার্ড গ্রহণ করছি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সাফ বলে দিয়েছে, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। সেই যোগ্যতা প্রমাণের জন্য অন্য নথিগুলিও লাগবে।'

এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ করার জন্য বিহারের বিএলওদের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। সেই প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিকবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল কমিশনকে। যদিও সেই বিতর্কের মুখে জ্ঞানেশ কুমারের দাবি, 'সম্প্রতি ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিহারে। ৯০২১৭ জন বিএলও দেশের মধ্যে নজিরবিহীনভাবে ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ করার কাজ করেছেন। আপনারা সকলে ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ করার ব্যাপারে সারাদেশের সামনে অনুপ্রেরণার কাজ করেছেন।'

কমিশনের কাছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, প্রকৃত ভোটাররাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সেই জন্য বুথে ঢোকার আগে এপিক কার্ডের সঙ্গে বোরখা পরা মহিলাদের মুখ মিলিয়ে দেখতে হবে। একই দাবি তুলেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহাও। যদিও আরজেডি এর বিরোধিতা করেছে।

# কাশির সিরাপে শিশুমৃত্যু, ধৃত ডাক্তার

### তদন্তে অবহেলার অভিযোগ

*ধৃত ডাক্তার প্রবীণ সোনি। পাশে সন্তানহারা দম্পতি।*

**ভোপাল, ৫ অক্টোবর :** মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ায় কাশির সিরাপ খেয়ে ১১ শিশুর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত শিশু বিশেষজ্ঞ ও সরকারি চিকিৎসক প্রবীণ সোনিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে বাচ্চাদের কোল্ডরিফ কফ সিরাপ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ওই চিকিৎসক। পরে জানা যায়, ওই সিরাপে বিপজ্জনক মাত্রায় ডাইইথিলিন গ্লাইকোল পাওয়া গিয়েছে, যা কিডনি বিকল করে মৃত্যু ডেকে আনে। মধ্যপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'শ্রীসান ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কোল্ডরিফ ও 'নেক্সট্রো-ডিএস' নামে অন্য একটি সিরাপ বিক্রিও রাজ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মৃত্যুকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। অন্যদিকে রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও কেরলও কোল্ডরিফের বিক্রি বন্ধ করেছে।

এদিকে কাশির ওষুধ খেয়ে একদল শিশুর মৃত্যু নিয়ে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তদন্তমূলক প্রতিবেদনে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, ১১ জন শিশুর মৃত্যু ও অন্তত হাফ ডজন শিশুর অসুস্থতার পরেও একটিও ময়নাতদন্ত হয়নি। অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অবহেলা, দেরি এবং দায় এড়ানোর চক্র গভীর। পারাসিয়ার দস্তি গ্রামে শোকাহত পরিবারগুলি প্রশ্ন তুলেছে, 'তামিলনাড়ু যা ২৪ ঘণ্টায় করতে পেরেছে, কেন এখানে ১১ শিশুর মৃত্যুর পরও তা করা গেল না?'

২৪ অগাস্ট প্রাথমিক কিডনি সমস্যা ধরা পড়ে। এরপর ছয়জন শিশু মারা গেলেও স্থানীয় প্রশাসন তা 'দুর্ঘটনা' বলেই উপেক্ষা করেছে। সেপ্টেম্বরের ২৯ তারিখে চিহ্নিত সিরাপকে বিষাক্ত ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করা হয়। তদন্তে জানা যায়, সহকারী ড্রাগ কন্ট্রোলার ১ অক্টোবর তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, আর নবমী ও দুর্গাপুজোর ছুটিতে ছিলেন ল্যাব আধিকারিকরা।

এর বিপরীতে তামিলনাড়ু সরকারের বিজ্ঞানীরা ছুটিতেও সিরাপ পরীক্ষা করে ৩ অক্টোবরেই ৪৮.৬ শতাংশ ডাইইথিলিন গ্লাইকোল থাকা নিশ্চিত করেন। যার জেরে সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট সিরাপ ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে। মধ্যপ্রদেশে অবহেলা ও দেরির কারণেই যে অকালে এতগুলি শিশুর প্রাণ ঝরে গেল, তাতে কোনও সন্দেহই নেই বিশেষজ্ঞদের।

## হামাসকে কড়া বার্তা ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর :** ইজরায়েলের সঙ্গে হামাস দ্রুত শান্তিচুক্তি না করলে গাজার পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'হামাসকে খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ করতে হবে। নয়তো সব হিসাব গুলিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকম দেরি আমরা বরদাস্ত করব না। কাজটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে হবে।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে গাজায় হামলা বন্ধ রাখা এবং যুদ্ধবন্দি বিনিময়ে রাজি হওয়ার জন্য ইজরায়েলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও এদিন পর্যন্ত হামাসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিয়ে সরকারিভাবে অবস্থান স্পষ্ট করেনি ইজরায়েল সরকার। রবিবার ভোররাতেও গাজার একাধিক জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী। গত ৪৮ ঘণ্টায় প্যালেস্তিনীয় জনপদে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭০। আহত শতাধিক। হামাস অস্ত্র না ছাড়লে গাজায় অভিযান জারি রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

## চুল ধরে গ্রেটাকে টানাহ্যাঁচড়া

**জেরুজালেম, ৫ অক্টোবর :** মানবিক মানুষের চরম অমানবিকতার নিদর্শন। সেই অমানবিকতার শিকার হলেন গাজায় ত্রাণ সহায়তা দিতে যাওয়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। অভিযোগ, ইজরায়েলি সেনা বন্দি গ্রেটাকে ন্যূনতম সম্মানটুকুও দেয়নি।

গ্রেটা থুনবার্গকে আটক করে দুর্ব্যবহারের সঙ্গে চলেছে নির্যাতন। চুল টেনে ধরে মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। ইজরায়েলি পতাকায় চুমু খেতে বাধ্য করানো হয়েছে। মানবিক সহায়তা দিতে যাওয়া সুইডিশ তরুণীর ওপর এমন নির্মম আচরণের অভিযোগ করেছেন ইজরায়েলের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কয়েকজন আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মী। তাঁরা গাজা অভিমুখী থুনবার্গের ত্রাণ-জাহাজ ফ্লোটিলায় ছিলেন। অভিযোগ করেছে সুডেনের বিদেশমন্ত্রকও। সুইডেনের বিদেশমন্ত্রক ই-মেলে জানিয়েছে, এক কর্মকর্তা যা জানিয়েছেন, তার নির্যাস হল গ্রেটাকে আটক করে রাখা হয় ছারপোকা ভর্তি একটি কক্ষে। তাঁকে যথেষ্ট খাবার দেওয়া হয়নি। পর্যাপ্ত জলটুকুও পাননি গ্রেটা। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, গ্রেটার জাহাজ মাঝপথে আটকে তাকে আটক করে ইজরায়েল। সুইডেনের এক এমপি জানিয়েছেন, আচমকা জাহাজ থামিয়ে পণবন্দি করা হয়েছিল গ্রেটাকে।

সূত্রের খবর, ফ্লোটিলা থেকে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩৭ জনকে শনিবার তুরস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩৭ জন তুরস্কের নাগরিক। বাকিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, মালয়েশিয়া, কুয়েত, সুইৎজারল্যান্ড, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, জর্ডন সহ বিভিন্ন দেশের সমাজকর্মী বলে জানিয়েছেন তুরস্কের কর্মকর্তারা।

## শা'র ডাক

**রায়পুর, ৫ অক্টোবর :** মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার দরজা বন্ধ করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর সাফ কথা, 'আলোচনার কী আছে? আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসনের আকর্ষণীয় নীতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা এগিয়ে আসুন এবং অস্ত্র সংবরণ করুন।' শনিবার বস্তারের জগদলপুরে বস্তারে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদী

### মাও দমন

সমস্যা পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'আমি আমার আদিবাসী ভাইবোনেদের বলতে চাই আপনারা গ্রামের তরুণদের অস্ত্র সংবরণ করা সুনিশ্চিত করুন। ওদের উচিত হিংসার রাস্তা ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসা এবং বস্তারের উন্নয়নে শামিল হওয়া।' ২০২৩ সালে বিজেপি ছত্তিশগড়ে পুনরায় ক্ষমতা দখল করার পর থেকে মাও দমন অভিযানের তীব্রতা বাড়িয়েছে কেন্দ্র। গতবছর জানুয়ারি থেকে ৪৫০ জনেরও বেশি মাওবাদী নিধন হয়েছে বস্তারে।

## ধর্ষণের অভিযোগ

**গুরুগ্রাম, ৫ অক্টোবর :** পার্টিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হল গুরুগ্রামের এক শিক্ষিকাকে। এই ঘটনায় শুক্রবার অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতেরা সকলেই জিমের প্রশিক্ষক। তাঁদের আদালতে হাজির করিয়ে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

# জেলেই থাকব, ঘোষণা ওয়াংচুকের

### ৪ মৃত্যুতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি

**যোধপুর, ৫ অক্টোবর :** লাদাখে সাম্প্রতিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের সময় ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে সরব হলেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে

যোধপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি সোনম। শনিবার জেলে গিয়ে সোনমের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর ভাই কা সেতান দোর্জে লোয়ে এবং আইনজীবী মুস্তাফা হাজি। তাঁদের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন সোনম। লাদাখের মানবাধিকারকর্মী জানিয়েছেন, লে-র সাম্প্রতিক হিংসায় ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত তিনি জেলে থাকতে তৈরি।

এদিকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে সোনমের গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর। সোমবার সেই আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা। তার ঠিক আগে ভাই ও আইনজীবীর মাধ্যমে সোনম যে বার্তা জারি করেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের চারজনের মৃত্যুর একটি স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। যদি তা না করা হয়, তাহলে আমি জেলে থাকতে রাজি। ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্তি এবং রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে আমি লাদাখের জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছি।' সোনমের মুক্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত কেন্দ্রের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লাদাখের দুই প্রভাবশালী সংগঠন অ্যাপেক্স বডি এবং কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স।

*নবীন আগন্তুক... বিশ্ব প্রাণী দিবসে অসমের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানে এক হাতির ছানার জন্ম হয়েছে। মা হাতির নাম কুয়ারী। পরিবেশমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি জানিয়েছেন, সদ্যপ্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের বিখ্যাত গানের নাম অনুসারে হাতির ছানাটির নাম রাখা হয়েছে 'মায়াবিনী'।*

## কল রেকর্ড উধাও

**ঢাকা, ৫ অক্টোবর :** কোটাবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালাতে শেখ হাসিনার নির্দেশ সংক্রান্ত কল রেকর্ড সরকারে কাছে নেই। একথা স্বীকার করে নিলেন ইউনূস সরকারের আইনজীবী তনভির জোহা। ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে তিনি জানিয়েছেন, আন্দোলন দমনে হাসিনার নিরাপত্তা বাহিনীকে গুলি চালানোর নির্দেশ দান সংক্রান্ত কোনও কল রেকর্ড তাঁদের কাছে নেই। জোহার দাবি, আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর তাঁর ফোনের কল রেকর্ড মুছে ফেলা হয়। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন এনটিএমসির তাৎকালীন প্রধান জিয়াউল আহসান।

## সম্পদের কেন্দ্রীকরণে তোপ

**নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর :** দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু ধনকুবেরের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য মোদি সরকারকেই তোপ দাগল কংগ্রেস। রবিবার দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রতিবেদন শেয়ার করেন। তাতে লেখা ছিল, দেশের মোট সম্পদের অর্ধেক মাত্র ১৬৮৭ জনের হাতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। রমেশ লিখেছেন, 'একের পর এক রিপোর্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারতের ধনসম্পদের ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। একদিকে কোটি কোটি ভারতীয়কে নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে। অন্যদিকে মাত্র ১৬৮৭ জন ব্যক্তির হাতে দেশের অর্ধেক সম্পদ রয়েছে। মোদি সরকারের আর্থিক নীতিগুলির কারণে ধনসম্পদের এত বিপুল কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। এর ফলে দেশে আর্থিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে।' রমেশের মতে, এই আর্থিক বৈষম্য ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং অসন্তোষের জন্ম দিচ্ছে। তিনি বলেন, 'শাসকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিত্তশালী ধনকুবেররা আরও ধনী হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর নীতিগুলি ওঁর কিছু মুষ্টিমেয় উদ্যোগপতি বন্ধুর সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে।'

# আমেরিকা যেতে নারাজ বিদেশি পড়ুয়ারা

**ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর :** একসময় উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্বের সেরা গন্তব্য ছিল আমেরিকা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চিত্রটা বদলাচ্ছে। বিদেশি পড়ুয়ারা ধীরে ধীরে আমেরিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কারণ হিসেবে উঠে আসছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর নীতি। অভিবাসন ও ভিসা সংক্রান্ত একাধিক নতুন নিয়মে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন পড়ুয়ারা। ফলে বিকল্প দেশ বেছে নিচ্ছেন অনেকেই।

রয়টার্সের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, এ বছর মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আগের তুলনায় অনেক কম বিদেশি পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন। শিকাগোর ডিপল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি ভর্তি কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ৭৫৫ জন কম পড়ুয়া এসেছেন। ডিপলের প্রেসিডেন্ট রবার্ট

ম্যানুয়েল জানিয়েছেন, ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে, অনেকের আবেদন বাতিল হচ্ছে বা অনুমোদন পেতে সময় লাগছে বেশি। উপরন্তু বিদেশি পড়ুয়াদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা নিয়ে অসন্তোষ বেড়েছে।

সাম্প্রতিককালে ট্রাম্পের কোপে পড়তে হয়েছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে। ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, ওই বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য ঠেকাতে ব্যর্থ। ফলে বিদেশি পড়ুয়া ভর্তি সীমিত করার হুমকি দেন তিনি। এসব সিদ্ধান্তে বিদেশিদের আস্থা নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অর্থসংকটে পড়ছে। অন্তত ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট কমিয়েছে। জন্স হপকিন্স, নর্থ-ওয়েস্টার্ন, সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া-সবখানেই কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। মূল কারণ, বিদেশি পড়ুয়া হ্রাস। ভারতের এক ছাত্রী ও এক চিনা গবেষক জানিয়েছেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকার পরিবর্তে অন্য কোনও দেশে যাওয়ার।

ট্রাম্প মনে করেন, আমেরিকানদের চাকরি ও শিক্ষায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর কঠোর নীতির জেরে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই বড় ধাক্কা খাচ্ছে আর হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বিদেশি পড়ুয়ারা। উলটোদিকে মার্কিন নাগরিকদের জীবনে ট্রাম্প-নীতির কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে না!

# মডেলদের মহড়ায় হামলা হৃষীকেশে

**দেরাদুন, ৫ অক্টোবর :** উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশে 'মিস হৃষীকেশ' প্রতিযোগিতার মহড়ায় আচমকাই হামলা চালাল দক্ষিণপন্থী সংগঠন রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠনের সদস্যরা। মহড়া চলাকালীন আচমকাই সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা মডেলদের ছোট পোশাক নিয়ে আপত্তি জানায় এবং অনুষ্ঠান বন্ধের হুমকি দেয়। ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাঘবেন্দ্র ভাটনগরকে প্রতিযোগীদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। মডেলিং খতম হো গায়ি, ঘর যাও।' এক প্রতিযোগী পালটা জবাব দেন, পোশাক বিক্রি বন্ধ করতে না পারলে মডেলদেরও আটকানো যাবে না। লায়ন্স ক্লাব হৃষীকেশের সভাপতি প্রতিযোগীদের পাশে দাঁড়ান। পুলিশ জানিয়েছে, কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। শনিবার নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

# শিলিগুড়িতে ফের পানীয় জল নিয়ে চিন্তার মেঘ

রাহুল মজুমদার

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টিতে তিস্তায় জল বাড়তেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে চিন্তার মেঘ দেখছেন পুরকর্তারা। তিস্তার জলস্তর যেমন বেড়েছে, তেমনই জলে পলির পরিমাণও বেড়েছে। এর জেরে জল অনেকটাই ঘোলাটে হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত পানীয় জল পরিষেবায় সমস্যা হয়নি। তবে শনিবার রাতের মতো রবিবারও পাহাড়ে বৃষ্টি হলে শহরের পানীয় জল পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন পুর আধিকারিকরা। তাই শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ

**নজরে তিস্তা**

- তিস্তার জলস্তর এবং জলে পলির পরিমাণ বেড়েছে
- এই পলির জেরে জল অনেকটাই ঘোলাটে হয়েছে
- রবিবারও পাহাড়ে বৃষ্টি হলে জল পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে
- ইতিমধ্যে পুরনিগমের আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে
- পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন আধিকারিকরা

বিভাগের আধিকারিকদের ইতিমধ্যে সতর্ক করা হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে তিস্তার জল আরও বাড়লে সমস্যা হতে পারে। আমরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে আমাদের।'

২০২৩ সালে সিকিমে লেক বিপর্যয়ের জেরে তিস্তার জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় শিলিগুড়িতে পানীয় জলপ্রকল্পে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। দীর্ঘদিন পানীয় জল বন্ধ রাখতে হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায়। এরপর যখনই তিস্তার জল বেড়েছে, তখনই পুরনিগম এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। তিস্তার জলে পলির পরিমাণ বাড়লেই জল ঘোলা হয়ে যায়। যে কারণে জল পরিশোধনের পরেও ঘোলাটে ভাব থেকে যাচ্ছে। এর ফলে শহরবাসীকে পানীয় জল দেওয়া সম্ভব হয় না। এবারও সেরকম সমস্যা হতে পারে ধরে নিয়েই পুরনিগম আগেভাগে জলের ট্যাংক প্রস্তুত রেখেছে। তিন থেকে পাঁচ হাজার লিটারের জলের ট্যাংক প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে।

*লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে বিধান রোডে ধানের ছড়া ও ফুল সহ বিভিন্ন সামগ্রীর বেচাকেনা। ছবি : সুশান্ত পাল*

# গৃহলক্ষ্মীদের লড়াই

কথায় রয়েছে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। বাড়ির রমণীরাই নাকি মা লক্ষ্মীর প্রতিরূপ। সংসারের হাল ধরতে সেই লক্ষ্মীরাই চালিয়ে যাচ্ছেন এক অন্য লড়াই। লক্ষ্মীপুজোর আগে তাঁদের লড়াইয়ের কথা শুনলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** কারও স্বামী অসুস্থ। কারও বাড়িতে ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। প্রায় একা হাতেই তাঁদের টানতে হচ্ছে সংসার। কেউ বা বছরভর পুজোর ফুল বিক্রি করেন। কেউ বাড়িতে নাড়ু-মোয়া বানিয়ে বিক্রি করেন। অন্যের ওপর ভরসা করে থাকার অভ্যাস নেই তাঁদের। নিজের এবং পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজেদের কাঁধেই। দিনশেষে হাতে যতটুকুই আয় হোক তা নিয়ে মাথা উঁচু করে সমাজে চলেন তাঁরা। দিনভর খাটুনির পর বাড়ি গিয়েই চলে পরের দিনের তোড়জোড়।

*বিধান মার্কেটে পসরা নিয়ে মহিলারা। -সংবাদচিত্র*

মাস দুয়েক হল স্বামী অসুস্থ দুর্গানগরের রঙিলা দেবীর। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছেন না স্বামী। বাড়িতে এক ছেলে, এক মেয়ে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ, সংসারের খরচ, স্বামীর ওষুধের খরচের জোগান করতে স্বামীর ফুচকার ঠেলা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। স্বামীর বদলে বিধান রোডে তিনিই দোকান চালাচ্ছেন এখন। রঙিলা বলছিলেন, 'এই অবস্থায় সংসারের হাল তো ছেড়ে দিতে পারি না। এখন আমাকেই সব দেখতে হবে। ব্যবসা প্রতিদিন তো ভালো হয় না। তবে এভাবেই টিকে থাকার লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে।'

আশিঘরের ননীবালা বর্মনের বাড়িতে আয়ের প্রধান উৎস ননীবালা নিজেই। স্বামী বহু বছর ধরেই কাজকর্ম ছেড়ে ঘরেই রয়েছেন। তিনি বলছিলেন, 'ছেলে মাঝেমধ্যে কয়েক মাসের জন্য কোনও কাজে যোগ দেয়। তবে সংসারের ভার আমাকেই বইতে হয়। বাড়িতে নাড়ু, মোয়া তৈরি করি। সেইসব প্যাকেট করে তারপর শহরের বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি। বেশ কয়েকমাস ধরে ঘোগোমালি এলাকায় বিক্রি করছি।'

প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুড়ি বিক্রি করে সংসারের হাল ধরেছেন তেলিপাড়ার কিরলা রায়। স্বামীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক বছর ধরে কোনও কাজ করতে পারছেন না। বাড়িতে ছেলে রয়েছে। কোনও মতে কষ্ট করে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেকে পড়িয়েছেন। ইচ্ছে থাকলেও তারপর আর পড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে সংসারে অভাব অনটন থাকলেও লক্ষ্মীপুজোর আগে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে ফুলেশ্বরীতে দোকান দিয়েছেন তিনি। সারাবছরই বিভিন্ন জায়গায় দোকান দেন। কোনও বাধাকেই আর ভয় পান না তিনি।

ফাঁসিদেওয়া থেকে গাড়িতে করে রোজ বিধান রোডে পুজোর ফুল বিক্রি করতে আসেন নমিতা মজুমদার। কিছু ফুল কিনে নেন আর কিছু ফুল তুলে আনেন বাড়ির গাছ থেকেই। স্বামী কাজে বাইরে থাকেন, সব সময় টাকা পাঠানো সম্ভব হয় না। বাড়িতে ছেলেমেয়ে রয়েছে। তারা পড়াশোনা করছে। একজনের উপার্জনে সংসার চালানো খুবই সমস্যার। তাই তিনিও হাত বাড়িয়েছেন সাহায্যের। তাঁর কথায়, 'এতে অন্তত সংসারে দুটো পয়সা বেশি আসে। ভোরে উঠে রান্না সেরে, বাড়ির কাজ সেরে বাজারে আসি। দুপুরের পর ফিরে গিয়ে আবার সংসারের কাজে লেগে পড়ি। এভাবেই কেটে যাচ্ছে বছরের পর বছর।'

এভাবেই সংসারের অন্দর এবং বাইরের দুই দায়িত্বই কাঁধে নিয়ে দিব্যি চলছেন এই লক্ষ্মীরা। অভিযোগ, অনুযোগ নেই? জিজ্ঞেস করলে তাঁদের উত্তর 'এই তো বেশ ভালোই আছি'। আজ ঘরের লক্ষ্মীর পুজো সেরে ফের উপার্জনের জন্য নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে পড়বেন এই লক্ষ্মীরা।

এসো লক্ষ্মী

**টিকে থাকতে**

সংসারের হাল তো ছেড়ে দিতে পারি না। এখন আমাকেই সব দেখতে হবে। আর এভাবেই টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

- রঙিলা দেবী

**ভার বইতে**

সংসারের ভার আমাকেই বইতে হয়। বাড়িতে নাড়ু, মোয়া তৈরি করি। সেইসব প্যাকেট করে তারপর শহরের বিভিন্ন বাজারে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি।

- ননীবালা বর্মন

**হাল ধরতে**

স্বামী শারীরিক অসুস্থতার কারণে কোনও কাজ করতে পারছেন না। বাড়িতে ছেলে রয়েছে। তাই আমাকেই মুড়ি বিক্রি করে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে।

-কিরলা রায়

## ইনসুরেন্সের টাকা নিয়ে ঝামেলা

# রাতে ঘরছাড়া বধূ, ইন্ধন শাশুড়ির

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** ইনসুরেন্সের টাকা যেন মধুর ভাণ্ড! শহর শিলিগুড়ির একটি ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে তাই দেখিয়ে দিল।

ছেলের মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ হতে না হতেই নাতি ও পুত্রবধূকে ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ শাশুড়ির বিরুদ্ধে। এই কাজে সঙ্গী মৃতের বোনও। শনিবার গভীর রাতে এ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শহরের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের ভোলা চৌহান রোডে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার দু'পক্ষ ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে পুলিশ।

মাঝরাতে বাড়ির বাইরে সন্তান সহ বধূকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীরা তাঁর পরিবারকে খবর দেন। তাতে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে যায়। দু'পক্ষের ঝামেলায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় ভক্তিনগর থানার পুরুষ পুলিশকর্মীকে। অভিযোগ, মৃতের বোন পুরুষ পুলিশকর্মীর ওপর চড়াও হন।

সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় অর্জুন ছেত্রীর। পরিবার সূত্রে খবর, অর্জুন একটি বেসরকারি সংস্থায় ভালো পদে চাকরি করতেন। অর্জুনের স্ত্রী সারদা ছেত্রী এদিন বলেন, 'অর্জুনের সঙ্গে তিনি ভোলা চৌহান রোডে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। অর্জুনের মৃত্যুর পর ওর মা এবং বোন শরিতা শর্মা অর্জুনের ফ্ল্যাটে চলে আসে।' সারদার অভিযোগ, 'ওরা বাড়িতে থাকা শুরু করে এবং আমার ওপর অত্যাচার শুরু করে। ভয় দেখিয়ে বাড়িতে থাকা নগদ দেড় লক্ষ টাকা, এটিএম কার্ড সহ গাড়ির চাবি নিয়ে নেয়।' তাঁর সংযোজন, 'অর্জুনের করে যাওয়া ইনসুরেন্সের টাকা পাওয়া নিয়ে অত্যাচার আরও বাড়তে শুরু করে। যাবতীয় সীমা ভেঙে যায় শনিবার রাতে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর প্রথমবারের জন্য শনিবার সকালে মায়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাতে ফ্ল্যাটে ফিরলে ওরা আমাকে বাধা দেয়। আমার জন্যই নাকি স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে মারধর করে। ছেলে সহ আমাকে দুয়ার থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর নানা ঝামেলার পর পুলিশ এলে ননদ সরিতা তাদের ওপর চড়াও হয়। পরবর্তীতে বাপের বাড়ির সদস্যরা আমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়।'

এদিন দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করে। মৃতের বোন সরিতার পালটা অভিযোগ, 'সারদাই বাড়িতে এসে ঝামেলা করছিল। ও আমাকে মারধর করেছে।'

প্রসঙ্গত, অর্জুনের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমের সামনে পরিবারের সদস্যরা গভীর রাতে পথ অবরোধ করেছিলেন। সারদার অভিযোগ, 'সরিতাই ওইদিন পথ অবরোধ করে ঝামেলার মূলে ছিল।' সেই ঘটনারও তদন্ত করছে পুলিশ।

**ঘটনাক্রম**

- অর্জুন সন্তান ও স্ত্রীর সঙ্গে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন
- তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মা ও বোন ফ্ল্যাটে এসে থাকতে শুরু করেন
- অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে অর্জুনের স্ত্রীর কাছ থেকে এটিএম কার্ড হাতিয়ে নেন মা ও বোন
- শনিবার রাতে অর্জুনের সন্তান সহ স্ত্রীকে ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে

*রাতের বর্ষণে বেহাল পঞ্চানন রোড। -সংবাদচিত্র*

# স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি ইসলামপুরে

**ইসলামপুর, ৫ অক্টোবর :** লাগাতার চুরি হয়েই চলেছে ইসলামপুর শহরে। ইসলামপুর ১ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগর এলাকায় শনিবার গভীর রাতে ফের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি হয়েছে। গত দু'মাসে একাধিক চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন শহরের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা। আর তাই আসন্ন দিনে আরও পুলিশি সক্রিয়তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতি। এছাড়া ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনও (ফিটো) একের পর এক চুরির ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছে।

**গত দু'মাসে একাধিক চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন শহরের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা।**

স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপূর্ব মৃধার পরিবার জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে তিন ভরি সোনা ও একটি আই ফোন চুরি গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি অপূর্বর বাড়িতে গিয়েছিলেন বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির ইসলামপুর শাখার সম্পাদক পরিতোষ রায়ও। তাঁর বক্তব্য, 'শহরে চুরির ঘটনা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অপূর্ব সোনার কাজ শিখে সদ্য নিজের ব্যবসা শুরু করেছিল। এই ঘটনা শুরুতেই ওর ব্যবসার কোমর ভেঙে দিল। আমাদের আর্জি পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে দুষ্কৃতীদের ধরে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করুক।'

ফিটোর সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'পুজোর আগে থেকেই শহরে চুরি বাড়ছিল। পুলিশ নজরদারি না বাড়ালে চুরি থামবে না।' এনিয়ে ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'দুষ্কৃতীদের খোঁজে তদন্ত চলছে। চুরির পিছনে কোনও চক্র সক্রিয় কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

## জোড়াতালি ধুয়েমুছে সাফ

# রাতের ভারী বর্ষণে রাস্তার দফারফা

শমিদীপ দত্ত

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** এক রাতের অঝোর বৃষ্টি শহর শিলিগুড়ির সমস্ত রাস্তার রীতিমতো দফারফা করল। পুজোর আগে শহরের বিভিন্ন রাস্তার হাল ঠিক না করতে পারায় পুরনিগম প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল। গর্ত বোজানোর জন্য কিছু কিছু রাস্তায় বেডমিশালি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শনিবার রাতভরের বৃষ্টি সেই সমস্ত বেডমিশালি ধুয়েমুছে সাফ করে দেয়। ফলে আগের সমস্ত গর্ত আবার প্রকট হয়েছে। সেই সমস্ত গর্ত পেরিয়ে চলাচল করতে গিয়ে রবিবার বেশ কয়েকটি টোটো দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। এ নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বললেন, 'বৃষ্টির কারণেই পুজোর আগে রাস্তাগুলোর সংস্কার করা যায়নি। শনিবার রাতভরের বৃষ্টিতে রাস্তাগুলির আরও দফারফা হয়েছে। তবে সমস্ত রাস্তার সংস্কার করার জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। বৃষ্টির দাপট কমলেই আমরা দ্রুততার সঙ্গে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করে দেব।'

রবিবার চেকপোস্ট সংলগ্ন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চানন রোডে যেতেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। গোটা রাস্তাটাই যেন ডোবায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন গর্তে জল জমে রয়েছে। কোনওভাবে সেই গর্তগুলো এড়িয়ে চলার সময় টাল সামলাতে না পেরে অভিষেক দাস টোটো নিয়ে উলটে পড়লেন। পরে কোনওমতে বললেন, 'ভাগ্যিস টোটোয় কোনও যাত্রী ছিল না। নইলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটত।' অভিষেকের টোটোটি তোলার সময় স্থানীয় বাসিন্দা পীযূষ দাস বলছিলেন, 'বৃষ্টিতে জল জমে থাকায় গর্তের গভীরতা বোঝা যাচ্ছে না। এতে স্কুটার, বাইক নিয়ে অনেকেই পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হচ্ছেন।'

জংশনের হোটেল এলাকার মধ্যে থাকা রাস্তাগুলিতে পুজোর আগে বেডমিশালি দেওয়া হয়েছিল। শনিবার রাতভরের বৃষ্টিতে সেই সমস্ত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায়। স্থানীয় একটি হোটেলের কর্মী বিরাজ দাস বলছিলেন, 'উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগে থাকার কারণে এমনিতেই পর্যটকদের যাওয়া-আসা কমে যাচ্ছে। তার মধ্যে রাস্তাঘাটের এধরনের পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করছে।' আর এসবের মধ্যেই গর্তগুলি এড়িয়ে ঝংকার মোড় দিয়ে চতুর্থ মহানন্দা সেতুর রাস্তা ধরে যাওয়ার সময় অনুজ মাহাতোর আবেদন, 'সরকারি অর্থ বিভিন্ন জায়গায় খরচ হচ্ছে। সেই টাকায় ঠিকমতো রাস্তা সংস্কার করা হলে আমাদের সবারই উপকার হয়।'

**ফের গর্ত**

- পুজোর আগে গর্ত বোজানোর জন্য কিছু কিছু রাস্তায় বেডমিশালি দেওয়া হয়
- শনিবার রাতের বৃষ্টিতে সেই সমস্ত বেডমিশালি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে
- ফলে রাস্তার আগের সমস্ত গর্ত আবার বেরিয়ে পড়েছে
- ইতিমধ্যে রবিবার রাস্তার গর্তে টোটোর চাকা আটকে দুর্ঘটনা ঘটেছে

## দুর্ঘটনা মানতে নারাজ পরিবার

# রাহুলের মৃত্যু এখনও রহস্য

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** দুর্ঘটনা না কি খুন!

অষ্টমীর রাতে রাহুল দাসের রহস্যমৃত্যুর জট কাটেনি এখনও। ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন চিকা মোড় এলাকার এই তরুণ রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল সেবক রোডের একটি পাব সংলগ্ন রাস্তায়। পরবর্তীতে নার্সিংহোমে মারা যান রাহুল। রাহুলের পরিবার এটিকে দুর্ঘটনা বলে মানতে নারাজ। ছেলের 'খুনিকে' গ্রেপ্তার করে কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন পরিবারের লোকজন। এই মর্মে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তরুণের বিচার চেয়ে উগরে দিয়েছেন ক্ষোভ।

মৃত রাহুলের বাবা হরেকৃষ্ণ দাস বলেন, 'যে দাদার সঙ্গে সেদিন পাবে রাহুলের দেখা হয়, সেই বাপি শ্রীবাস্তব মাস তিনেক আগে একবার রাহুলকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তবে সেই হুমকির কী কারণ ছিল তা আমরা জানি না। যদিও, তারপরে সমস্যা হয়নি।' এই অভিযোগের জবাব পেতে রবিবার বাপি শ্রীবাস্তবের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁর ফোন সুইচড অফ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, অষ্টমীর রাতে পাবে বাপি শ্রীবাস্তবের সঙ্গে থাকা একটি মেয়েকে রাহুল বাড়ি ছাড়তে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পর তিনি ফোন করে রাহুলের বন্ধুদের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। সেই তরুণীর দাবি, 'এটি দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। রাহুল অষ্টমীর রাতে অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিল। পাবে আসার সময় সে মদ্যপ ছিল। পাবে এসে আরও মদ্যপান করে। স্কুটারও দ্রুতগতিতে চালাচ্ছিল। সেই সময় বারবার ফোন আসছিল রাহুলের। স্কুটার চালানোর সময় আমি ওকে ফোন ধরতে বারণও করি। কিন্তু আমার কথা না শুনে পকেট থেকে ফোন বের করতে গিয়ে স্কুটারের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি রাহুল। সামনে ইলেক্ট্রিক পোলে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়ে যায় স্কুটার থেকে। আমিও আহত হই। স্থানীয়রা ছুটে এলে ওকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়।'

তবে রাহুলের পরিবারের সাফ বক্তব্য, এটি যদি দুর্ঘটনা হয়েই থাকে, তাহলে সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হোক। তবেই আমরা এটাকে দুর্ঘটনা বলে বিশ্বাস করতে রাজি। রাহুলের জামাইবাবু বলেন, 'আমাদের মনে হচ্ছে পাবে কোনও ঝামেলা হয়ে থাকতে পারে। সেকারণেই হয়তো এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা প্রমাণ চাই। দোষীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক।'

এই বিষয়ে পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'মৃতের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ঘটনাস্থল ও তার আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে সমস্তটা প্রকাশ করা হবে।'

> যে দাদার সঙ্গে সেদিন পাবে রাহুলের দেখা হয়, সেই বাপি শ্রীবাস্তব মাস তিনেক আগে একবার রাহুলকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তবে সেই হুমকির কী কারণ ছিল তা আমরা জানি না। যদিও, তারপরে সমস্যা হয়নি।
>
> **হরেকৃষ্ণ দাস** *মৃতের বাবা*

# আবর্জনায় জেরবার

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** আবর্জনার স্তূপে ভরেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের এক নম্বর ওয়ার্ডের ডিজেল কলোনি রোডের একাংশ। রাস্তার ধারে দীর্ঘদিন ধরে আশপাশের এলাকার মানুষজন আবর্জনা ফেলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে এলাকাজুড়ে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ওই এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কারের কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। ফলে পরিস্থিতি দিন-দিন আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'কেউ যাতে সেখানে আবর্জনা না ফেলতে পারে, সেই বিষয়টি দেখছি। পাশাপাশি আবর্জনা তোলার ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

স্থানীয় সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'ডিজেল কলোনি রোড ধরে সরাসরি জংশনের গেটবাজার যাওয়ার সুবিধা থাকায় সারাদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা মুশকিল।' স্থানীয়দের কথায়, বাইরে থেকে এসে আবর্জনা ফেলে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে আসায় তাঁদের ধরা যাচ্ছে না। স্থানীয়দের একাংশও সুযোগ বুঝে রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

# ধসে, জলে প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত ২৮

*প্রথম পাতার পর*

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, তিনি উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন। তাঁর ভাষায়, 'ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে সমস্তরকম সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি শিলিগুড়ি আসছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও।

দুর্যোগ এখনও শেষ হয়নি। রবি, সোমবারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ভুটানের টালা হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রোজেক্টের জলাধার যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বলে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করেছে ভুটান সরকার। তা হলে নতুন করে বিপদ আসবে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। শনিবার রাতে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছিল ২৬৯ মিলিমিটার, কালিম্পংয়ে ১৬৬.৪ মিলিমিটার।

এর জেরে বালাসন এবং তিস্তা নদীতে ব্যাপক জলস্ফীতি হয়। যার ফলে দুধিয়ায় ১৯৬৪ সালে তৈরি লোহার সেতুর দুটি পিলার হেলে যাওয়ায় সেতুটির মাঝখানের অংশ দুমড়ে যায়। দুধিয়ায় বালাসন নদীর চরে তৈরি দুটি রিসর্ট জলে ভেসে গিয়েছে। স্থানীয় পিকনিক স্পটটি জলের তলায়।

মিরিকের পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে সুখিয়াপোখরি ও বিজনবাড়িতে। শুধু মিরিক ব্লকে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সুখিয়াপোখরিতেও মৃত ৯ জন। এছাড়া বিজনবাড়িতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় মৃত ৬ জনের মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে আসা জলস্রোতে ভেসে আসা পাঁচজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজের কাছে। জলঢাকা নদী দিয়ে ভেসে আসা আরেকটি দেহ উদ্ধার হয় রামশাইয়ে।

পরিস্থিতি সামলাতে গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজের সব লক গেট খুলে দেওয়া হয়। তাতে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সংকেত জারি হয়েছে। তিস্তা ছাড়াও তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক ইত্যাদি নদীতে জলস্ফীতিতে কোচবিহার জেলায় দুর্ভোগ বাড়ছে। জামালদহ ও মাথাভাঙ্গার একাধিক জায়গায় জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙেছে।

সিতাই ব্লকের কাজলিকুড়া গ্রামে সিঙ্গিমারি নদীর চরে আটকে পড়েন কুড়ি জনেরও বেশি কৃষক। রবিবার বিকেলে গোরু চড়াতে গিয়ে নদীর জলস্তর হঠাৎই বেড়ে যায়। রাত দশটা নাগাদ খবর পেয়ে সিতাই ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। সিতাইয়ের আইসি দীপাঞ্জন দাস জানিয়েছেন, মধ্যরাত পর্যন্ত কয়েকজন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে কতজন এখনও চরে আটকে রয়েছেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

রাজ্যসভা সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সেনাকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দুধিয়ায় বেইলি ব্রিজ তৈরির দাবি জানান। সেনা আধিকারিকরা ড্রোন নিয়ে এলাকার পরিস্থিতি খতিয়েও দেখেন। যদিও দুধিয়ায় গিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পূর্ত দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী যেরকম জলস্ফীতি হয়েছে, তাতে বেইলি ব্রিজ তৈরি সম্ভব নয়। নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে সড়ক যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) পাহাড়ে উদ্ধারকার্যে নেমেছে। এমন পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'আমরা বারবার ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের দাবি করে যাচ্ছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নীরব।' চা বাগান মালিকদের সংগঠন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা জানিয়েছেন, ডুয়ার্সের চা বাগানগুলোর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

## পকেট ভরবে ক্রেতার, হাসি ফুটবে শিল্পীর

# সস্তা হল মুখোশ-চা-টেরাকোটা

**শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** আলোর উৎসবের আগেই সুখবর! বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি-তে ছাড় দেওয়ায় বাজারে দাম কমতে চলেছে বহু পণ্যের। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের ১০ লক্ষেরও বেশি কারিগর, তাঁতশিল্পী ও কৃষিজীবী পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন। করের বোঝা লাঘব করে দেশি পণ্যকে আরও সহজলভ্য করাই মূল লক্ষ্য।

এই সংস্কারের হাত ধরে অধিকাংশ ঐতিহ্যবাহী পণ্যের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে নেমে আসায় খুচরো দাম কমবে ৬ থেকে ১১ শতাংশ পর্যন্ত!

বাঁকুড়ার বিখ্যাত টেরাকোটা শিল্প, শান্তিনিকেতনের হাতে তৈরি চামড়ার সামগ্রী এবং পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ মুখোশশিল্পীরা এই ছাড়ের প্রথম সারির সুবিধাভোগী। তবে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির কাঠের মুখাশিল্প, যা প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো। জিএসটি কমে যাওয়ায় এই সব হস্তশিল্পের দাম কমবে প্রায় ৬.২৫ শতাংশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৫,০০০ টাকার একটি কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ কিনতে এখন ক্রেতার খরচ ৩১২ টাকা কম হবে। এই সামান্য ছাড়ও প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন কারিগরকে তাঁদের পুরোনো ঐতিহ্য ধরে রাখতে নতুন করে প্রেরণা দেবে।

### বাড়ল সুযোগ

- বিশ্বজুড়ে খ্যাতিসম্পন্ন দার্জিলিং চা নির্যাস বা এসেন্সের ক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি
- কুশমণ্ডির কাঠের মুখাশিল্পীরা বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পাবেন
- মালদা জেলার বিখ্যাত আমের প্রক্রিয়াজাত পণ্য, জ্যাম, জুস ইত্যাদির উপরও কর হ্রাস পাওয়ায় ক্রেতারা কম দামে তা কিনতে পারবেন

শুধুমাত্র হস্তশিল্প নয়, রাজ্যের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রেও বড় সুফল মিলবে। ২৫০০ টাকা পর্যন্ত দামের তৈরি পোশাক ও হোসিয়ারি পণ্যের উপর জিএসটি ৫ শতাংশে কমে যাওয়ায় রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ হোসিয়ারি কর্মী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। পরিবেশবান্ধব পাটজাত দ্রব্য যেমন পাটের ব্যাগ বা শপিং ব্যাগের উপরও জিএসটি কমেছে, যা ৪ লক্ষ পাটচাষি এবং ২.৫ লক্ষ মিল শ্রমিকের জন্য অর্থকরী সুবিধা বয়ে আনবে।

বিশ্বজুড়ে খ্যাতিসম্পন্ন দার্জিলিং চা নির্যাস বা এসেন্সের ক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এর উপর জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হওয়ায় দাম কমবে প্রায় ১১ শতাংশ। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে এই মূল্যবান পণ্যের প্রতিযোগিতা বাড়বে। একইসঙ্গে, মালদা জেলার বিখ্যাত আমের প্রক্রিয়াজাত পণ্য, জ্যাম, জুস ইত্যাদির উপরও কর হ্রাস পাওয়ায় ক্রেতারা কম দামে তা কিনতে পারবেন। মালদার বিখ্যাত আম দিয়ে তৈরি জ্যাম ও জুসের ওপর জিএসটি ছাড় মেলায় খুশি বনিক সভাও।

সামগ্রিকভাবে, সরকারের এই পদক্ষেপ শুধু উৎসবে বিক্রিই বাড়াবে না, বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড মজবুত করে হাজার বছরের প্রাচীন শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

# মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পর্যটনে

*প্রথম পাতার পর*

তারও আগে করোনা পরিস্থিতি মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছিল এখানকার ছোট ছোট পর্যটন ব্যবসায়ীদের। সেই ক্ষত ভুলে একটু একটু করে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছিল দার্জিলিং, কালিম্পং। কিন্তু তাতেও জোড়া ধাক্কা চলতি বছরে। মিরিকের সুমনা প্রধান যেমন মনে করিয়ে দিলেন, 'পহলগাম কাণ্ডের জেরে এবার গ্রীষ্মকালীন পর্যটনও ব্যাপকভাবে মার খেয়েছিল। এবার পুজো পর্যটনও। প্রকৃতি আমাদের নিঃস্ব করে দিচ্ছে।'

পুজোয় এমনিতেই এবার সেই অর্থে প্রি-বুকিং ছিল না পাহাড়ে। লাটাগুড়ি-গরুমারাতেও বুকিং ছিল না বললেই চলে। সেই তুলনায় মন্দের ভালো ছিল জলদাপাড়া। তবে, নবমীর দিন থেকে একটু একটু করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন পাহাড়-ডুয়ার্সের হোটেল-হোমস্টে মালিকরা। লক্ষ্মীপুজো থেকে দীপাবলি পর্যন্ত বুকিংও হচ্ছিল বেশ। কিন্তু তাল কাটল শনিবার রাতের দুর্যোগে। দার্জিলিং, সিকিমের হোটেল ব্যবসায়ী সুতীর্থ মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'সিকিম, দার্জিলিং- দু'জায়গাতেই বুকিং বাতিল হতে শুরু করেছে। আগামী তিন-চারদিন মোটামুটি সব বুকিংই বাতিল। এই পরিস্থিতি কবে ঠিক হবে বলা মুশকিল।'

সান্দাকফুর রাস্তায় একাধিক জায়গায় ধস। মিরিক ব্লকের তাবাকোশিও বিপর্যস্ত। দার্জিলিংয়ের একাধিক রাস্তায় ধস নামায় যান চলাচল ব্যাহত। এমন অবস্থায় ঝুঁকি নিতে চাইছেন না পর্যটকদের অনেকেই। উত্তরবঙ্গে ছোট-বড় মিলিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীদের ১৩৯টি সংগঠন রয়েছে। রবিবার সকাল থেকে প্রতিটি সংগঠনই হাতে হাত মিলিয়ে পর্যটকদের উদ্ধারে পথে নেমেছে। আশ্বস্তও করছে। কিন্তু তাতে চিঁড়ে কতটা ভিজবে তা নিয়ে সন্দিহান পর্যটন ব্যবসায়ীরা। রাজ বসু যেমন বলছেন, 'সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পর্যটকদের নিরাপদে সমতলে পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। সব জায়গা যে অবরুদ্ধ, তা তো নয়। আমরা পর্যটকদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, নিরাপদ জায়গায় তাঁরা যেতেই পারেন। দেখা যাক, কী হয়।'

পাহাড়ের মতোই অনিশ্চয়তায় ডুয়ার্স। নদীর জলে যেভাবে বুনোরা ভেসে গিয়েছে, তাতে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রে বড় প্রভাব পড়বে বলেই মত পরিবেশবিদদের। তাই এই মুহূর্তে জঙ্গল সাফারির বিপক্ষে তাঁরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পর্যটনে পড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। রাজাভাতখাওয়ার পর্যটন ব্যবসায়ী অপূর্ব ঘোষ বলছেন, 'সাফারি করতে না পেরে অনেকেরই মন খারাপ।' একই মত জয়ন্তীর পর্যটন গাইড শেখর ভট্টাচার্যের। তাঁর কথায়, 'পর্যটনের ভরা মরশুমে সাফারি বন্ধ এবং বিপর্যয় বড় ক্ষতি করছে পর্যটন ব্যবসায়।'

উত্তরের অর্থনীতি একসময় দাঁড়িয়ে থাকত টি-টিম্বার-ট্যুরিজমের উপর। টিম্বারের দিন ফুরিয়েছে আগেই। চায়ের অবস্থাও শোচনীয়। এবার পর্যটনের ওপর যেভাবে একের পর এক কোপ পড়ছে তাতে এই ব্যবসাও টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে উঠছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'এ তো নিঃসন্দেহে ভয়ংকর ক্ষতি। কিন্তু আমাদের সকলকে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। আমরা সেই চেষ্টাই চালাচ্ছি নিরন্তর।'

বরফে ঢেকেছে রাস্তা।। পূর্ব সিকিমের নাথু লায়। রবিবার।-পিটিআই

## বিপাকে পর্যটকরা

**মালদা, ৫ অক্টোবর :** টানা বৃষ্টিতে বিপর্যয় নেমে এসেছে পাহাড়ে। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন মালদার অনেকেই। জেলার কত মানুষ এই মুহূর্তে পাহাড়ে আটকে রয়েছেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও ট্রাভেল এজেন্টদের আশঙ্কা, সংখ্যাটা শতাধিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড় থেকে সমতলে নামার হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে পর্যটকদের মধ্যে। তাঁদের অনেকেই আবার ট্রেনের টিকিট বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন।

# 'প্রতিশোধে' পাহাড় তছনছ

*প্রথম পাতার পর*

সেটা আগেও বারবার বলেছি। কিন্তু তা নিয়ে কারও কোনও হেলদোল দেখিনি।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'নদী দখলের প্রবণতা যে একেবারেই নেই সেটা নয়। তবে, এসব ঘটনা দেখলেই প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। আগামীতেও প্রশাসন এবিষয়ে সক্রিয় থাকবে।'

শনিবার রাতের প্রবল বর্ষণে বালাসন নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠেছে। আর তাতেই বিপর্যয়। বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। ধসের জেরে একাধিক মৃত্যু। একাধিক সেতুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুধিয়াতে বালাসন নদীর জল এতদিন যে অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হত, শনিবার রাত থেকে নদী পুরো চরের দখল নিয়ে জনবসতির দিকে প্রায় ৫০-৬০ মিটার সরে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, দুধিয়ায় বালাসনের সেতুর নীচ দিয়ে যে রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে সেখান দিয়েই নদী প্রবাহিত হচ্ছে। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মিরিকে। স্থানীয়রা বলছেন, গত কয়েক বছরে লাগাতার সেই জায়গায় পাহাড় কেটে হয়েছে নির্মাণ। তাতে নিয়মকানুনের ধার ধারেনি কেউ। তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে এখন।

পরিবেশবিদ সুভাষের কথায়, 'উত্তরবঙ্গের সব নদীই এখন মাফিয়ারা গ্রাস করেছে। নদীগুলো থেকে অবাধে বালি-পাথর তুলে পাচার হচ্ছে। রাজ্য সরকার হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। পাহাড়ি নদীগুলিতে বিরাট বিরাট বোল্ডার থাকে। সেই বোল্ডারগুলোও ভেঙে পাচার হচ্ছে। নদী ও চরের যেখান-সেখান থেকে বালি-কুচিপাথর তুলে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।' অভিযোগ আরও আছে। অনেক জায়গাতেই নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে রিসর্ট, হোটেল, ধাবা তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষও নদীর চরে ফুর্তি করার জন্য সেগুলোয় ভিড় করছেন। নদীকে তার নিজের মতো করে চলতে দেওয়া হচ্ছে না। সেই জন্য অতিভারী বর্ষণ হলে নদী রুদ্রমূর্তি ধারণ করছে। শনিবার রাতে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি কিন্তু পাহাড়ে আগেও হয়েছে। তখন কিন্তু এত বিপর্যয় হয়নি।

সুভাষের কথায় সায় দিয়েছেন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের (ন্যাফ) আহ্বায়ক অনিমেষ বসুও। তিনি জানালেন, পাহাড়েও বহুদিন ধরে অবাধে বৃক্ষচ্ছেদন হচ্ছে। যার জেরে পাহাড়ের মাটি ক্রমশ আলগা হচ্ছে, আর বৃষ্টি হলেই সেই মাটি ধসে পড়ছে। অনিমেষ বলেন, 'বিপদ যে আমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, এই বিপর্যয়ই তার প্রমাণ। এমন ঘটনা আগামীতেও হতে পারে। সেই জন্য সবাইকে আগাম সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

# বিপর্যস্ত কিশনগঞ্জ

**কিশনগঞ্জ, ৫ অক্টোবর :** লাগাতার মুষলধারে বৃষ্টিপাতের জেরে রবিবার সকাল থেকে বিপর্যস্ত কিশনগঞ্জ জেলার টেরাগাছ, দিঘলব্যাংক, গলগলিয়া, ঠাকুরগঞ্জ এলাকা। বন্যাকবলিত এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ বিতরণ করছে এনডিআরএফের টিম। পাশাপাশি চালু করা হয়েছে আশ্রয় শিবিরও। কিশনগঞ্জের সঙ্গে আশপাশের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে সবরকমভাবে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক বিশাল রাজ।

কিশনগঞ্জের দিঘলব্যাংক ব্লকের সিঙ্গিমারি, সাতকৌয়া, লোহাগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ গ্রামগুলি জলের তলায় চলে গিয়েছে। পুলিশ ও এসএসবি যৌথভাবে এই এলাকায় উদ্ধারকাজ চালিয়েছে। দিঘলব্যাংক থানার পক্ষ থেকে মাইকিং করে গ্রামের বাসিন্দাদের ঘর ছেড়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, গলগলিয়া এলাকার বিভিন্ন গ্রামে মেচি নদীর জলস্ফীতির ফলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার ভোর তিনটে নাগাদ গ্রামগুলিতে মেচি নদীর জল ঢোকা শুরু হয়। বন্যাকবলিত এলাকার বাসিন্দারা গলগলিয়া রেলস্টেশনে আশ্রয় নেন। কনকই, বুড়িকনকই ও অন্যান্য শাখানদীগুলোতে জলস্তরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

জেলা সদর কিশনগঞ্জ থেকে এনডিআরএফ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা সেলের আধিকারিক ও কর্মীরা বন্যাকবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চালান। গলগলিয়ার ভাতগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমগুড়ি, আদিবাসীটোলা, পাসোয়ান বস্তি, খরনাটোলা, আনসারিটোলার ২৪৫ জন বাসিন্দাকে বন্যাকবলিত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। চারটি আশ্রয় শিবির চালু করা হয়েছে। জেলার সবক'টি হাসপাতালে প্রচুর পরিমাণে জীবনদায়ী ওষুধ মজুত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে নিমগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গলগলিয়া স্টেশনে দুটি কমিউনিটি কিচেন চালানো হচ্ছে। পোঠিয়া ও দিঘলব্যাংক এলাকার শতাধিক পরিবারকে উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, লাগাতার মুষলধারে বৃষ্টিপাতের কারণে লাল সতর্কতা জারি করেছে বিহারের আবহাওয়া অধিদপ্তর ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। রবিবার এই মর্মে কিশনগঞ্জেও প্রশাসনের তরফে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপাশি কিশনগঞ্জ জেলা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা সেল জেলার বন্যাকবলিত এলাকার বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ করেছে, বাসিন্দারা যেন শিশু, কিশোরদের নদীর কাছাকাছি যেতে না দেন।

# অবহেলিত উত্তরবঙ্গ শোষণের বধ্যভূমি

*প্রথম পাতার পর*

তারপরও আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কোথাওই বড় বিপর্যয় মোকাবিলার ন্যূনতম পরিকাঠামো কেন তৈরি করা গেল না তার উত্তর কে দেবে? গঙ্গা ও ফুলহরের ভাঙনে মালদার হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি হারিয়েছেন। কয়েক লক্ষ বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে। সবার অলক্ষ্যে একাধিক গ্রাম মানচিত্র থেকে হারিয়ে গিয়েছে। সেই দুর্দশা মোকাবিলার ব্যর্থতা স্বীকার করতেই হবে রাজ্যকে।

গোটা মিরিকজুড়ে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে শয়ে-শয়ে বহুতল নির্মাণ হয়েছে এবং হচ্ছে। শুধু মিরিক নয়, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের সর্বত্র বেআইনি বহুতলে ছেয়ে গিয়েছে। যার দরুন ধস বাড়ছে। তৃণমূল বা তাদের সহযোগী অনীত থাপার দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতেই যে ওই সব বহুতল তৈরি হচ্ছে তা অজানা নয় কারওই। তাহলে বিপর্যয়ের দায় রাজ্য সরকার এড়ায় কী করে? পাহাড়ি নদীর গতিপথ আটকে হাজার হাজার বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। তৈরি হয়েছে রিসর্ট, রেস্তোরাঁ। কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করে নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বহু এলাকাতে। অবৈজ্ঞানিকভাবে নদী থেকে বালি-পাথর, বোল্ডার তোলা হচ্ছে। জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে মাফিয়ারা। বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ এগুলিও। আর ওইসব বেআইনি কারবারের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠছেন বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল নেতারা। শতাংশের হিসাবে ঘুষ পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের কাছে। কাটমানির কেরামতিতে উত্তরের বাঁধগুলির মেরামতি হয়েছে নাম কা ওয়াস্তে। এই দুর্নীতি এবং দুর্নীতি ঠেকাতে না পারা দুইয়েরই দায় রাজ্য সরকার এবং শাসকদলেরই।

'তৃণমূলে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট' একথা নতুন করে মনে করানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের একঝাঁক বিজেপি বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীরা কি ছুটির দিনে ভাতঘুমে ছিলেন? তাঁরা গেলেন কোথায়? আসলে যে দোষে তৃণমূল দুষ্ট, সেই দোষে দুষ্ট বিজেপিও। উত্তরের বিপর্যয়ের দিনে মুখ্যমন্ত্রী যেমন কার্নিভালে ব্যস্ত ছিলেন, তেমনি কলকাতায় মিছিলে ব্যস্ত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য তো উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশি। তাঁকেও আসতে দেখা যায়নি। যে বিজেপিকে দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছে উত্তরবঙ্গ, সেই বিজেপি নেতারা সামাজিক মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেই দিব্যি কাটিয়ে দিলেন। কংগ্রেস, সিপিএমের অবস্থাও তথৈবচ। খুব জানতে ইচ্ছে করছে উত্তরবঙ্গের স্বঘোষিত 'মহারাজ' নগেন রায় কি তাঁর রাজবাড়িতে মোচ্ছবে ব্যস্ত আছেন? বংশীবদন বর্মন, তিনি কি দরজায় খিল এঁটেছেন?

সাহিত্যিক দেবেশ রায় উত্তরের ভূখণ্ডের নাম দিয়েছেন 'ভগবানের আঙিনা'। সেই আঙিনার ভূস্বামীরা কলকাতায় বসে। আঙিনা ভাগাভাগি করে তাঁরা ইজারা দিয়েছেন স্থানীয় নেতাদের। তাই খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকলেও উত্তরবঙ্গের স্বার্থ নিয়ে বলার মুরোদ নেই শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার বা মালদার কোনও নেতারই। ভূস্বামীরা বসতে বললে এখানকার নেতারা বসেন, উঠতে বললে ওঠেন। উত্তরবঙ্গের নেতাদের যত হম্বিতম্বি ওই নিজের বাড়ির আশপাশের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই। বাধ্য ইজারাদারের মতো তাঁরা উত্তরের প্রকৃতি ধ্বংস করে লুটে নেওয়া কোটি কোটি টাকার ভাগ সময়মতো পৌঁছে দেন কলকাতার প্রভুদের কাছে। এটাই তাদের সবথেকে বড় যোগ্যতা। রাজনীতির স্বার্থে উত্তরবঙ্গের মানুষকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এবার সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের দাবিতে আওয়াজ তুলুক।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### জারোয়াদের 'জীবনদায়ী' ডাক্তার

ডাক্তার রতনচন্দ্র কর- এক্কেবারে যেন বাস্তবের হিরো! বাংলার এই ডাক্তারবাবু আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জনজাতি জারোয়াদের নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সালটা ১৯৯৮, তখন থেকে শুরু তাঁর জারোয়াদের মাঝে কাজ। এই আদিম জনজাতি বাইরের লোকের থেকে বহু বছর দূরে ছিল। তাই ডাক্তারবাবুকে শুরু থেকেই ভরসা করাটা তাঁদের কাছে বেশ কঠিন ছিল। ১৯৯৯ সালে জারোয়াদের মধ্যে হাম রোগ মারাত্মক আকার নেয়, প্রায় ১০০ জনেরও বেশি আক্রান্ত হন। মাত্র ২৫৫ জনের ছোট একটা জনগোষ্ঠীর কাছে এটা ছিল বিরাট বিপদ। কিন্তু হার মানেননি ডাক্তার কর। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি দিনের পর দিন জঙ্গলের বিপদ ঠেলে জারোয়াদের সেবা করেছেন। ভাষা না জেনেও তাঁদের কৃষ্টিকে সম্মান করে ধীরে ধীরে ভরসা জিতে নেন। একাধারে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে বহু জীবন বাঁচান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ জারোয়াদের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে! তাঁর এই বিরাট কাজের জন্য তিনি ২০২৩ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। সত্যিকারের ঈশ্বর-সম মানুষ ইনি, যিনি শুধু চিকিৎসা দিয়ে নয়, ভালোবাসা আর সংস্কৃতিকে সম্মান দিয়ে জীবনদান করেছেন।

### রেইনডিয়ারের সানগ্লাস

আর্কটিকের রেইনডিয়ারগুলো যেন একেবারে জাদুকর! কারণ এগুলোর চোখের রং ঋতুভেদে পালটায়। গরমকালে এগুলির চোখ সোনালি, আর যেই শীত এল, অমনি তা পালটে হয়ে যায় গভীর নীল! ভাবুন তো, একই চোখ, অথচ সময়ে সময়ে রং বদলে যাচ্ছে! ব্যাপারটা হয় আসলে চোখের ভেতরের একটি বিশেষ স্তর, যার নাম 'ট্যাপিটাম লুসিডাম', তার কারসাজিতে। এটি একটি প্রতিফলক স্তর, যা কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে। ব্যাপারটা মজার হলেও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। শীতকালে আর্কটিকে আলো থাকে খুব কম। তখন এই নীল রং চোখকে অন্ধকারে দেখতে দারুণ সাহায্য করে। কারণ নীল রং বেশি আলো সংগ্রহ করে চোখের ফোটো-রিসেপ্টরগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। আবার গরমকালে সূর্য যেহেতু তীব্রভাবে কিরণ দেয়, তখন সোনালি রং কম আলো প্রতিফলিত করে চোখকে সেই ঝলমলে আলো থেকে বাঁচায়। দারুণ ব্যবস্থা, তাই না? প্রকৃতি যেন নিজেই এগুলির জন্য সানগ্লাস তৈরি করে দিয়েছে!

### ঠান্ডা জলের আশ্চর্য গুণ

সকালে ঘুম ভাঙাতে ঠান্ডা জলের ঝাপটা অনেকের পছন্দ। কিন্তু এর উপকারিতা শুধুই ঘুম তাড়ানো নয়। যখন ঠান্ডা জল শরীরের সংস্পর্শে আসে, রক্তনালি সংকুচিত হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। এর ফলে দ্রুত মন সতেজ ও সতর্ক হয়ে ওঠে। এটি মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। কারণ, ঠান্ডা স্নান স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং শরীরের ভালো অনুভূতির হরমোন এন্ডরফিন নিঃসরণ করে। কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ঠান্ডা জলে স্নান করলে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ে। যদিও এটি সবার জন্য নয় (বিশেষত যাদের হৃদরোগ আছে)। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের জন্য এটি সুস্থ থাকা ও মনকে শান্ত রাখার একটি সহজ উপায়।

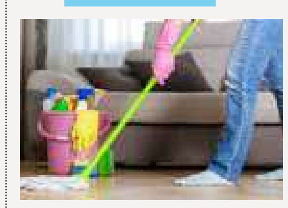

### কাজ করো, জীবন গড়ো

ঘরে ছোট ছোট কাজ করা মানেই কিন্তু শুধু মায়ের কাজ কমানো নয়, এটা আসলে বাচ্চাদের জন্য বিরাট একটা লাইফ-স্কিল ট্রেনিং! ধরুন, বিছানা গোছানো বা বাসন মাজা-দেখতে সাধারণ হলেও, এই কাজগুলো কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৈরি করে দেয় দায়িত্ববোধ, সময়জ্ঞান আর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা। যারা ছোট থেকেই কাজ করে, তারা কিন্তু অন্যদের চেয়ে বেশি সহনশীল হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ছোটবেলার এই অভ্যাসগুলোই পরবর্তীতে পড়াশোনা, কর্মজীবন এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও সাফল্যের রাস্তা খুলে দেয়। কাজ করতে গিয়ে তারা বোঝে সহযোগিতা বা টিমওয়ার্ক কী জিনিস। ফলে ছোট থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, তারা আরও স্বাবলম্বী হয়। ঘর পরিষ্কারের পাশাপাশি তাদের মনটাও পরিষ্কার ও গোছানো হয়ে ওঠে। আর বাবা-মা, আপনাদের কাজ শুধু কাজ দেওয়া নয়- উৎসাহ দেওয়া! কারণ একটু হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কাজটা শিখিয়ে দিলেই হল, দেখবেন ভবিষ্যতে সে নিজেই হবে নিজের বস!

# গন্ডার, হস্তীশাবক

*প্রথম পাতার পর*

রবিবার সকালে ভারী বৃষ্টির কারণে জলদাপাড়ার জঙ্গলে শিসামারা নদীর জল ঢুকে যায়। জঙ্গল থেকে নদীতে ভেসে যায় গন্ডার ও অন্য বন্যপ্রাণীরা। স্থানীয়দের দাবি, বহু গন্ডার ভেসে গিয়েছে, যাদের হদিস মেলেনি। তবে বন দপ্তর জানিয়েছে, তিনটি গন্ডার নদীতে ভেসে এসে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। দুটি গন্ডার আশ্রয় নেয় পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও আর একটি পাতলাখাওয়ায়। পূর্ব কাঁঠালবাড়ির গন্ডার দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বন দপ্তর। এদিন সকালে শিলতোর্ষা নদীর জলস্ফীতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ঘাটপাড়, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি এলাকার মানুষ। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে আসতে থাকে জঙ্গলের গাছ আর বন্যপ্রাণীরা। পলাশবাড়ির দিবাকর দত্ত শিলতোর্ষা পাকা সেতুর উপর দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'নদীর এমন রূপ আগে কখনও দেখিনি। জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল গন্ডার। দেখে মনে হচ্ছিল বন্যপ্রাণীরা কতটা অসহায়।' কমল বর্মন বলে আরেক তরুণের কথায়, 'এদিন কত যে বন্যপ্রাণী জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে, তার ঠিক নেই। তারমধ্যে তিনটি গন্ডার গ্রামে ঢুকে পড়ে।' স্থানীয়রা জানান, এদিন একটি গন্ডার ঢুকে পড়ে ঘাটপাড় এলাকায়। আরেকটি গন্ডার আশ্রয় নেয় পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের সাতভেণ্ডি এলাকায়। গন্ডার দেখার ভিড় সামলাতে বন দপ্তরকে হিমসিম খেতে হয়। দুপুর থেকেই গন্ডার দুটিকে নানাভাবে উদ্ধারের চেষ্টা করেন বনকর্মীরা। পরে কুনকি হাতিও নিয়ে আসা হয়। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে গন্ডার দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।'

পাতলাখাওয়ার শুংশুঙ্গি এলাকায় একটি বাইসন, একটি গন্ডার ও একটি সম্বর হরিণ ঢুকে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে উদ্ধার করা হয়। গন্ডারটিকেও জঙ্গলে ফেরানোর হয় সন্ধ্যা নাগাদ। ঘটনার খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরাও এলাকায় যান। পাতলাখাওয়ার বাসিন্দা ধীরেন বর্মন এদিন বাইসনের হানায় আহত হন। তাঁকে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার সকালে নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার সময় নদী পার হতে গিয়ে ভেসে যায় একটি হস্তীশাবক। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-নেপাল সীমান্তে ঝাপুজোত এলাকায় ভোরবেলা হাতির দলটি কলাবাড়ি বনাঞ্চলে ঢুকছিল। দলের একটি শাবক মেচি নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে গিয়ে ঝাপুজোতের ধানখেতে আটকে পড়ে। হস্তীশাবককে দেখতে পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা এলাকায় ভিড় জমান। শেষে কার্সিয়াং বন বিভাগের টুকরিয়াঝাড়, কলাবাড়ি বনাঞ্চলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। চার ঘণ্টার চেষ্টায় শাবকটিকে উদ্ধার করা হয়। হাতির দলে ফিরিয়ে দিতে কলাবাড়ি বনাঞ্চলে হস্তীশাবককে নিয়ে যান বনকর্মীরা।

## প্রশ্ন তুলে দিলেন অভিষেক নায়ার

# ‘রোহিতের সঙ্গে আগরকার কথা বলেছিলেন তো?’

**মুম্বই, ৫ অক্টোবর :** টি২০, টেস্ট ছেড়েছিলেন আগেই। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে রোহিত শর্মা এখনও বর্তমান। শুধু তাই নয়, হিটম্যান এখনও স্বপ্ন দেখেন, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ খেলার।

দুই বছর পরে কী হবে, রোহিত সেই সময় পর্যন্ত একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন কিনা, বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে রোহিতকে সরিয়ে শুভমান গিলকে একদিনের ভারতীয় দলের নয়া অধিনায়ক করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন অভিষেক নায়ার।

অভিষেক প্রাক্তন ক্রিকেটার। রোহিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শেষ এক মাস ধরে অভিষেকের নজরদারিতে অনুশীলন করছেন হিটম্যান। তাছাড়া গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর অভিষেককে তাঁর সহকারী করেছিলেন। যদিও সেই পদে বেশিদিন ছিলেন না কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেক। এহেন অভিষেক আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে আগরকারের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গতকাল অস্ট্রেলিয়া সফরের ভারতীয় দল ঘোষণার পর সাংবাদিক সম্মেলনে আগরকার বলেছিলেন, রোহিতের সঙ্গে কথা বলেই ভারতীয় একদিনের দলের নেতৃত্ব বদল হয়েছে। নায়ার আজ সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, ‘শুভমান টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হবে, এই কথা ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত প্রায় সবারই জানা ছিল। আগামীর লক্ষ্যপূরণে শুভমানের মতো তরুণকে দায়িত্ব দেওয়া খুব ভালো সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এমন সিদ্ধান্তের আগে রোহিতের সঙ্গে সঠিকভাবে আলোচনা হয়েছিল তো?’

টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের ব্যাটন বদলের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। অধিনায়কত্ব হারিয়ে হিটম্যান এখন টিম ইন্ডিয়ার একদিনের ক্রিকেট দলের সাধারণ ক্রিকেটার। তাঁর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পায়নি দুনিয়া। এমন অবস্থায় রোহিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেকের মন্তব্য বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, রোহিতের মনের কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন তাঁর বন্ধু। এমন অবস্থায় আজ ১৩ বছর আগে করা হিটম্যানের একটি টুইট যেমন ভাইরাল হয়েছে। তেমনই টেস্ট থেকে অবসরের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিতের করা মন্তব্য, ‘২০২৭ সালের বিশ্বকাপ খেলতে চাই’-ও

> শুভমান টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হবে, এই কথা ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত প্রায় সবারই জানা ছিল। আগামীর লক্ষ্যপূরণে শুভমানের মতো তরুণকে দায়িত্ব দেওয়া খুব ভালো সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এমন সিদ্ধান্তের আগে রোহিতের সঙ্গে সঠিকভাবে আলোচনা হয়েছিল তো?
> **– অভিষেক নায়ার**

আজ ভাইরাল হয়েছে। সঙ্গে হিটম্যানের নীরবতা নেতৃত্ব রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ সামনে এসেছে আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, রোহিতকে একদিনের নেতৃত্ব থেকে সরানো নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরেই দ্বিধা ছিল। অনেকেই চাননি এমন সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু কোচ গম্ভীরের পরামর্শেই শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি দল নির্বাচনের পর রোহিত, বিরাট কোহলিরা এখনও তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। ফলে তাঁরা ঠিক কী ভাবছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরের পরই ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন কিনা, নাকি ২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে খেলা চালিয়ে যাবেন-জল্পনাটা ক্রমশ বাড়ছে।

*রিভার্স স্কুপে বাউন্ডারি মারছেন রিচা ঘোষ। (ডানে) টসের পর হাত না মিলিয়েই চলে গেলেন হরমনপ্রীত কাউর ও ফাতিমা সানা।*

## সূর্যদের মতো নো হ্যান্ডশেক নীতি হরমনদের

# ভারত ১২, পাকিস্তান ০

**ভারত-২৪৭**
**পাকিস্তান-১৫৯ (৪৩ ওভারে)**

**কলম্বো, ৫ অক্টোবর :** ১৫-১। পুরুষদের ওডিআই ও টি২০ বিশ্বকাপ মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে স্কোরলাইন। ২১ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানকে হারানোর পর সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন, ‘এখন আর ভারত-পাকিস্তান কোনও লড়াই নয়।’ মহিলাদের ওডিআইয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের সাক্ষাৎকারে ১১-০-র একপেশে স্কোরলাইন নিয়ে রবিবার নেমেছিল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। ম্যাচ শুরুর আগে যা নিয়ে পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে সূর্য টুইট করেন, ‘দ্বৈরথ সেটাই যেখানে লড়াই সমানে সমানে হয়। ১১-০ কোনও দ্বৈরথই নয়। ফোকাস ধরে রাখলে স্কোরলাইন আজ ১২-০ হবে।’

সূর্যের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৮৮ রানের একপেশে জয়ে ভারতের মেয়েরা সেটাই করে দেখিয়েছেন।

গত তিনটি রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিকে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সূর্যকুমারের টিম ইন্ডিয়া। প্রতিটি ম্যাচেই পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে ‘নো হ্যান্ডশেক’ নীতি বজায় রেখেছিলেন সূর্য। এদিন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীতও সেই পথে হাঁটলেন। টসের সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন। তবে টসের সময় হল অন্য বিতর্ক। হরমনপ্রীত কয়েন আকাশে তোলার পর ফাতিমা ‘টেল’ কল করেন। কিন্তু কয়েন মাটিতে পড়ার পর ম্যাচ রেফারি শ্যান্ড্রে ফ্রিৎজ এগিয়ে এসে বলেন, ‘হেড পড়েছে। ফাতিমা তুমি জিতেছ।’ ফাতিমা জানান, তিনি ফিল্ডিং নেবেন। হরমনও ম্যাচ রেফারির ভুল বুঝতে না পারায় প্রতিবাদের পথে হাঁটেননি।

পোকার উৎপাতে ভারতীয় ইনিংসের সময় ম্যাচ বন্ধ থাকে ১৫ মিনিট। পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে ফাতিমা মাঠে স্প্রে করেন। ব্যাট-বলের লড়াইয়ের বাইরের নানা ঘটনার মধ্যে ক্যামিও ইনিংসে দলকে আড়াইশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ (২০ বলে অপরাজিত ৩৫)। ভারত থামে ২৪৭ রানে। এর আগে প্রতীকা রাওয়াল (৩১) ও স্মৃতি মান্ধানা (২৩) শুরুটা ভালো করেন। ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান হার্লিন দেওল (৪৬), জেমিমা রডরিগেজ (৩২), দীপ্তি শর্মারা (২৫)।

কলম্বোর মন্থর পিচে রানতাড়ার চাপ নিতে পারেনি পাকিস্তান। ক্রান্তি গৌড় (২০/৩), রেণুকা সিং ঠাকুর (২৯/০) ওপেনিং স্পেলে পাক ব্যাটারদের কাজ কঠিন করে দেন। যদিও চতুর্থ ওভারে মুনিবা আলির (২) রানআউট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। ক্রান্তির বল মুনিবার প্যাডে লাগলেও ভারত রিভিউ নেয়নি। উলটে দীপ্তি ডাইরেক্ট থ্রোয়ে স্টাম্প ভেঙে দেন। রিপ্লেতে দেখা গিয়েছে, মুনিবার ব্যাট তখন হাওয়ায় ছিল। এরপরই শুরু হয় দুই দলের ‘খারাপ’ ক্রিকেটের প্রদর্শনী। রিচা একাই তিনটি ক্যাচ ফেলেন। যার মধ্যে ছিল পাকিস্তানের হয়ে সর্বাধিক রান করা সিদরা আমিনের ক্যাচ। ৮ রানে থাকার সময় রিচার ক্যাচ মিসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সিদরা ৮১ করে দেন। তারপরও অবশ্য পাকিস্তান ৪৩ ওভারে ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায়। শেষবেলায় দীপ্তি ৩ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের রাস্তা সহজ করে দেন।

## রিচাদের ক্যাচ মিসে চিন্তিত নন হরমনপ্রীত

**কলম্বো, ৫ অক্টোবর :** বারবার। বারোবার। মহিলাদের ওডিআইয়ে রবিবার পাকিস্তানকে ৮৮ রানে হারিয়ে প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে একডজন জয় তুলে নিয়েছে ভারতীয় দল।

মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় পাওয়ার দিনে অবশ্য হরমনপ্রীত ব্রিগেডকে চিন্তায় রাখবে ক্যাচ মিসের প্রদর্শনী। ব্যাট হাতে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিলেন। স্টাম্পের পিছনে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ একাই তিনটি ক্যাচ ফেলেছেন। যার সুযোগ নিয়ে ৮ রানের মাথায় বেঁচে যাওয়া সিদরা আমিন ৮১ করে যান। যদিও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের আরও একবার হারানোর তৃপ্তি নিয়ে ভারতীয় মহিলাদের দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর বলেছেন, ‘আজকে কয়েকটা ক্যাচ পড়েছে ঠিকই। তবে এটা নিয়ে ভাবতে চাই না। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলাম। ক্রান্তি গৌড় দুর্দান্ত বোলিং করল। রেণুকা সিং ঠাকুর ওকে সাহায্য করেছে। কলম্বোর এই পিচে ব্যাটিং সহজ ছিল না। বল থেমে আসছিল। আমরা উইকেট হাতে রেখে ইনিংস লম্বা করতে চেয়েছিলাম। শেষদিকে রিচার ইনিংস আমাদের সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে দেয়। ভারতে ফিরে মোমেন্টাম ধরে রাখাই লক্ষ্য আমাদের।’

৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের পেসার ক্রান্তি গৌড়। বলেছেন, ‘আমার গ্রামের মানুষের জন্য ভালো লাগছে। এই ম্যাচের জন্য গ্রামে বড় স্ক্রিন লাগানো হয়েছিল। দল ও ওদের ভরসার মর্যাদা দিতে পেরে আমি গর্বিত।’

## কোনও বোলারকেই কঠিন মনে হয় না যশস্বীর

**মুম্বই, ৫ অক্টোবর :** তিনি আগ্রাসন পছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন তাঁর আগ্রাসনের মাধ্যমে বোলারকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিতে।

তিনি যশস্বী জয়সওয়াল। তরুণ, প্রতিভাবান টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং ব্যাটারের অভিধানে ভয়, টেনশন, এমন শব্দ নেই। প্রতিপক্ষ কোনও বোলারকে সামলানো, বাউন্ডারির বাইরে পাঠানো কঠিন বলেই মনে হয় না তাঁর।

বিলেত সফরে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। দেশে ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিশ্রামেই ছিলেন তিনি। গতকাল ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের যে দল ঘোষণা হয়েছে, সেই স্কোয়াডে রয়েছেন যশস্বী। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন সিরিজ নিয়ে মানসিকভাবে তৈরি তিনি। আজ মুম্বইয়ে এক পডকাস্টে হাজির হয়ে যশস্বী তুলে ধরেছেন ব্যাট হাতে বাইশ গজে তাঁর ভাবনার কথা। বলেছেন, ‘ভালো বোলার হয়তো অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু আমি ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকলে ভালো, খারাপ বোলার হিসেবে কিছু ভাবি না। বরং সবসময় মনে হয়, কীভাবে পরের ডেলিভারিটা বাউন্ডারির বাইরে পাঠাব।’

শুরু থেকে ভয়ডরহীন ক্রিকেটে বিশ্বাসী যশস্বী। তাঁর ক্রিকেটের সঙ্গে আগ্রাসন শব্দটাও জড়িয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এহেন যশস্বী বলেছেন, ‘কে কত ভালো বোলার, কোন বোলার কত জোরে বল করে, ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকলে এই সব কথা মনেই আসে না আমার। আসলে ক্রিকেট খেলা শুরুর দিন থেকেই বোলারকে শাসন করার থিয়োরিতে বিশ্বাস করি আমি। সেই বিশ্বাস আজও রয়েছে।’

## মেসি ম্যাজিকে জয় মায়ামির

**লডারডেল, ৫ অক্টোবর :** লিওনেল মেসি গোল পেলেন না। তবে অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক করলেন। যার সুবাদে ইন্টার মায়ামি ৪-১ গোলে হারাল নিউ ইংল্যান্ডকে। জোড়া গোল করলেন তাদেও আলেন্দে ও জর্ডি আলবা। নিউ ইংল্যান্ডের একমাত্র গোল দোর তুর্গেমানের। চলতি মরশুমে ২৪ গোল ও ১৭টি অ্যাসিস্ট সহ মোট ৪১টি গোলের অবদান রাখলেন মেসি। মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক। একইসঙ্গে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকলেন মেসিরা।

## গম্ভীরের ইয়েসম্যান বলেই দলে হর্ষিত : শ্রীকান্ত

# ওডিআইয়ে অধিনায়ক গিলকে ‘স্বাগত’ সানির

**মুম্বই, ৫ অক্টোবর :** ভারতীয় ক্রিকেটে আরও এক পালাবদল।

রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শুভমান গিলের কাঁধে ওডিআই দলের নেতৃত্ব ভার। অজিত আগরকারদের যে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। আগামীর ভাবনায় সঠিক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। যুক্তি, ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে রোহিত আদৌ খেলার মতো অবস্থান থাকবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। গাভাসকারের দাবি, ‘২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ করেছে নির্বাচক কমিটি, আমি তার সঙ্গে সহমত। আমাদের একজন তরুণ অধিনায়ক দরকার ছিল। কারণ, আমরা জানি না, আদৌ বিশ্বকাপ খেলার মতো ফিট থাকবে কিনা রোহিত।’

সানির যুক্তি, রোহিত ইতিমধ্যেই টেস্ট ও টি২০-কে গুডবাই জানিয়েছেন। শুধুমাত্র ওডিআই খেলছে। আন্তর্জাতিক সূচি দেখলে পরিষ্কার, ভারত বছরে খুব বেশি ওডিআই খেলে না। টেস্ট ও টি২০ তুলনায় অনেক কম ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা। ফলে রোহিতের পক্ষে ৭-৮টা ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপে নেমে পড়া সহজ হবে না।

বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও একই মনোভাব গাভাসকারের। সানির মতে, হাতেগোনা কয়েকটা ম্যাচ খেললে নিজেকে প্রস্তুত রাখা সম্ভব নয়। তাই ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার জন্য নিজেদের ফিট রাখতে আন্তর্জাতিক ওডিআই ম্যাচের পাশাপাশি বিরাট-রোহিতদের বিজয় হাজারে ট্রফির মতো ঘরোয়া টুর্নামেন্ট খেলা উচিত বলে মনে করেন গাভাসকার।

শুভমান-রোহিত ইস্যুতে গাভাসকারের সমর্থন যখন নির্বাচকদের দিকে, তখন দল নির্বাচন নিয়ে তোপ দাগলেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলে গাভাসকারের ওপেনিং পার্টনারের অভিযোগ, গৌতম গম্ভীরের ‘ইয়েসম্যান’ বলেই সাফল্য না থাকা সত্ত্বেও বারবার অগ্রাধিকার পাচ্ছেন হর্ষিত রানা।

শ্রীকান্তের দাবি, ‘ভারতীয় দলে একমাত্র স্থায়ী সদস্য হল হর্ষিত। কারণ ও গৌতম গম্ভীরের ইয়েসম্যান। তাই সবসময় দলে। কেন দলে, তার কোনও ক্রিকেটীয় যুক্তি কারও কাছে নেই। ব্যর্থতার পরও শুধুমাত্র হেডকোচের পছন্দের বলে সুযোগ পাচ্ছে! ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের দল তৈরির কাজ শুরু করতে গিয়ে হর্ষিত, নীতিশ কুমার রেড্ডির মতো প্লেয়ারদের প্রাধান্য দিলে, ট্রফির আশা না করাই ভালো।’

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সঞ্জু স্যামসনকে গুরুত্ব না দিয়ে ধ্রুব জুরেলের অন্তর্ভুক্তিও বোধগম্য নয় শ্রীকান্তের। দাবি, বঞ্চনার শিকার সঞ্জু। ‘আরও একবার বঞ্চিত করা হল সঞ্জুকে। শেষ ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছে। অথচ, দলে নেই। ওর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বারবার রদবদল করা হচ্ছে। কখনও ওপেন, কখনও ৭-৮ নম্বরে! দল নির্বাচনে ধারাবাহিকতা নেই। ভুলভাল সিদ্ধান্তে খেলোয়াড়দের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করা হচ্ছে। কখনও দেখছি যশস্বী জয়সওয়াল আছে আবার পরের সিরিজেই নেই! জানি না, কোন যুক্তিতে সঞ্জুকে টপকে জুরেল ওডিআই দলে ঢুকে পড়ল? এহেন পদক্ষেপে কার্যত ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ভাঙছেন অজিত আগরকাররা।’

# ধোনির নেতৃত্বে না খেলার আক্ষেপ সূর্যর

*হায়দরাবাদে একটি অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদব।*

**হায়দরাবাদ, ৫ অক্টোবর :** এশিয়া কাপ শেষ।

সাদা বলের ফরম্যাট ছেড়ে ভারত এখন ব্যস্ত লাল বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নিয়ে। সূর্যকুমার যাদব যদিও ছুটির মেজাজে। টেস্ট টিমে নেই এশিয়া কাপ জয়ী ভারতের টি২০ অধিনায়ক।

ছুটিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। সারছেন ব্যক্তিগত কিছু কাজও। তেমনই এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপের কথা শোনালেন সূর্যকুমার। ইচ্ছে থাকলেও পূরণ হয়নি মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে খেলার স্বপ্ন।

তাঁর কেরিয়ারে রোহিত শর্মার অবদানের কথাও শোনালেন। মুম্বই রনজি ট্রফি দল, আইপিএলের সুবাদে দীর্ঘদিন সতীর্থ, অধিনায়ক হিসেবে পেয়েছেন হিটম্যানকে। শুধু ক্রিকেট নয়, ক্রিকেটের বাইরেও অনেক কিছু শিখেছেন রোহিতের থেকে।

সূর্য বলেছেন, ‘রোহিতভাইয়ের নেতৃত্বে প্রচুর খেলেছি। আইপিএলে, দেশের হয়ে। ওর সবচেয়ে বড় গুণ, সবসময় চাইত, দলের সবাই যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তরুণদের পাশে থাকা, উৎসাহ জোগানো। দলের সকলের জন্য রোহিতভাইয়ের দরজা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। প্রয়োজন পড়লেই ওর কাছে যাওয়া যায়। শুধু নেতৃত্ব নয়, আরও অনেক কিছু শিখেছি ওর থেকে।’

রোহিত শর্মার টি২০কে গুডবাই জানানোর পর নেতৃত্বের গুরুভার। যে দায়িত্বে সূর্যর সাফল্যের পরিসংখ্যান বেশ ঝলমলে। মুকুটে নতুন পালক এশিয়া কাপ। সেই সূর্যের আক্ষেপ ‘ক্যাপ্টেন কুল’-এর অধীনে কখনও খেলার সুযোগ না পেয়ে। বলেছেন, ‘মাহিভাই যখন অধিনায়ক ছিল, তখন থেকে ভারতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। দুর্ভাগ্য সেই সুযোগ হয়নি। আইপিএল হোক বা ঘরোয়া ক্রিকেট, সবসময় মাহিভাইয়ের বিরুদ্ধেই খেলেছি। কখনও মাহিভাইয়ের নেতৃত্বে খেলার সুযোগ ঘটেনি।’

তবে প্রতিপক্ষ দলে হলেও নজর সবসময় থাকত প্রিয় মাহিভাইয়ের দিকে। সূর্য আরও বলেছেন, ‘ব্যাটিংয়ের সময় উইকেটের পিছনে প্রতিপক্ষের উইকেটকিপারের ভূমিকায় দেখেছি মাহিভাইকে। দুর্দান্ত চরিত্র। অসাধারণ ক্রিকেটারও। চাপের মধ্যে কীভাবে নিজেকে শান্ত রাখতে হয়, শিখেছি মাহিভাইকে দেখে।’

ভারতীয় দলে খেলার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে চার বছর আগে। প্রথম অধিনায়ক বিরাট কোহলি। সেই অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন সমর্থকদের সঙ্গে। সূর্যের কথায়, ‘বিরাটভাইয়ের নেতৃত্বে আমার আন্তর্জাতিক অভিষেক ঘটেছিল। বিরাটভাই এমন একজন, যে কঠিন কাজকে সহজে করার ক্ষমতা রাখে। সব অধিনায়কই চায় সতীর্থরা সেরাটা দিক। বিরাটভাই সেরাটা বের করে নিতে পারত। মাঠ এবং মাঠের বাইরে সবসময় তরতাজা। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী।’

## বিগ ব্যাশে নিরাপত্তা অশ্বীনকে

**সিডনি, ৫ অক্টোবর :** রবিচন্দ্রন অশ্বীনের জন্য স্পেশাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিগ ব্যাশ লিগে। এমনই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তাঁর দল সিডনি থান্ডার। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী রাখা হচ্ছে অশ্বীনের জন্য। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের খবর অনুযায়ী, ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে অশ্বীনের জনপ্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। বিগ ব্যাশে খেলার সময়েও সমর্থকদের বাড়তি আগ্রহ থাকবে অশ্বীনকে ঘিরে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তাই বাড়তি নিরাপত্তার ভাবনা। সিডনি থান্ডারের এক আধিকারিক বলেছেন, ‘এখানকার ক্রিকেট পরিকাঠামো একটু বেশি খোলামেলা। বিশেষত, প্র্যাকটিস মাঠে ক্রিকেটারদের কাছাকাছি অনায়াসে পৌঁছোনো যায়। ফলে অশ্বীনকে ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকছে। নিরাপত্তাজনিত যে ঝুঁকি এড়াতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে অশ্বীনের জন্য।’

## চোট গুরুতর নয় কেনের

**মিউনিখ, ৫ অক্টোবর :** শনিবার বুন্দেশলিগায় ফ্র্যাঙ্কফুর্টের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন বায়ার্নের গোলমেশিন হ্যারি কেন। ইংল্যান্ড অধিনায়ক চোট পাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গিয়েছে ইংলিশ ফুটবল মহল। তবে চোট গুরুতর নয় বলেই ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন স্বয়ং কেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি সোমবার জাতীয় শিবিরে যোগ দিচ্ছি। পায়ের হাড়ে হালকা লেগেছে। কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাব।’

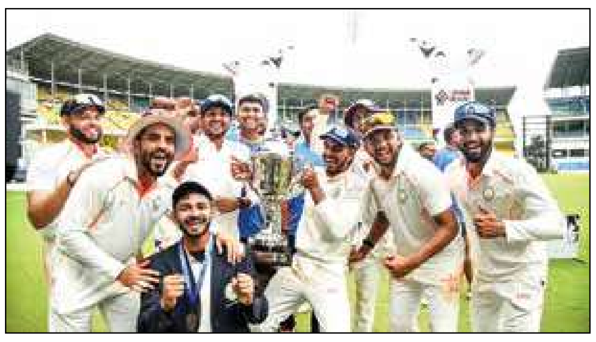

*ইরানি কাপ জিতে উচ্ছ্বাস বিদর্ভ দলের। নাগপুরে রবিবার।*

# ইরানি কাপ বিদর্ভের

**নাগপুর, ৫ অক্টোবর :** প্রত্যাশামতোই ইরানি কাপে চ্যাম্পিয়ন হল বিদর্ভ। রবিবার ইরানি কাপের শেষদিনে বিদর্ভ ৯৩ রানে হারিয়েছে অবশিষ্ট ভারতকে। এদিন ২ উইকেটে ৩০ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামেন রজত পাতিদাররা। জয়ের জন্য তাদের দরকার ছিল আর ৩৩১ রান।

এদিন বিদর্ভের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি অধিনায়ক রজত (১০) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৭)। বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ ঈশান কিষানও (৩৫)। তবে প্রথমে সারাংশ জৈন (২৯) ও পরে মানব সুথারকে (৫৬) সঙ্গে নিয়ে জয়ের ক্ষীণ আশা জাগিয়েছিলেন যশ ধুল (৯২)। তিনি আউট হওয়ার পর কোনও ব্যাটার বিদর্ভ বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। অবশিষ্ট ভারত ২৬৭ রানে অল আউট হয়। হর্ষ দুবে ৪ উইকেট পান। ইরানি কাপে প্রথম ইনিংসে বিদর্ভ করেছিল ৩৪২ রান। অবশিষ্ট ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২১৪ রানে। ১২৮ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিদর্ভ ২৩২ রান সংগ্রহ করে। ফলে অবশিষ্ট ভারতের সামনে জয়ের জন্য ৩৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়। সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে ব্যর্থ রজতরা।

## ভারত আমার মাতৃভূমি : কানেরিয়া

**লাহোর, ৫ অক্টোবর :** পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া কি ভারতের নাগরিকত্ব নিতে চাইছেন? গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তানের প্রাক্তন হিন্দু ক্রিকেটারকে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। এদিন যে বিতর্ক কানেরিয়া ভারতকে তাঁর ‘মাতৃভূমি’ আখ্যা দিয়েছেন।

পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট এবং ১৮টি ওডিআই ম্যাচ খেলা কানেরিয়া নাগরিকত্ব বিতর্ক সম্পর্কে জানান, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনই খেলোয়াড়ি জীবনে বারবার ধর্মবদলের জন্য চাপও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সমাজমাধ্যমে কানেরিয়া লিখেছেন, ‘গত কয়েকদিন অনেকেই প্রশ্ন করছে, কেন আমি পাকিস্তানকে নিয়ে কিছু বলি না। কেন ভারতের ব্যাপারে মন্তব্য করি। কারও কারও দাবি, ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্যই নাকি আমি এসব করি। সবাইকে বলছি, পাকিস্তান আমার জন্মভূমি। তবে ভারত আমার পূর্বপুরুষদের জায়গা, আমার মাতৃভূমি। আমার কাছে ভারত মন্দিরের মতো।’

# সিঙ্গাপুর ম্যাচে জয়ই লক্ষ্য ভারতের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** আগামী বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের ম্যাচটাই যে জাতীয় দলের জন্য অগ্নিপরীক্ষা তা এখন মেনে নিতে দ্বিধা নেই কোচ খালিদ জামিল ও তাঁর ফুটবলারদের এবং ওই ম্যাচ জিতে না ফিরতে পারলে যে এবারের মতো এশিয়ান কাপ যাত্রা শেষ হয়ে যাবে সেকথাও সবার জানা বলেই ওই ম্যাচ জিততে মরিয়া গোটা দল।

সোমবার সকালে বেঙ্গালুরু থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ভারতীয় দল। বিকেল নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছাবেন সন্দেশ ঝিংগানরা। তার আগে এদিনই ২৩ সদস্যের দলের নাম ঘোষণা করলেন খালিদ। আগামী ৯ অক্টোবর গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ম্যাচ না জিততে পারলে মোটামুটিভাবে বিদায় ভারতের। পরবর্তী তিন ম্যাচ তখন প্রায় নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াবে। ভারত এই মুহূর্তে ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শেষ স্থানে। তবে এই ম্যাচের জন্য গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেছেন জাতীয় দলের হেড কোচ। যদিও শুরুতে তিনি একাধিক ফুটবলার পাননি দলে। যা নিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের হতাশাও প্রকাশ করে ফেলেন। এমনকি জাতীয় দল ও ক্লাবের এই দড়ি টানাটানিতে জিকসন সিং, আশিক কুরুনিয়ান, সুরেশ সিং ওয়াংজাম ও চিঙ্গলেসানা সিং শুরুতে খালিদের তালিকায় থাকলেও পরবর্তীতে তাঁদের আর প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেন খালিদ। তবে আপাতত আর ওসব নিয়ে না ভেবে সিঙ্গাপুর ম্যাচেই ফোকাস গোটা দলের। এই ম্যাচ প্রসঙ্গে খালিদ জামিলের মন্তব্য, ‘আমরা এই মুহূর্তে গ্রুপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে সেসব দিকে তাকাচ্ছিই না। আমাদের হাতে এখন চারটি ম্যাচ আছে। যার মধ্যে পরের ম্যাচটা সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। আর ওটাই এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত বেশি দূরের দিকে না তাকিয়ে আমাদের ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে।’

শিবিরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ঋতিক তিওয়ারি ও মুহাম্মদ সুহেলকে স্ট্যান্ডবাইতে রাখা হচ্ছে অ্যাওয়ে ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে আগামী ১৪ তারিখের হোম ম্যাচের জন্য। খালিদ বলেছেন, ‘আমরা ২৩ জনকে নিয়ে সফর করলেও বাকিদের দিকেও সমানতালে নজর রাখছি। আপাতত ঋতিক আর সুহেলকে স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রেখে গেলাম।’

### ২৩ সদস্যের দল

**গোলকিপার** অমরিন্দার সিং, গুরমিত সিং, গুরপ্রীত সিং সান্ধু
**ডিফেন্ডার** আনোয়ার আলি, মিঙ্গথানমাওইয়া রালতে, মহম্মদ উবেইস, পরমবীর, রাহুল ভেকে ও সন্দেশ ঝিংগান
**মিডফিল্ডার** ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, দানিশ ফারুখ, দীপক টাংরি, ম্যাকার্টন লুইস নিকসন, নাওরেম মহেশ সিং, নিখিল প্রভু, সাহাল আব্দুল সামাদ, উদান্তা সিং
**স্ট্রাইকার** ফারুখ চৌধুরী, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, লিস্টন কোলাসো, রহিম আলি, সুনীল ছেত্রী ও বিক্রম প্রতাপ সিং

> আমরা এইমুহূর্তে গ্রুপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে সেসব দিকে তাকাচ্ছিই না। আমাদের হাতে এখন চারটে ম্যাচ আছে। যার মধ্যে পরের ম্যাচটা সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। আর ওটাই এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত বেশি দূরের দিকে না তাকিয়ে আমাদের ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে।
> **খালিদ জামিল**

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **তমালী চ্যাটার্জির** জন্মদিনে পরিবারের সকলে জানায় আন্তরিক ভালোবাসা। **পঙ্কজ চক্রবর্তী (বাবুজি), মনোজ চক্রবর্তী (জেঠু)।** সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি।

## রাজ্য দলে জলপাইগুড়ির ৪

**বেলাকোবা, ৫ অক্টোবর :** নয়ডায় ফিজিকাল এডুকেশন ক্যাম্পাস কলেজে ৮-১২ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় সিনিয়ার ন্যাশনাল টেন্নিকোয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছেন জলপাইগুড়ির ৪ খেলোয়াড়। পুরুষ বিভাগে সুযোগ পেয়েছেন শুভ দাস। মহিলা বিভাগে নামবেন বর্ষা মহন্ত, প্রিয়া রায় এবং সুতিকা রায়। এরা প্রত্যেকে রাজগঞ্জ ব্লকের। এই খেলাটি অনেকটা ব্যাডমিন্টন খেলার মতো।

# ব্যর্থ গুকেশ, বিধ্বস্ত ভারত

## নাকামুরার উচ্ছ্বাস নিয়ে সমালোচনা

**ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর :** ‘চেকমেট’ ইভেন্টের প্রথম লেগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ৫-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত ভারতীয় দাবাড়ুরা।

এই ইভেন্টের মূল আকর্ষণ ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ বনাম মার্কিন তারকা হিকারু নাকামুরার লড়াই। বিশ্বের দুই নম্বর নাকামুরা অবশ্য দুরন্ত খেলে গুকেশকে হারিয়ে দেন। ম্যাচটি জেতার পর উচ্ছ্বসিত নাকামুরা দাবার বোর্ড থেকে গুকেশের ‘কিং’ দর্শকদের দিকে ছুড়ে দেন। এই জন্য প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে নাকামুরাকে।

ইভেন্টের অপর ম্যাচে অর্জুন এরিগাইসি বিশ্বের তিন নম্বর ফ্যাবিও কারুয়ানার কাছে হেরেছেন। কারিসা ইপের কাছে পরাজিত হন দিব্যা দেশমুখ। ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ড মাস্টার লেভি রোজমানের কাছে হারেন সাগর শা। ভারতীয় দলের কনিষ্ঠতম সদস্য ১৩ বছরের ইথান ভাজকে ১৪ বছরের মার্কিন দাবাড়ু তানিটোলুয়া আদেউনি হারিয়ে দেয়।

ইভেন্টের দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে গুকেশরা প্রত্যাবর্তন করতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

*ডোম্মারাজু গুকেশকে হারিয়ে দাবার বোর্ড থেকে তাঁর ‘কিং’ দর্শকদের ছুড়ে দিলেন হিকারু নাকামুরা।*

## অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় শ্রেয়সদের

**কানপুর, ৫ অক্টোবর :** অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে একদিবসীয় সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় ‘এ’ দল। রবিবার সিরিজের শেষ ম্যাচে ২ উইকেটে জয়ের সঙ্গে ২-১ ব্যবধানে সিরিজও দখল করল শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। অর্শদীপ সিং (৩৮/৩) ও হর্ষিত রানার (৬১/৩) দাপটে শুরুতেই অজিরা ৪৪/৪ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে অধিনায়ক জ্যাক এডওয়ার্ডস (৮৯), লিয়াম স্কট (৭৩) ও কুপার কনোলির (৬৪) দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া ৪৯.১ ওভারে ৩১৬ রানে ইনিংস শেষ করে।

রানতাড়ায় নেমে ওপেনার প্রভসিমরান সিংয়ের (৬৮ বলে ১০২) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ভারতীয় ‘এ’ দলকে কখনোই চাপ অনুভব করতে হয়নি। অভিষেক শর্মা অবশ্য ২২ রানেই ফিরে যান। তবে শ্রেয়স (৬২) ও রিয়ান পরাগরাও (৬২) রান পেয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়নি ভারতীয় দলকে। শেষবেলায় পরপর কয়েকটা উইকেট হারালেও বিপরাজ নিগম (অপরাজিত ২৪) ভারতকে ৪৬ ওভারে ৩২২/৮ স্কোরে পৌঁছে দেন।

*গোলের পর কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে সেলিব্রেশন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।*

## ভিনির জোড়ায় জয় রিয়ালের, হার বার্সার

**মাদ্রিদ, ৫ অক্টোবর :** অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে পাঁচ গোল হজমের ধাক্কা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই ছন্দে ফিরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবার ভিয়ারিয়ালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লা লিগাতেও জয়ের সরণিতে ফিরল তারা। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও বিরতির পর খাতা খোলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন ভিনি। অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবধান কমায় ভিয়ারিয়াল। কিন্তু স্যান্টিয়াগো মোরিনো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তেই তাদের প্রত্যাবর্তনের সব আশা শেষ হয়ে যায়। ৮০ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের পাস থেকে গোল করে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন কিলিয়ান এমবাপে।

অন্যদিকে, সেভিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হারল বার্সেলোনা। ১৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সেভিয়াকে এগিয়ে দেন অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ। আইজ্যাক রোমেরো ৩৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান। এরপর প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে গোলশোধ করেন বার্সার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। যদিও ম্যাচ শেষের অন্তিম মুহূর্তে দুই গোল করে সেভিয়ার জয় নিশ্চিত করেন জোসে অ্যাঞ্জেল কারমোনা এবং একর অ্যাডামস।

**পাঁচে উঠল সিটি**

## চেলসির কাছে হেরে হতাশ লিভারপুল কোচ

**লন্ডন, ৫ অক্টোবর :** চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মোনাকোর বিরুদ্ধে ড্রয়ের ধাক্কা ভুলে জয়ের সরণিতে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। রবিবার প্রিমিয়ার লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে বার্নলেকে। ৯ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড গোলটি করেন। এদিনের জয়ে সিটি ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে।

ইপিএলে টানা দুই ম্যাচে হার। আচমকাই যেন ছন্দপতন হয়েছে লিভারপুলের। শনিবার চেলসির কাছে ২-১ গোলে হেরে হতাশ রেডস কোচ আর্নে স্লট। তিনি বলেছেন, ‘আরও একটা পরাজয়। ক্রিস্টাল প্যালেস ম্যাচের মতোই চেলসির কাছেও হার। এটা বেশ হতাশাজনক।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেলতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য খেলায় বেশ উন্নতি হয়েছিল। অবশ্য এই ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময় পাইনি।’ ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লিভারপুল। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ১৯ তারিখ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে।

# শিলিগুড়িতে তিন ফরম্যাটে লিগ শুরুর প্রস্তাব ঋদ্ধির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর :** জুন মাসে সিএবি-র দুইদিনের ক্রিকেটে রাজ্যসেরা হয়েছিল শিলিগুড়ি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের দল। কিন্তু ঋদ্ধিমান সাহার হাত দিয়ে তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদারের সংকল্পে ৪ মাস পেরিয়ে যায়। অবশেষে রবিবার প্রতিজ্ঞাপূরণ করে ঋদ্ধির উপস্থিতিতেই রাজ্যসেরাদের সংবর্ধিত করা হয়। সেখানেই ভারতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক শিলিগুড়ি ক্রিকেটের স্বার্থে বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘টি২০, সীমিত ওভারের পাশে দুইদিনের ক্রিকেট লিগ শুরু করা হলে কলকাতায় মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না শিলিগুড়ির খেলোয়াড়দের। তিন ফরম্যাটে লিগ চালু হলে ম্যাচ খেলার সুযোগও বাড়বে। সেইসঙ্গে সারা বছর ক্রিকেট প্র্যাকটিস করা যায়, এমন একটি মাঠের বন্দোবস্ত করতে হবে। শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের সাহায্যে আমি সবসময় প্রস্তুত।’

মাঠ নিয়ে সহমত তাঁর কোচ জয়ন্ত ভৌমিকও। বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম না হলেও চলবে, বছরভর ক্রিকেট খেলা যায় এমন একটি মাঠ চাই।’ কিন্তু মাঠের বিষয়টি ক্রীড়া পরিষদ নয়, প্রশাসনের হাতে বলে সচিব কুন্তল গোস্বামী বাস্তবটা পরিষ্কার করে দেন। সমস্যা সমাধানে বাংলা দলে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির কাছে সুপারিশ করবেন, এমন কোনও প্রতিশ্রুতি ঋদ্ধি দেননি। তবে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের স্বার্থে কুন্তল খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজারদের নিয়ে ঋদ্ধিমানের কাছে ওপেন সেশনের আবেদন জানালে সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করেছেন।

*আকাশ তরফদারকে সংবর্ধিত করছেন ঋদ্ধিমান সাহা। রবিবার দীনবন্ধু মঞ্চে।*

**সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দাবি ক্রিকেট মাঠের**

ক্রিকেট সচিব জানিয়েছেন, এবার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শহরেই হবে। খেলা দেওয়া হবে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় ও হিন্দি হাইস্কুলে। সুপার ডিভিশন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চলবে সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউটের মাঠে। নভেম্বরে চারটি দলকে নিয়ে মহিলাদের ক্রিকেট লিগ শুরুর কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন। একইসঙ্গে ভাস্কর শিলিগুড়ির ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঋদ্ধি এবং রিচা ঘোষের নাম সামনে এনেছেন। সঙ্গে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের মেন্টর হিসেবে তুলে ধরেছেন দেবজিৎ চক্রবর্তী, পলাশ ভৌমিক, কামাল হাসান মণ্ডল ও দেবব্রত দাসকে।

ষষ্ঠীতে শিলিগুড়ি পৌঁছানোর পর ঋদ্ধি গত শুক্রবার পরিবার নিয়ে কালিম্পং, দার্জিলিং ঘুরতে গিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঘুরপথে শিলিগুড়ি ফিরতে এদিন বেশ কিছুটা সময় লাগলেও পুরো অনুষ্ঠানে তাঁকে দারুণ মেজাজে পাওয়া গিয়েছে। তাঁর উপস্থিতিতে সিএবি-র প্রতিশ্রুতিবান আম্পায়ারের স্বীকৃতি পাওয়া লোকোজিৎ দে, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সুযোগ পাওয়া আকাশ তরফদার সহ অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ক্রিকেটার ও কোচদের সংবর্ধিত করা হয়। তবে বাংলা দলের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশে থাকায় চ্যাম্পিয়ন স্কোয়াডের পাঁচ ক্রিকেটার অনুষ্ঠানে আসতে পারেনি।

# শিল্ডে ভারতীয় স্ট্রাইকার খেলানোর ইঙ্গিত ইস্টবেঙ্গলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর :** আইএফএ শিল্ডে কি ভারতীয় স্ট্রাইকিং লাইনআপের ওপরই আস্থা রাখবেন অস্কার ব্রুজোঁ? অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই।

রবিবার নিজেদেরই রিজার্ভ দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল অস্কারের ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার আলি জাতীয় শিবিরে। যে কারণে রক্ষণে কেভিন সিবলের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন লালচুংনুঙ্গা। দুই সাইডব্যাক মহম্মদ রাকিপ ও জয় গুপ্তা। ডুরান্ড কাপের মতো শিল্ডেও মাঝমাঠে তিন বিদেশিকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ব্রুজোঁ। এদিন দীর্ঘক্ষণ একইসঙ্গে খেলতে দেখা গেল মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপো ও মিগুয়েল ফিগুয়েরোকে। হামিদ আহদাদও অনেকটা সময় খেললেন।

তবে নিয়ম অনুযায়ী আইএফএ শিল্ডে একইসঙ্গে সর্বাধিক চার বিদেশি ফুটবলার খেলাতে পারবে দলগুলো। সেক্ষেত্রে রক্ষণে কেভিন ও মাঝমাঠে তিন বিদেশি খেলালে স্ট্রাইকিং লাইন আপে ভারতীয় ফুটবলারদের ওপরই ভরসা রাখতে হবে অস্কারকে। যদিও প্রস্তুতি ম্যাচে প্রায় সব ফুটবলারকেই ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে নিলেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। ম্যাচটিতে অবশ্য রিজার্ভ দলের কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়াররা। ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র। শুরুর দিকে মিগুয়েলের সেন্টার থেকে গোল করেন হামিদ। পরে দুর্দান্ত গোলে রিজার্ভ দলকে সমতায় ফেরান জেসিন টিকে।

**উদ্বোধনী ম্যাচ কল্যাণীতে**

এদিকে, ৮ অগাস্ট শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ কল্যাণী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে আইএফএ-র তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে। ম্যাচটি বিনামূল্যে গ্যালারিতে বসে দেখতে পারবেন সমর্থকরা।

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422